আদিপুস্তক

অনুশীলন টীকা সহ

আদিপুস্তক ১–৪

আদিপুস্তকের একটি প্রচারক সহায়িকা

HANDS to the PLOW
MINISTRIES

হ্যান্ডস টু দি প্লাউ
মিনিস্ট্রিজ

Hsnds To The Plow.org

Copyright@ 2017 by Hands to the Plow, Inc.
Published by Hands to the Plow, Inc.
P.O. Box 567 Webster, WI 54893
First printing, 2017

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত পূর্ণ বা আংশিক পূনঃমুদ্রন, অথবা উদ্ধার করন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, যে কোন আকারে অন্যত্র প্রেরণ, অথবা যে কোন অর্থে প্রকাশ করা, ইলেকট্রনিক্স, যান্ত্রিক, অনুলিপি, রেকর্ডিং অথবা অন্য কোন ভাবে প্রকাশ করা সম্পূর্ণ ভাবে নিষিদ্ধ।

ইএসভি বাইবেল (পবিত্র বাইবেল, ইংরেজী আদর্শ অনুবাদ®),
সুসমাচার প্রচারকদের প্রকাশনা পরিচর্য্যা, ক্রসওয়ে কর্তৃক গ্রন্থকার-স্বত্ব
২০০১ থেকে সংগৃহিত।
অনুমতি সাপেক্ষে ব্যবহার্য্য। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

আদিপুস্তক

অধ্যায়ন সহায়িকা

আদিপুস্তক ১-৪ অধ্যায় পর্যন্ত

সম্পাদনা	ঃ বিশপ ড. এলবার্ট পি. মৃধা চেয়ারম্যান- দি এফ সি সি-বি
সার্বিক তত্ত্বাবধান	ঃ বিভাস বিশ্বাস
অনুবাদক ও কম্পোজ	ঃ মিঃ মিন্টু রায়
প্রচ্ছদ	ঃ সংগৃহীত
প্রকাশনা	ঃ দি ফ্রি খ্রীষ্টিয়ান চার্চেস অব বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশনা	ঃ ২০১৮ জুলাই
সংখ্যা	ঃ ২০০০ (দুই হাজার) কপি
মুদ্রণ	ঃ ডট প্রিন্টার্স ৯৩ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোনঃ ০১৭২০ ৯০৮১১৬

প্রাপ্তিস্থান ঃ এফসিসি-বি হাউজ, ৩৯/১ ইন্দিরা রোড,
পশ্চিম রাজাবাজার, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ৯১১৪২৯৯

মুখবন্ধ

রেভাঃ টম কেল্‌বী কর্তৃক রচিত আদিপুস্তক ১-৪ অধ্যায় সম্বলিত পাঠ সহায়িকাটি একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী সাহায্যকারী পুস্তক। বইটিতে লেখক সত্য ও জীবন্ত ঈশ্বরের বাস্তব পরিচয়, আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি বিবরণ, প্রথম নরনারীর বিবরণ, নিষ্পাপ মানুষের পাপী মানুষে পরিণত হওয়া, পাপের ফল, এবং আদম ও হবা হতে নূতন প্রজন্ম সৃষ্টি অতিপ্রাঞ্জল ভাবে সুচারুরুপে তুলে ধরেছেন ও কাব্যিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। আমি বিশ্বাস করি, যা প্রত্যেক পাঠককে তার আদিপুস্তক সংক্রান্ত অজানিত অনেক প্রশ্নের উত্তর দিবে ও পাঠককে পরিতৃপ্ত করবে।

রেভাঃ টম্ কেল্‌বীর সাথে আমার দীর্ঘ ৬ বৎসর এর পরিচয়। এই লেখক সুদীর্ঘ প্রায় ৩৩ বৎসর প্রভুর বাক্যের পরিচর্য্যাকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। আমার জানামতে রেভাঃ টম কেল্‌বী বেশ কয়েকটি পুস্তক লিখেছেন যা প্রভুর কার্য্যের অন্যান্য পরিচর্য্যাকারীদের আত্মীক জ্ঞান লাভে যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে রেভাঃ টম কেল্‌বীর কাছে কৃতজ্ঞ যে তিনি তার লিখিত আদিপুস্তক (১-৪) পাঠসহায়িকা পুস্তকটি বাংলা ভাষাভাষী প্রভুর কার্য্যকারীদের এবং প্রত্যেক বিশ্বাসীর কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বাংলায় ছাপানোর অনুমতি প্রদান করেছেন।

আদিপুস্তক (১-৪) পাঠসহায়িকাটি সাহায্যকারী পুস্তক হিসাবে পরিচর্য্যাকারী ও বিশ্বাসীবর্গের আত্মিক উন্নতি সাধিত হলে আমাদের এ প্রকাশনার ত্যাগস্বীকার যথার্থ স্বার্থক হবে।

বিশপ ড. এলবার্ট পি. মৃধা
চেয়ারম্যান
দি ফ্রি খ্রীষ্টিয়ান চার্চেস অব বাংলাদেশ
জুলাই, ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দ।

লেখকবৃন্দ

টম কেল্‌বী-অনুশীলন টীকা
প্রেসিডেন্ট, হ্যাণ্ডস টু দা প্লাউ মিনিষ্ট্রিস, ওয়েবষ্টার, ডব্লিউআই ইউএসএ
মার্ক ইয়েগার- পরিকল্পনা ও মুদ্রণ
ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর, ডিকেওয়াই, ইন্‌করপো, এমপিএলএস, এমএন ইউএসএ
লোরী জোকুইষ্ট- সম্পাদনা
প্রোডাক্‌শন ম্যানেজার, ডিকেওয়াই, ইন্‌করপো, এমপিএলএস, এমএন ইউএসএ

প্রিয় পাঠক,

আদিপুস্তকে ৫০টি অধ্যায় আছে। যাহোক, কেবলমাত্র আদিপুস্তকের চারটি অধ্যায় এই পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি কেন এই চারটি পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করতে মনস্থ করেছি? এর কারণ এই নয় যে আদিপুস্তক ৫–৫০ অধ্যায় অপ্রয়োজনীয়। বরং, এই চারটি অধ্যায়ের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। সমুদয় বাইবেলের মধ্যে এই চারটি অধ্যায় প্রথমে আছে! এই অধ্যায়গুলি চমৎকার কারণ এগুলি পাঠককে ঈশ্বরকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে! এটি চমৎকার এই কারণ যে এই অধ্যায়গুলি জগতের প্রারম্ভিক ঘটনার বিষয় বলছে। এই অধ্যায়গুলি এতই চমৎকার যে এগুলি নিষ্পাপ পরিবেশে মানবীয় জীবন সম্পর্কে বলছে, যখন অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য পাপ দ্বারা কলঙ্কিত হয়নি। এটি সত্যই চমৎকার কারণ এগুলি পাঠকদের পাপ-মুক্তির বিষয় পূর্ব হতে প্রস্তুত করে রাখছে। এই অধ্যায়গুলি এতই চমৎকার যে পুরাতন ও নূতন নিয়মের মধ্যে লেখকগণ কর্তৃক এগুলি থেকে উদ্ধৃতি (পরোক্ষভাবে উল্লেখ) করা হয়েছে। গীতসংহিতায় প্রায়ই এই অধ্যায়গুলি ব্যবহার করা হয়েছে। গীতসংহিতা পুস্তকের (১-৪১), ১, ৮, ১৫, ১৯, ২৪, ও ৩৩ অধ্যায়গুলি দেখুন! ভাববাদীগণ প্রায়ই এই অধ্যায়গুলি ব্যবহার করতেন। যীশু প্রায়ই এই অধ্যায়গুলি ব্যবহার করতেন। আর প্রেরিতগণও এই অধ্যায়গুলি প্রায়ই ব্যবহার করতেন।

এই অধ্যায়গুলি নিবিড় অনুশীলনের জন্য পুরষ্কার অনেক। এতে ভাববদীগণের বাক্যগুলি বুঝতে অধিক সহায়ক হবে। গীতসংহিতাও ঐশ্বর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে বৃদ্ধি পাবে। অনেক বিষয় সম্পর্কিত যীশুর বাক্যগুলি বুঝতে আরও সহজ হবে।

পৌলের ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ক বিতর্কগুলি আরও পরিষ্কার হবে। আর প্রকাশিত বাক্যের সমাপ্তিও আরও মধুর হবে। এই অধ্যায়গুলিতে প্রকৃত ঈশ্বর বিষয়ক মৌলিক জ্ঞান, তাঁর সৃষ্টির উদ্দেশ্য, মানুষ, বিবাহ, পাপ, শয়তান, বিচার, মন্ডলী এমনকি খ্রীষ্ট বিষয়ক জ্ঞান রয়েছে।

আদিপুস্তক ১-৪ অধ্যায়ের জন্য এই প্রচারক সহায়িকা মূল বচন ও টীকা সহ শুরু করা হয়েছে। এটি প্রকাশিত বাক্য ২১:১-২২:৫ এর মূল বচন ও টীকা সহ সমাপ্ত করা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য থেকে এই টীকাগুলি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে কারণ বাইবেলের প্রথম অধ্যায়ের সাথে বাইবেলের শেষ অধ্যায় নিবিড় ভাবে সম্পৃক্ত। বাইবেলের প্রথম দু'টি অধ্যায় এবং শেষ দু'টি অধ্যায় বাইবেলীয় পুস্তকগুলি একসঙ্গে সোজা করে রাখবার একজোড়া অবলম্বনের মত। পুস্তকগুলি সোজা করে রাখবার এই এক জোড়া অবলম্বন পাঠককে বাইবেলীয় কাহিনীর বাকী বিষয়গুলি বুঝতে মজবুত ভিত্তি তৈরী করে–এই একজোড়া অবলম্বনের মধ্যে অনেক, অনেক অধ্যায় সন্নিবেশীত আছে। এই প্রারম্ভিক ও শেষ অধ্যায়গুলির নিবিড় অনুশীলনের অন্যতম সুফল সকল অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তি মজবুত বাইবেলীয় ধর্ম্মতত্ত্বে উন্নিত করবে! এই কয়েকটি শাস্ত্রাংশ অবগত হওয়াতে সমস্ত শাস্ত্রলিপি অনুসন্ধানে আপনাকে সাহায্য করবে।

এই টীকাগুলি যথার্থ নয়। এগুলির যথার্থতা শাস্ত্রই প্রকাশ করবে। আমার প্রার্থনা এই টীকাগুলির সীমাবদ্ধতা যেন খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের অসীম সৌন্দর্য্য দর্শনে আপনাকে বঞ্চিত না করে। এই পদগুলি পড়বার ক্ষেত্রে খ্রীষ্ট আপনাকে জোরালোভাবে সাহায্য করুন। এই সত্যগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে খ্রীষ্টেতে আপনার বিশ্বাস আরও শক্তিশালী হবে এবং আপনি খ্রীষ্টেতে বিজয় দেখতে পাবেন। তাছাড়া, এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলি থেকে সুসমাচার প্রচারের ক্ষেত্রে আপনিও প্রবল সাহায্য পাবেন! এই বাক্যগুলি একটি পৃষ্ঠার মধ্যে পড়ে থাকতে পারে না। এগুলি প্রচারিত হবে।

অনুগ্রহ ও শান্তি আপনার প্রতি বর্ত্তুক।

টম কেল্‌বি
নভেম্বর ১১, ২০১৭।

কিভাবে এই সহায়িকা ব্যবহার করবেন

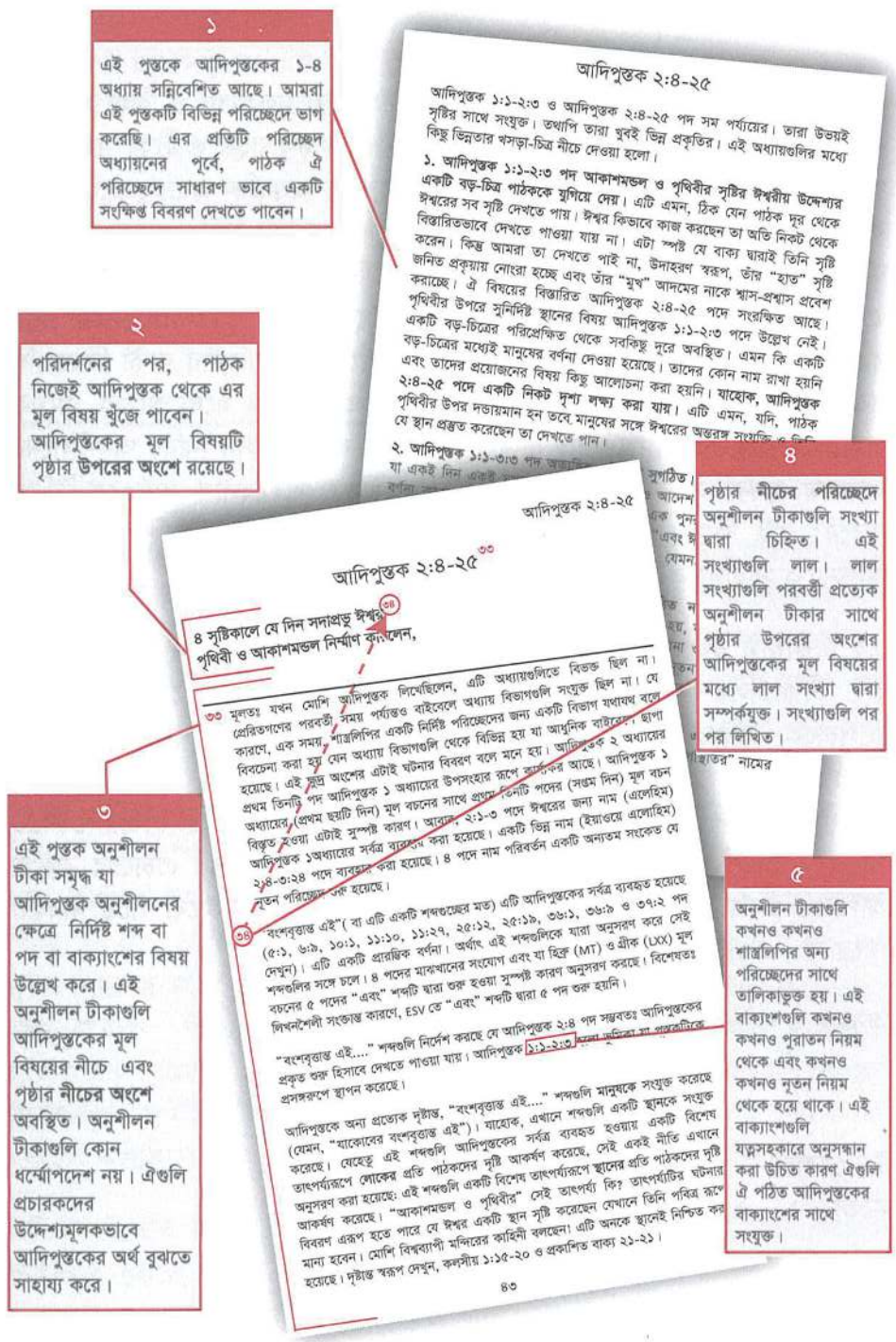

আদিপুস্তক ১-৪ অধ্যায় পড়বার সময় ২৫টি বিষয় মনে রাখতে হবে।

১. আদিপুস্তকের প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলি, বাইবেলের অন্যান্য প্রত্যেক অংশের মত, একটি বিশেষ কারণে ও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত লিখিত হয়েছিল। এই অধ্যায়গুলি, বাইবেলের অন্যান্য প্রত্যেক অংশের মত, মানুষের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান স্বরূপ। এই লেখাগুলির একটি উদ্দেশ্য আছে: সকল শাস্ত্রলিপির মত এগুলির একটি অভিপ্রেত আছে, সে সকল খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা, আপনাকে পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞানবান্ রূপে তৈরী করতে পারে"। আদিপুস্তকের এই অধ্যায়গুলি "ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল"। এগুলি "শিক্ষার,অনুযোগের, সংশোধনের,ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী, যেন ঈশ্বরের লোক পরিপক্ক, সমস্ত সৎকর্ম্মের জন্য সুসজ্জীভূত হয়"(২তীমথিয় ৩:১৪-১৭ পদ দেখুন)। তাছাড়া অন্যভাবে বলা যায়, এই অধ্যায়গুলির অভিপ্রেত এই যেন প্রকৃত ঈশ্বর বিষয়ক আরাধনা করতে মানুষকে সাহায্য করা যায়। সৃষ্টির বিভিন্ন দিকের একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদানের নিমিত্ত মানুষকে প্রস্তুত করতে এই বাক্যগুলি লিখিত হয়নি। বরং, একত্রে অন্যান্য শাস্ত্রলিপির মত, মানুষকে খ্রীষ্টের প্রতি আকৃষ্ট করতে ও খ্রীষ্টেতে পরিপক্ক করতে এগুলি লিখিত হয়েছে। বস্তুত: এই বাক্যগুলি ঈশ্বরের পবিত্র লেখনির অংশ অর্থাৎ যা তারা কোনভাবে অবজ্ঞা করতে পারবে না। বরং, এই বাক্যগুলি অবশ্য শোনা হবে ও মান্য করা হবে। এই বাক্যগুলি, যেহেতু ঈশ্বর থেকে এসেছে, সেহেতু এগুলি সত্য ও অপরিবর্ত্তনীয় (যোহন ১০:৩৫ ও তীত ১:২ পদ দেখুন)।

২. আদিপুস্তকের প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলি কাল্পনিক নয়। আদিপুস্তকের বাক্যগুলি প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত স্থান ও প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে লিখিত যা একটি সময়ের মধ্যে ও ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। এটি অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এখানে সেই সব ঘটনার সাতটির উল্লেখ আছে। **প্রথম কারণ** হিসাবে বিশ্বাস করা যায় যে এই শব্দগুলি প্রকৃত মানুষ, স্থান, ও বিষয়াবলীর সাথে মোশি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত লিখন পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট। পৌরাণিক কাহিনী রূপে মোশি আদম ও হবাকে উপস্থাপন করেননি। মোশি প্রথম মানুষদেরকে পৌরাণিক রূপে উপস্থাপন করে দেখাতে পারতেন। কিন্তু মোশি তা করেননি। তাদেরকে বাস্তব মানুষ রূপেই উপস্থাপন করেছেন। যদি পাঠকগণ এভাবে মোশির কথাগুলি পড়ে বিস্মিত হন তবে মোশির কথাগুলি পড়বার একটি সঠিক উপায় আছে, তাহলে তাদের পরবর্তী বাইবেলীয় লেখকদের (পুরাতন ও নূতন নিয়ম উভয়ের) প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। এই লেখকগণ বর্তমান কালের পাঠকদের জন্য একটি দৃষ্টান্ত সহ কিভাবে এই অধ্যায়গুলি পড়তে হবে তা আগে থেকেই প্রস্তুত করে রেখেছেন। এই উপায় অবলম্বন করে এই লেখকগণ এই অধ্যায়গুলিতে লিপিবদ্ধ বিষয়াবলী সম্পর্কে লিখেছেন, এটা সুস্পষ্ট তারা ভাবতেন যে মোশি প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত স্থান ও

প্রকৃত ঘটনার বিষয় বলেছিলেন যা যথা সময়ের মধ্যে ও ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছিল। **দ্বিতীয়,**পুরাতন নিয়মের অন্য পুস্তকগুলি বর্ণনা করছে যে বাস্তবিক আদম সজীব প্রাণী ছিলেন ১বংশাবলী ১:১ ও হোশেয় ৬:৭ পদ দেখুন)। **তৃতীয়,** নূতন নিয়মের লেখকগণ আদম ও হবার বাস্তবতা সম্পর্কে কথা বলেছেন (উদাহরণ স্বরূপ, প্রেরিত ১৭:২৬, ২করিন্থীয় ১১:৩ ও তীমথিয় ২:১৩-১৫ পদ দেখুন)। **চতুর্থ,** যীশু নিজে আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত ঘটনাবলীর বিষয় কথা বলেছিলেন য বাস্তবিক সংঘটিত হয়েছিল (মথি ১৯:১-১২ পদ দেখুন)। অন্য ভাবে এটা বলা যায়, যীশু, তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, আমরা যাঁর পশ্চাদগামী হতে আহ্বান পেয়েছি, বিশ্বাস করি যে এই ঘটনাগুলি ছিল বাস্তব। বাস্তবিক, আমরা যীশুর কাজের অনুকরণ করি না। আমরা তাঁর বিশ্বাসের অনুকরণ করি। **পঞ্চম,** নূতন নিয়মে যীশুকে আদমের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁকে শেষ আদম রূপে বর্ণনা করা হয়েছে (১করিন্থীয় ১৫:৪৫)। যদি প্রথম আদম কাল্পনিক হন, তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই লোকেরা শেষ আদম–যীশু সম্পর্কে প্রশ্ন করার সুযোগ পাবে। যদি প্রথম আদম বলে কেউ না থাকত এবং তার কোন কার্য্যকারীতা না থাকত তবে তার গুরুত্ব শেষ হয়ে যেত, তাহলে আমরা কিভাবে শেষ আদম যীশুর উপরে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারতাম (রোমীয় ৫:১২-২১ ও ১করিন্থীয় ১৫:৪৫-৪৯ পদ দেখুন)? প্রসঙ্গত: শেষ আদমের (যীশু) বাস্তবতা, প্রথম আদমের (আদম) বাস্তবতাকে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণীত করে। **ষষ্ঠ,** যীশু দৈহিক ভাবে আদমের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে ঘোষিত হয়েছিলেন (লূক ৩:৩৮)। যদি আদম একজন বাস্তব মানুষ না হতেন, তাহলে কিভাবে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে যীশু একজন বাস্তব মানুষ ছিলেন? আর যদি যীশু একজন বাস্তব মানুষ না হন, তাহলে আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঘটনার আবর্তে সাধিত আমাদের পরিত্রাণে কোন বিশ্বাস থাকত না যে যীশু একজন বাস্তব মানুষ ছিলেন। প্রসঙ্গত: যেহেতু লোকেরা যীশুর মনুষ্যত্ব নিয়ে কোন সন্দেহ করে না, তদ্রূপ আমরাও তাঁর পূর্বপুরুষ, আদমের বাস্তবতা নিয়ে কোন সন্দেহ করব না। **সপ্তম,** স্বয়ং ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয় পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করেছেন (যিশাইয় ৪৫:১৮ দেখুন)। যদি আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, তবে আমরা তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করব যে তাঁর পবিত্র বাক্যের বর্ণনা অনুসারে তিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন।

৩. সমুদয় বাইবেলের বর্ণনায়, ঈশ্বরের ক্ষমতায় তাঁর লোকদের বিশ্বাসে মুক্ত করে ঈশ্বরের সৃষ্ট অতীতকালের সকল বিষয়ের সাথে বর্তমান কালের লোকদের যুক্ত করে দিয়েছেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ঈশ্বরের মানুষ হিসাবে আমরা, সুদুর অতীতে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন এই সত্য আমাদের বিশ্বাস করা আবশ্যক যেন ঈশ্বর আজ আমাদের রক্ষা করেন। আমরা এখন আমাদের রক্ষার নিমিত্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারি কারণ তিনি সেই ঈশ্বর যিনি অতীতে ভয়ংকর কার্য্য সাধন করেছিলেন। মানুষের প্রতি সাধিত কার্য্যের বিষয়ে এই শাস্ত্রলিপিতে অনেক প্রমাণ আছে। উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, গীতসংহিতা ৭৪:৯-১৭ পদে গীত লেখক আসফের বাক্যে লিখিত আছে। জগৎ সৃষ্টিতে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমতা প্রকাশের কারণে আসফ ভয়ানকভাবে নির্য্যাতীত

হয়েছিলেন, আসফ দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করতেন যে তিনি তাঁর লোকদের উপর কর্তৃত্ব আরোপ করেন। ঈশ্বরের অতীতের বাস্তব কার্য্যের উপর ভিত্তি করেই আসফের বর্তমান প্রত্যাশার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। গীতসংহিতা ১২১:২ ও ১২৪:৮ পদ দেখুন।

৪. ঈশ্বর সৃষ্ট অতীতের সমস্ত বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন ভবিষ্যতে সৃষ্ট নূতন আকাশমন্ডল ও নূতন পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের কার্য্যে বিশ্বাসের সাথে সংযুক্ত। খ্রীষ্টিয়ানগণ এই বিশ্বাস করে যে এক দিন ঈশ্বর নূতন আকাশমন্ডল ও নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি করবেন। খ্রীষ্টিয়ানগণ এই হেতু বিশ্বাস করতে পারেন যেহেতু ঈশ্বর অতীতকালে যা সাধন করেছেন তিনি ভবিষ্যতেও তাই করবেন! এইরূপে, আদিপুস্তক ১-২ অধ্যায়ে ঈশ্বরের সৃষ্টির বাস্তব কার্য্যের সঙ্গে বিশ্বাসে প্রকাশিত বাক্যের ২১:২২ পদের নূতন আকাশমন্ডল ও নূতন পৃথিবীর সৃষ্টির সঙ্গে বিশ্বাসে সংযুক্ত হওয়া যায়।

৫. আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির ঈশ্বরীয় কার্য্যকে তথাকথিত অন্যান্য সকল দেবতাদের থেকে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রেখেছে। বাইবেলের ঈশ্বরই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। অন্যান্য দেবতাগণ, দৃশ্যতঃ যাদের দেখা যায় (যেমন, একটি দেবমূর্তি), অথবা অদৃশ্য দেবতা (যেমন, লোকেরা এই দেবতাদের আরাধনা করে কিন্তু তাদের সঙ্গে তাদের কোন সাদৃশ্য নেই), তারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। বস্তুতঃ এই দেবতাগুলি লোকের দ্বারাই নির্ম্মিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ যিশাইয় ৪০:১২-২৬ পদ দেখুন)।

৬. অতীতকালের ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি বর্তমানে ঈশ্বরের গৌরব সংযুক্ত আছে। ঈশ্বরের সৃষ্টির মহৎ কার্য্যমানুষের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে এবং তাঁর বিজ্ঞতা, মহত্বতা, ও ক্ষমতার জন্য তাঁর প্রশংসা করছে। উদাহরণ স্বরূপ, গীত ১০৪ দেখুন।

৭. আদিপুস্তক মোশি কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। এটা সুস্পষ্ট যে নূতন নিয়মের লেখকগণ (মার্ক ১২:১৯, লূক ২০:২৮, যোহন ১:৪৫, ৫:৪৬ ও রোমীয় ১০:৫ পদ দেখুন) বিশ্বাস করতেন যে মোশি আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয়পুস্তক, গণনাপুস্তক ও দ্বিতীয় বিবরণের (মোশি গীতসংহিতা ৯০ গীতও লিখেছিলেন) লেখক। মোশি একজন যত্নশীল ইতিহাসবিদ। আদিপুস্তকের এই প্রথম অধ্যায়গুলিতে, তিনি আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি, পাপের আরম্ভ, খ্রীষ্টের আগমনের প্রতিজ্ঞা, ঈশ্বরের উত্তম স্থানের বাইরে জীবনের আরম্ভের বিষয় বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু মোশি ঠিক এক জন ইতিহাসবিদ অপেক্ষা আরও বেশী কিছু ছিলেন। তাঁর লেখার উপর ভিত্তি করে, এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে তিনি ছিলেন এক জন বিশ্বাসের মানুষ (৯০ গীতে মোশির বাক্যগুলি দেখুন)। এটা জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মোশি, যদিও তিনি খ্রীষ্টের আগমনের পূর্বে জীবিত ছিলেন, তথাপি তিনি খ্রীষ্টের আগমনের কথা জানতেন (উদাহরণ স্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৫-১৯, যোহন ১:৪৫ ও ৫:৪৬ পদ দেখুন)। খ্রীষ্টের প্রতি মোশির গভীর প্রেম ছিল, খ্রীষ্টেতে তাঁর বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছিল, এবং তিনি খ্রীষ্টের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন (প্রেরিত ৩:১৮-২৬, ইব্রীয় ১১:২৬-২৭, ও ১পিতর ১:১০-১২)। প্রত্যেক বাইবেল সম্বন্ধীয় লেখকের মত, মোশি যখন তাঁর বাক্যগুলি

লিখেছিলেন তখন তাঁর মনে ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় উদ্দেশ্য ছিল। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয় (আদিপুস্তক ১-২ অধ্যায়), অথবা অব্রাহামের সময়ের পূর্বে পৃথিবীর অবস্থা (আদিপুস্তক ১-১১ অধ্যায়) পুনঃবর্ণনা করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস স্থাপন করতে লোকদের পরিচালিত করা।

নূতন নিয়ম সাক্ষ্য দিচ্ছে যে মোশি মিশরের সমস্ত ধন অপেক্ষা খ্রীষ্টের দুর্নাম মহাধন জ্ঞান করলেন (ইব্রীয় ১১:২৬-২৭ পদ দেখুন)। খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর প্রেমের কারণে তিনি দুঃখভোগ মনোনীত করলেন! পাঠকের এটা সব সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয় লোকদের সাধারণ ভাবে জানানো, বা অব্রাহামের ঘটনা, বা ইসহাক বা ইস্রায়েলের লোকসমাজ বা সমাগম তাম্বু সম্পর্কে জানানো মোশির লক্ষ্য ছিল না। মোশি চেয়েছিলেন যে তাঁর পাঠকেরা তাঁর লেখার প্রতি মনোযোগী হবে, কারণ তারা যা পড়ছে ও শুনছে সেই বিষয়ে খ্রীষ্টেতে তাদের বিশ্বাস সুদৃঢ় হবে। বস্তুতঃ যীশুর বিষয়ে, মোশির লেখাতে বিশ্বাস স্থাপন খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের প্রতি চালিত করে কারণ মোশি খ্রীষ্ট সম্পর্কে লিখেছিলেন (যোহন ৫:৪৫-৪৭)। মনোযোগী পাঠকগভীরভাবে চিন্তা করুন কিভাবে মোশি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছাতে তাঁর লেখার নৈপুণ্য ও উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন।

৮. কেবলমাত্র আদিপুস্তক পড়লে হবে না। এটা ভালভাবে বুঝতে এর সাথে আরও চারটি পুস্তক পড়তে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, মোশি কর্তৃক পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন পুস্তক (আদিপুস্তক, যাত্রাপুস্তক, লেবীয়পুস্তক, গণনাপুস্তক, ও দ্বিতীয় বিবরণ) লিখিত হয়েছিল যা একত্র করে একটি বড় পুস্তকে পরিণত করা হয়েছে। মোশি তাঁর মনে একটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়েই এই বৃহৎ পুস্তকের পাঁচটি খন্ডে তাঁর নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন। পুনরায় বলছি, ঐ উদ্দেশ্য মানুষকে খ্রীষ্টের প্রতি তাদের বিশ্বাস স্থাপন করতে চালিত করে (লূক ২৪:২৫-২৭, ৪৪-৪৯, যোহন ৫:৪৫-৪৭, প্রেরিত ৩:১৮-২৪ ও ১পিতর ১:১০-১২ পদ দেখুন)। এটা উদ্ঘাটন করা প্রচারকদের আনন্দ ও কর্তব্য যে কিভাবে মোশি পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন খন্ড তৈরী করে একটি বৃহৎ পুস্তকে এই উদ্দেশ্য সাধন করলেন।

৯. ঠিক একই ভাবে ঐ আদিপুস্তকই হলো একটি বৃহৎ পুস্তকের প্রথম খন্ড (কোন কোন সময় এই পাঁচটি খন্ডকে একত্রে "মোশির পুস্তক" বলে আখ্যায়িত করা হয়), মোশির পুস্তকের পাঁচটি খন্ড (দ্বিতীয় বিবরণের মধ্যদিয়ে আদিপুস্তক) একটি অধিকতর দীর্ঘ পুস্তকের (সমুদয় বাইবেলে) প্রথম খন্ড। সমুদয় বাইবেলের সকল খন্ডই একত্রে উপযুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ, মোশির লিখিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নহিমিয় কিভাবে কার্য্যকরী ভুমিকা নিয়েছিলেন তা দেখুন (নহিমিয় ১:৮-১১)। নহিমিয় মোশির লিখিত বিষয় ব্যতীত ভিন্ন কোন কথা বলেননি। মোশির পুস্তকের শুরুতে যা বলা হয়েছিল তিনি তাই বললেন। এটাই প্রচারকদের শিখবার আনন্দ ও কর্তব্যের বিষয় এই একটি কাহিনীর সকল খন্ড কিভাবে একত্রে উপযুক্ত হয়েছে এবং এটা শিক্ষা করা প্রয়োজন যে কিভাবে এরূপ পন্থায় প্রচার করা যায় যেন লোকেরা শাস্ত্রলিপিতে কথিত সকল কাহিনী স্মরণ করতে পারে।

২৩ "আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্য্যের বা চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই; কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোকময় করে, এবং মেষশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ।[১৫৯] ২৪ আর জাতিগণ তাহার দীপ্তিতে গমনাগমন করিবে; এবং পৃথিবীর রাজারা তাহার মধ্যে আপন আপন প্রতাপ আনেন। ২৫ ঐ নগরের দ্বার সকল দিবাতে কখনও বদ্ধ হইবে না,[১৬০] বাস্তবিক সেখানে রাত্রি হইবে না।[১৬১] ২৬ আর জাতিগণের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য্য তাহার মধ্যে আনীত হইবে।"[১৬২] ২৭ আর অপবিত্র কিছু অথবা ঘৃণাকারী ও মিথ্যাকারী কেহ কদাচ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না; কেবল মেষশাবকের জীবন পুস্তকে যাহাদের নাম লিখিত আছে, তাহারাই প্রবেশ করিবে।[১৬৩]

---

১৫৯ পুনরায়, এটি প্রতীকরূপে ব্যবহৃত ভাষা। এটি এই অর্থ করে না যে নূতন পৃথিবীতে কোন সূর্য্য কিরণ দিবে না। এটি এই অর্থ করে না যে আমরা কখনও সূর্য্য উদয় বা সূর্য্য অস্ত যাওয়া দেখে উপভোগ করতে পারব না। অর্থাৎ সকল উজ্জলতা ঈশ্বর থেকেই আসবে। প্রকাশিত বাক্য ২২:৫ পদ দেখুন। এই বাক্যাংশ যিশাইয় ৩০:২৬ পদের মত বর্ণনা করছে যে ভাষাগত সূর্য্য প্রতীক স্বরূপ। মেষশাবক প্রদীপ স্বরূপ, প্রকাশিত বাক্য ১:১৬ পদ দেখুন।

১৬০ প্রাচীন নগরীতে, দুষ্কর্ম্মকারীদের নগরে প্রবেশ ঠেকাতে দিনের বেলায় নগরের দ্বার বন্ধ থাকত। রাতে মন্দ থেকে রক্ষা করতে দ্বার রুদ্ধ থাকত যেন নগরের লোকেরা ঘুমাতে পারে। খোলা দ্বার সেই ঘটনার প্রতীক যে এই নগরে মন্দ কিছুই আসতে পারবে না। সর্বদাই এই নগর সুরক্ষিত থাকবে।

১৬১ ২২:৫ পদ দেখুন। এটি প্রতীকরূপে ব্যবহৃত। এটি এই অর্থ করে না যে স্বর্গে কখনও কোন সূর্য্যাস্ত হবে না। এটি এই অর্থ কখনও করে না যে পুনরায় কোন পূর্ণ চন্দ্র হবে না। অন্ধকার বিপদের সাথে ও অপরাধের সাথে যুক্ত। এই বাক্যাংশটি জোর দিয়ে বলছে যে সেখানে আর কোন মন্দ বা বিপদ থাকবে না।

১৬২ এটিও প্রতীকরূপে ব্যবহৃত। জাতিগণ আর নিজেদের প্রশংসা করবার চেষ্টা করছে না। বরং সকল মানুষ ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কাছে বশীভুত।

১৬৩ এটি ঈশ্বর থেকে অন্য একটি সদয় সতর্কবাণী। কেবল মাত্র যাদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা আছে তারাই নূতন যিরূশালেম দেখতে পাবে। ফিলিপীয় ৪:৪ ও প্রকাশিত বাক্য ২০:১১-১৫ পদ।

১৬ ঐ নগর চতুষ্কোণ, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান। আর তিনি সেই নল দ্বারা নগর মাপিলে দ্বাদশ সহস্র তীর পরিমাণ হইল, তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও উচ্চতা এক সমান।[১৫৪] ১৭ পরে তাহার প্রাচীর মাপিলে, মনুষ্যের অর্থাৎ দূতের পরিমাণ অনুসারে এক শত চোয়াল্লিশ হস্ত হইল।[১৫৫] ১৮ প্রাচীরের গাঁথনি সূর্য্যকান্তমণির, এবং নগর নির্ম্মল কাচের সদৃশ পরিষ্কৃত সুবর্ণময়।[১৫৬] ১৯ নগরের প্রাচীরের ভিত্তিমূল সকল সর্ব্ববিধ মূল্যবান্ মণিতে ভূষিত; প্রথম ভিত্তিমূল সূর্য্যকান্তের, ২০ দ্বিতীয় নীলকান্তের, তৃতীয় তাম্রমণির, চতুর্থ মরকতের, পঞ্চম বৈদূর্য্যের, ষষ্ঠ সার্দ্দীয় মণির, সপ্তম স্বর্ণমণির, অষ্টম গোমেদকের, নবম পদ্মরাগের, দশম লশুনীয়ের, একাদশ পেরোজের, দ্বাদশ কটাহেলার।[১৫৭] ২১ আর দ্বাদশ দ্বার দ্বাদশটী মুক্তা, এক এক দ্বার এক এক মুক্তায় নির্ম্মিত; এবং নগরের চক স্বচ্ছ কাচবৎ বিমল সুবর্ণময়।

২১:২২ আর আমি নগরের মধ্যে কোন মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দিরস্বরূপ।[১৫৮]

---

১৫৪ এই দর্শনের মধ্যে, নুতন যিরূশালেম হলো একটি প্রকৃত অন্তর্গৃহ। এটি প্রতীকরূপে ব্যবহৃত ভাষা। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে প্রাচীন মন্দিরের মহা পবিত্র স্থান ছিল একটি প্রকৃত অন্তর্গৃহ (১ রাজাবলি ৬:২০ পদ দেখুন)। নূতন যিরূশালেম একটি অতিশয় মহা পবিত্র স্থান! সমুদয় পৃথিবী মহা পবিত্র স্থানে পরিণত হবে! প্রথম আদম যা করেননি দ্বিতীয় আদম (যীশু) তাই করেছেন। সমুদয় জগতের মধ্যে তিনি ঈশ্বরের উপস্থিতি আনায়ন করেছেন! আদিপুস্তক ১:২৬-২৮ পদ দেখুন।

১৫৫ নগরের প্রাচীর বৃহদায়তন। এটি এই নগরের মহা শক্তির প্রতীক।

১৫৬ প্রাচীন মন্দিরের মহা পবিত্র স্থান ছিল খাঁটি স্বর্ণের তৈরী। আবার, এটি একটি বাস্তব ঘটনার প্রতীক যে সমুদয় পৃথিবী মহা পবিত্র স্থানের মত হবে।

১৫৭ পুরাতন নিয়মে, হারোণ যে বস্ত্র পরিধান করতেন এতে ১২টি পাথর বসানো ছিল। এই ১২টি পাথর ঈশ্বরের লোকদের প্রতিনিধিত্ব করে (যাত্রা ২৮:১৫-২৯ পদ দেখুন)। এটি ঈশ্বরের লোকদের অত্যন্ত মূল্যবান প্রতিনিধি স্বরূপ। বাস্তবতা এই যে এই পাথরগুলি সকলেই বিভিন্ন যেন ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। ঈশ্বরের লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠি ও ভাষা থেকে এসেছে। তারা ভিন্ন ভিন্ন হলেও তারা সকলেই মূল্যবান।

১৫৮ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সভা করার স্থান একটি অট্টালিকা হবে না। এটি হবে সন্মুখা-সন্মুখিন! এই নগরের প্রজাগণের মধ্যে সকলেই হবে যাজক!

১০ পরে "তিনি আত্মাতে আমাকে এক উচ্চ মহাপর্ব্বতে লইয়া গিয়া"[১৫০] পবিত্র নগরী যিরূশালেমকে দেখাইলেন, সে স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছিল,[১৫১] ১১ সে ঈশ্বরের প্রতাপবিশিষ্ট; তাহার জ্যোতিঃ বহুমূল্য মণির, স্ফটিকবৎ নির্ম্মল সূর্য্যকান্তমণির তুল্য। ১২ তাহার বৃহৎ ও উচ্চ প্রাচীর আছে, দ্বাদশ পুরদ্বার আছে; সেই সকল দ্বারে দ্বাদশ দূত থাকেন, এবং "কয়েকটি নাম সেগুলির উপরে লিখিত আছে, সে সকল ইস্রায়েল-সন্তানদের দ্বাদশ বংশের নাম; ১৩ পূর্বদিকে তিন দ্বার, উত্তরদিকে তিন দ্বার, দক্ষিণদিকে তিন দ্বার ও পশ্চিমদিকে তিন দ্বার"। ১৪ আর নগরের প্রাচীরের দ্বাদশ ভিত্তিমূল, সেগুলির উপরে মেষশাবকের দ্বাদশ প্রেরিতের দ্বাদশ নাম আছে।[১৫২]

২১:১৫ আর যিনি আমার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন, তাঁহার হস্তে ঐ নগর ও তাহার দ্বার সকল ও তাহার প্রাচীর "মাপিবার জন্য একটি সুবর্ণ নল" ছিল।[১৫৩]

১৫০বস্তুতঃ যোহন "উচ্চ মহাপর্ব্বতে" আনীত হলেন যা মূলতঃ পাঠককে ঈশ্বরের রাজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত পুরাতন নিয়মের মূল শাস্ত্রাংশকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, দানিয়েল ২ অধ্যায়ে নবুখদ্‌নিৎসরের দর্শনের বিষয় লিখিত আছে, এক বৃহৎ প্রতিমা (ভিন্ন ভিন্ন মানবীয় রাজ্যের প্রতিনিধি স্বরূপ) একটি প্রস্তরের আঘাতে চূর্ণ হলো। প্রতিমাটি বায়ু চালিত তুষের ন্যায় হলো (গীতসংহিতা ১:৪ পদের অভিপ্রেত পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয়)। এই উক্তিতে, প্রতিমার উপর পাঠকের আর কোন মনোযোগ থাকতে পারে না। এটি প্রস্তরের উপর থাকতে পারে, যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করল: "আর যে প্রস্তরখানি ঐ প্রতিমাকে আঘাত করিয়াছিল, তাহা বাড়িয়া মহাপর্ব্বত হইয়া উঠিল, এবং সমস্ত পৃথিবী পূর্ণ করিল" (৩৫ পদ)। প্রস্তর খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিস্বরূপ। পর্ব্বত খ্রীষ্ট ও ঈশ্বরের লোকদের প্রতিমূর্তি প্রদর্শন করে। প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে যোহনের উল্লেখিত একটি "উচ্চ, মহাপর্ব্বত" বর্ণনা করছে যে দানিয়েল ২ অধ্যায়ের ঘটনাবলীর চিত্র অতীত হয়েছে! এমন কোন মানবীয় রাজ্য নেই যা ঈশ্বরের রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে। ঈশ্বরের রাজ্য হলো সেই একমাত্র রাজ্য! যাত্রা ১৫:১৭, গীত:৪৮:১, ও যিশাইয় ২:২-৩ পদ দেখুন।

১৫১প্রকাশিত বাক্য ৩:১২ পদ দেখুন।

১৫২১২ পদে "ইস্রায়েলের পুত্রদের বারো বংশের" উল্লেখ আছে। নগরের দ্বারসমুহে তাদের নাম লিখিত আছে। ১৪ পদ "মেষশাবকের দ্বাদশ প্রেরিতকে" উল্লেখ করছে। তাদের নাম নগরের প্রাচীরের উপরে লিখিত আছে। এই ২৪ জনের নাম ঈশ্বরের লোকদের একতার প্রতীক। সেখানে ঈশ্বরের দুইজন মানুষ নন (যেমন, পুরাতন নিয়ম থেকে ইস্রায়েল ও নূতন নিয়ম থেকে মন্ডলী)। সেখানে ঈশ্বরের একজন মানুষ। ইফিষীয় ২:১১-২২ পদ দেখুন।

১৫৩প্রকাশিত বাক্য ১:১-৩ পদ ও যিহিস্কেল ৪০:৪৮ পদে মন্দির পরিমাপ করা হয়েছিল। ঐ উভয় বাক্যাংশগুলিতে পরিমাপ প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। এটিও প্রতীকরূপে ব্যবহৃত।

৮ কিন্তু যাহারা ভীরু, বা অবিশ্বাসী, বা ঘৃনার্হ, বা নরঘাতক, বা বেশ্যাগামী, বা
মায়াবী বা প্রতিমাপূজক, তাহাদের এবং সমস্ত মিথ্যাবাদীর অংশ অগ্নি ও গন্ধকে
প্রজ্বলিত হ্রদে হইবে; ইহাই দ্বিতীয় মৃত্যু।"[১৪৮]

২১:৯ আর যে সপ্ত দূতের কাছে সপ্ত শেষ আঘাতে পরিপূর্ণ সপ্ত বাটী ছিল,
তাঁহাদের মধ্যে এক দূত আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া কহিলেন, "আইস,
আমি তোমাকে সেই কন্যাকে, মেষশাবকের ভার্য্যাকে দেখাই।"[১৪৯]

---

১৪৮ নূতন যিরূশালেমে পাপীদের কোন স্থান নেই। এই পদে যারা পাপী রূপে গণিত তাদের সকলের জন্য এটা মনোযোগ সহকারে চিন্তা করা গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র "হত্যাকারীরা" নূতন যিরূশালেমের বহির্ভুত নয়। পাপীদের শ্রেনী অনুসারে যত ক্ষুদ্র পাপই হোক না কেন সকলই বহির্ভুত: "ভীরু" ও "অবিশ্বাসী"। ঈশ্বর থেকে এটি একটি সদয় সতর্কবাণী। **তিনি সকল পাপের বিষয় অতি গুরুত্বপূর্ণভাবে গ্রহণ করবেন।** যারা নিজেদের ভক্ত বলে আখ্যায়িত করছেন তাদের নিজেদের জীবন যাপন পরখ করা ও দেখা প্রয়োজন যে তারা কি বাস্তবিক প্রকাশিত বাক্যে লিখিত বর্ণনা মতে বিজয়ী জীবন যাপন করছেন। **কেবলমাত্র যারা জয় করবে** তাদের উত্তরাধিকার স্বরূপ তারা নূতন যিরূশালেমে প্রবেশ করবে (প্রকাশিত বাক্য ২:৭, ১১, ১৭, ২৬, ৩:৫, ১২, ও ২১ পদ দেখুন)। অন্য সকলেই অগ্নি হ্রদে নিক্ষিপ্ত হবে। প্রকাশিত বাক্যের ২০:১১-১৫ পদ ও মথি ২৫:৩১-৪৬ পদ।

১৪৯ **"আইস, আমি তোমাকে দেখাই..."**। বাবিলীয় বেশ্যার কাহিনীর মত ঠিক একইভাবে ভার্য্যার কাহিনী শুরু হয়েছে (প্রকাশিত বাক্য ১৭:১ পদ দেখুন)। একই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, এটা স্পষ্ট যে যোহন চেয়েছিলেন তাঁর পাঠকগণ উভয় নগরের মধ্যে তুলনা করুক ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক যে তারা কোন্ নগরে বাস করতে চায় এবং কোন্ নগরকে তাদের বাড়ী রূপে চিহ্নিত করতে চায় ?

একটি নগর রূপে "ভার্য্যাকে" এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। যাহোক, প্রকাশিত বাক্য ১৯:৭-৮ পদে ঈশ্বরের মানুষদের ভার্য্যা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভার্য্যা কি একটি নগর বা একটি মানুষ? **ভার্য্যা হলো তাদের পবিত্র রাজ্যের মধ্যে ঈশ্বরের মানুষ।** প্রকাশিত বাক্য ২ ও ৩ অধ্যায়ের মন্ডলীগুলির মত ঈশ্বরের লোকেরা আর বেশী দুরে নয়। এখন তারা শুভ্র বস্ত্রে বস্ত্রান্বিত। ঠিক একইভাবে ঐ বাবিল হলো দুষ্ট লোকদের প্রতীক যারা শয়তান ও তার পশুদের অনুসারী, আর নূতন যিরূশালেম হলো ধার্ম্মিক লোকদের প্রতীক যারা খ্রীষ্টের অনুসারী। খ্রীষ্টের ভার্য্যারূপ ভক্তগণের বিষয়, ইফিষীয় ৫:২২-২৩ পদ দেখুন।

সে আপন বরের নিমিত্ত বিভূষিতা কন্যার ন্যায় প্রস্তুত হইয়াছিল।[১৪১] ৩ পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন।[১৪২] ৪ আর তিনি তাহাদের সমস্ত নেত্রজল মুছাইয়া দিবেন; এবং মৃত্যু আর হইবে না;

শোক বা আর্তনাদ বা ব্যথাও আর হইবে না; কারণ প্রথম বিষয় সকল লুপ্ত হইল।"[১৪৩]

২১:৫ আর যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তিনি কহিলেন, "দেখ, আমি সকলই নূতন করিতেছি।"[১৪৪] পরে তিনি কহিলেন, "লিখ, কেননা এই সকল কথা বিশ্বসনীয় ও সত্য।" ৬ পরে তিনি আমাকে কহিলেন, "হইয়াছে; আমি আল্‌ফা এবং ওমিগা আদি এবং অন্ত; যে পিপাসিত, আমি তাহাকে জীবন-জলের উনুই হইতে বিনামূল্যে জল দিব।[১৪৫] ৭ যে জয় করে,[১৪৬] সে এই সকলের অধিকারী হইবে; এবং আমি তাহার ঈশ্বর হইব, সে আমার পুত্র হইবে।[১৪৭]

১৪১যিশাইয় ৬১:১০ পদ দেখুন।

১৪২আশ্বাসবাক্য এই যে ঈশ্বরের লোকদের পবিত্রতায় গমনাগমনের কারণে ঈশ্বর তাঁর লোকদের মধ্যে বাস করবেন। লেবীয় ২৬:১১-১২, যিরিমিয় ৩১:১, যিহিস্কেল ৩৭:২৭, সখরিয় ২:৬-১২, ও ২করিন্থীয় ৬:১৬-১৮ পদ দেখুন।

১৪৩প্রকাশিত বাক্য ৭:১৭ ও যিশাইয় ২৫:১৮ পদ দেখুন। "পুরাতন সকল অতীত হইল" অর্থাৎ পাপ ও অভিশাপের সঙ্গে সংযুক্ত সকল বিষয় এই সময় শেষ হয়ে যাবে।

১৪৪২করিন্থীয় ৫:১৭ পদ দেখুন। কেহ যদি খ্রীষ্টে থাকে তবে তার নূতন সৃষ্টি হবে। যাহোক, ভিতরের নূতনতা হলো ঈশ্বরের একমাত্র পরিপূর্ণ দান। কারণ তিনি সবকিছু নূতন করবার প্রতিজ্ঞা করেছেন।

১৪৫নূতন যিরূশালেম সম্পর্কে এই বাক্যাংশ ঈশ্বরের জন্য মানুষকে "তৃষ্ণার্ত" করবে। ঈশ্বর অঙ্গিকার করেছেন যে যারা পিপাসিত তারা তৃপ্ত হবে। যিশাইয় ৫৫:১ ও যোহন ৭:৩৭ পদ দেখুন।

১৪৬মন্ডলী অবশ্যই বিজয়ী হবে। প্রকাশিত বাক্য ২:৭, ১১, ১৭, ২৬ ও ৩:৫, ১২, ২১ পদ দেখুন।

১৪৭এটি ২শমুয়েল ৭:১৪ পদে উল্লেখ আছে। পুনরায় এই অঙ্গীকার করা হয়েছে যে ভক্তগণের পক্ষে যা প্রযোজ্য তা প্রভু যীশুর পক্ষে প্রযোজ্য কেননা তারা "তাঁহাতে" আছেন। পাঠক ২শমুয়েল ৭:১-১৭ পদ মনোযোগ সহকারে পরখ করবেন।

প্রকাশিত বাক্য ২১

১ পরে আমি "এক নূতন আকাশ ও এক নূতন পৃথিবী" দেখিলাম; কেননা প্রথম আকাশ ও প্রথম পৃথিবী লুপ্ত হইয়াছে;[১৩৮] এবং সমুদ্র আর নাই।[১৩৯] ২ আর আমি দেখিলাম, "পবিত্র নগরী, নূতন যিরূশালেম," স্বর্গ হইতে ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছে;[১৪০]

---

১৩৮ যিশাইয় ৬৫:১৭-২৫, ৬৬:২২-২৩ ও ২পিতর ৩:১৩ পদ দেখুন। যখন প্রথম আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত হয়ে যাবে, তখন অভিশাপও লুপ্ত হয়ে যাবে (আদিপুস্তক ৩:১৭ ও প্রকাশিত বাক্য ২২:৩ পদ)! রোমীয় ৮:১৮-২৫ পদও দেখুন। এই শাস্ত্রাংশের মধ্যে, পৌল বললেন সৃষ্টির ঐকান্তিক প্রতিক্ষা "ঈশ্বরের পুত্রগণের প্রকাশপ্রাপ্তির অপেক্ষা করছে।" যখন এই ঘটনা ঘটবে (দ্বিতীয় আগমনে), তখন "সৃষ্টি তার ক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের সন্তানগণের প্রতাপের স্বাধীনতা পাবে"।

প্রকাশিত বাক্য ২১-২২ অধ্যায় পড়ার পূর্বে আদিপুস্তক ১-৩ অধ্যায় পড়লে সহায়ক হতে পারে, বাইবেলের এই দুইটি পরিচ্ছেদের খুবই সদৃশ্য থাকলেও খুবই ভিন্নতা আছে!

১৩৯ এটি দৃশ্যমান চিহ্ন রূপে ব্যবহৃত ভাষা। বাইবেলে বিচার, বিশৃঙ্খলা ও বিপদের সাথে সমুদ্র সংযুক্ত। সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত বিপদের একটি উদাহরণ "সমুদ্র হতে" এক পশু উঠিতেছে (প্রকাশিত ১৩:১ পদ দেখুন)। নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবীতে কোন বিপদজনক কিছুই বাস করবার ও লুকিয়ে থাকবার মত কোন স্থান থাকবে না। সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমায় পূর্ণ। সমুদ্রও পাপের সাথে সংযুক্ত। প্রকাশিত বাক্যে,সমুদ্রগামী ব্যবসায়ীরা বাবিলীয় পণ্য নিয়ে বানিজ্য করত (প্রকাশিত বাক্য ১৮:১৫-১৯ পদ দেখুন)। নূতন আকাশ ও নূতন পৃথিবীতে, বাবিলের সাথে বানিজ্য করার মত আর কোন লোক থাকবে না। আর এর সাথে সবকিছুই সংযুক্ত থাকবে, এটি অবশ্যই ধ্বংস হবে।

১৪০ যোহন দেখতে পেলেন নূতন যিরূশালেম স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নেমে আসছে। এটি প্রকাশ করছে যে, দ্বিতীয় আগমনের পর, "স্বর্গ" এই পৃথিবী থেকে দুরে অবস্থান করবে না। এটি পৃথিবীর উপরে থাকবে। বস্তুতঃ স্বর্গ ও পৃথিবী যুক্ত হয়ে যাবে। ঈশ্বর তাঁর লোকদের সঙ্গে বাস করবেন! ঈশ্বরের প্রকৃত নগরীতে খ্রীষ্টের আগমন কালের পূর্ব থেকে পবিত্রগণের প্রত্যাশা রয়েছে। মনোযোগ সহকারে ইব্রীয় ১১:১০-১৬ পদ চিন্তা করুন। ইব্রীয় পুস্তকের লেখকের লেখা অনুসারে, কারণ অব্রাহাম "ভিত্তিমূলবিশিষ্ট্য সেই নগরের অপেক্ষা করিতেছিলেন, যাঁহার স্থাপনকর্তা ও নির্ম্মাতা ঈশ্বর"। লেখক অন্যদের বিষয় এই কথা বলতে থাকলেন যারা "বিশ্বাসে মারা গিয়েছেন"। লেখকের লেখা অনুসারে, এই লোকেরা, "স্বদেশের অন্বেষণ" করছিলেন। লেখক বলতে থাকলেন, "তাঁরা একটি উত্তম দেশের আকাংখা করছিলেন যেখানে ধার্মিকতা বসবাস করে। এই জন্য ঈশ্বর তাঁদের ঈশ্বর বলে আখ্যাত হতে, তাদের বিষয়ে লজ্জিত নহেন, কেননা তিনি তাঁদের জন্য একটি নগর প্রস্তুত করেছেন"। ভাববাদীগণ এই স্থানের বিষয় লিখেছিলেন (যিশাইয় ২:২-৫, ৬০:১৫-২২, যিহিস্কেল ২০:৪০-৪৪, সফনিয় ৩:১৪-২০ ও সখরিয় ১:১৪-১৭ পদ দেখুন)। আজকের ভক্তগণের নূতন যিরূশালেমের প্রত্যাশায় এই সকল ভক্তগণের অনুকরণ করা আবশ্যক (ইব্রীয় ১৩:১৪ পদ দেখুন)। এই পদগুলি নূতন যিরূশালেম সম্পর্কে যার কারণ মন্ডলী যেখানে পবিত্রতা বসবাস করে ও বাবিলকে অগ্রাহ্য করা আবশ্যক। এমনকি এখনই, ভক্তগণের নূতন যিরূশালেমের প্রজা হওয়ার বাসনা থাকা আবশ্যক (গালাতীয় ৪:২৬, ফিলিপীয় ৩:১৭-২১, ও ইব্রীয় ১২:২২-২৪)। গীতসংহিতা ১০৭ অধ্যায় ঈশ্বরের লোকদের একটি ঘটনার বিষয় বলছে যে লোকেরা "বসতি-নগরে" (গীত: ১০৭:৭) যেতে"পূর্ব ও পশ্চিম হতে, উত্তর ও দক্ষিণ হতে" (গীত: ১০৭:৩) আসছে।

প্রকাশিত বাক্য ২১–২২:৫
নূতন আকাশমন্ডল ও পৃথিবী ও নূতন যিরূশালেম

এই পদগুলি, অনেক ভাবে, আদিপুস্তক ১-৩ পদের সাথে সংযুক্ত। বস্তুতঃ প্রকাশিত বাক্যের এই পদগুলি পড়ার পূর্বে বাইবেলের প্রথম তিনটি অধ্যায় পড়লে এটি প্রচারক বা শিক্ষকের জন্যএকটি মহা সহায়ক হতে পারে।

কিন্তু যেহেতু এই পদগুলি আদিপুস্তক ১-৩ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, একই সাথে, আদিপুস্তক ১-৩ অধ্যায় থেকে খুবই ভিন্ন। একজন নূতন আদম (যীশু) ও তাঁর ভার্য্যা (মন্ডলী) একটি নূতন উদ্যানে স্থান নিয়েছেন। নূতন উদ্যান ছোট নয়। এটি বিশাল! আর সেখানে অমঙ্গলের কোন ভয় নেই। শেষ আদম ও তাঁর ভার্য্যা সর্পকে জয় করেছেন! সেখানে কোন অভিশাপ থাকবে না। সেখানে কোন ক্রন্দন থাকবে না। সেখানে কোন মৃত্যু থাকবে না। সবকিছুই সৌভাগ্যশালী হবে। এটি লোকদের সঙ্গে ঈশ্বরের বসবাসের স্থান!

পাঠকের এটা স্মরণ করা প্রয়োজন যে এটি নূতন নিয়মের সর্বশেষ গ্রন্থ বিষয়ক সাহিত্য। যোহন তাঁর লেখার মধ্যে দৃশ্যমান চিহ্ন ব্যবহার করেছেন। এরূপে, দৃশ্যমান চিহ্ন সম্পর্কে পাঠকের খুবই মনোযোগ সহকারে চিন্তা করা ও দৃশ্যমান চিহ্নগুলি চিত্রিত করা প্রয়োজন। এই দৃশ্যমান চিহ্নের অনেকগুলি আদিপুস্তক ১-২ অধ্যায় থেকে আকর্ষণ করা হয়েছে। অনেকগুলি বাইবেলের অন্য অংশ (নির্দিষ্টভাবে পুরাতন নিয়ম) থেকেও আকর্ষণ করা হয়েছে।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যোহন নগর পরিমাপ করলেন ও এর একটি প্রকৃত সুবর্ণ অন্তর্গৃহ আছে। বাইবেলে একমাত্র অন্য সুবর্ণ অন্তর্গৃহ হলো প্রাচীন মন্দিরে মহা পবিত্র স্থান! সেখানে বিশাল স্থানের চতুর্দ্দিকে একটি ছোট "স্থান" ছিল যা পবিত্র ছিল না। যাহোক, নূতন আকাশমন্ডল ও নূতন পৃথিবীতে, সবকিছুই পবিত্র হবে! ঈশ্বর প্রত্যেক স্থানেই প্রশংসিত হবেন !

প্রকৃত মহা পবিত্র স্থানে, একমাত্র মহাযাজক প্রবেশ করতে পারতেন। যাহোক, এই মহা পবিত্র স্থানে সকল মানুষ প্রবেশ করতে পারবে কারণ তারা সকলে পবিত্র! সকল মানুষ স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে সমর্থ হবে।

এই পদগুলিতে মন্ডলীগুলির সাহায্য ও উৎসাহ ও শক্তির দৃশ্যমান চিত্র আনায়ন করতে সংকল্প আছে। অর্থাৎ এই দৃশ্যমান চিত্রগুলি প্রচারক ও শিক্ষকগণের মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করা প্রয়োজন এবং এই দৃশ্যমান চিত্রের পিছনের অর্থ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে লোকদের সাহায্য করবে। এই পদগুলির দৃশ্যমান চিত্র মন্ডলীর জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ। প্রচন্ড দুঃখভোগের এই সময়গুলিতে পাঠককে অধ্যাবসয়ী হতে এগুলি সাহায্য করবে।

২৩ আর লেমক আপন দুই স্ত্রীকে কহিল,[১৩৪]
"আদে, সিল্লে, তোমরা আমার কথা শুন,
লেমকের ভার্য্যাদ্বয়, আমার বাক্যে কর্ণপাত কর ;
কারণ আমি আঘাতের পরিশোধে পুরুষকে,
প্রহারের পরিশোধে যুবাকে বধ করিয়াছি।
২৪ যদি কয়িনের বধের প্রতিফল সাত গুণ হয়,
লেমকের বধের প্রতিফল সাতাত্তর গুণ হইবে।"[১৩৫]

২৫ আর আদম পুনর্ব্বার আপন স্ত্রীর পরিচয় লইলে তিনি পুত্র প্রসব করিলেন, ও তাহার নাম শেথ রাখিলেন। কেননা [তিনি কহিলেন] "কয়িন কর্ত্তৃক হত হেবলের পরিবর্ত্তে ঈশ্বর আমাকে আর এক সন্তান দিলেন।"[১৩৬] ২৬ পরে শেথেরও পুত্র জন্মিল, আর তিনি তাহার নাম ইনোশ রাখিলেন। তৎকালে লোকেরা সদাপ্রভুর নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল।[১৩৭]

---

১৩৪ উদ্যানের বাইরে মানুষের দ্বারা বলা এটাই প্রথম কবিতা। মানুষ পতিত হওয়ার পূর্বের প্রথম কবিতা (আদিপুস্তক ২:২৩) ও এই কবিতার সাথে তুলনা করুন। প্রথম কবিতায়, আদম হবাকে পেয়ে উল্লসিত হয়েছিলেন এবং তাকে তার একাঙ্গ রূপে বর্ণনা করেছিলেন। এই কবিতায়, লেমক তাকে আহত করার কারণে একজন বালককে বধ করার কথা প্রচার করছে ও ঘোষণা করছে যে এর কারণে ঈশ্বর তাকে রক্ষা করবেন। মানুষের দুষ্টতা অতি ভয়ংকর হয়েছিল!

১৩৫ এটি অন্য একটি দৃষ্টান্তযে পাপের কারণে লোকেরা কিভাবে পতিত হয়েছিল। লেমক ভাল ও মন্দ সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিল, একজন যুবককে হত্যা করার মত তার কার্য্যক্রমের উপর ভিত্তি করে, সে ভাবল এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা, তিনি তার প্রতি আনন্দিত ও তাকে রক্ষা করবেন।

১৩৬ সমুদয় অধ্যায়ের জন্য পাঠকের কোন প্রত্যাশা নাও থাকতে পারে। যাহোক, এখানে, প্রত্যাশা। হবা অন্য বংশের কথা বলছে। সে বর্ণনা করছে যে সে দেখতে পাচ্ছে যে ঈশ্বর তাঁর কথা রক্ষা করেছেন এবং একজনকে প্রস্তুত করে রেখেছেন যে সর্পের মস্তক চূর্ণ করবে ও মন্দ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করবে। হবার কথার উপর ভিত্তি করে, এটা পরিষ্কার যে হবা কয়িনকে তার প্রকৃত বংশধর রূপে আর গণ্য করছে না। সে তাকে সর্পের বংশধর রূপেই গন্য করছে (আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ দেখুন)।

১৩৭ এটা একটি ইঙ্গিত যে আমরা শেথের বংশধরদের প্রতি মনোযোগী হই, তারা নারীর বংশরূপেই গণ্য। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে তাদেরকে নারীর বংশে সর্প বিনাশের প্রতিজ্ঞার সাথে যুক্ত করে। এই ৪ অধ্যায়ের শেষে আমরা দেখতে পাই যে (তৎকালে) পৃথিবীর লোকেরা ইয়াওয়ের নামে ডাকতে আরম্ভ করেছিল। কয়িনের লোকেরা ইয়াওয়ের নামে ডাকে নাই। তারা মানুষ হত্যা করেছে ও তা কবিতায় প্রচার করেছে! হবার মত, পাঠক হবার নূতন বংশধরের প্রতি প্রত্যাশা খুঁজে পাচ্ছে। এর একটি বংশ থেকে সেই বংশধর আসবে!

এই পদ বর্ণনা করছে যে, হত্যাযজ্ঞ ও ঘৃণায় পৃথিবী পরিপূর্ণ, ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে কোন কাজ করছেন না। তাঁর অনুগ্রহ কাজ করছে! যদিও ক্ষুদ্র সংখ্যক কিছু লোক সর্বদা তাঁর প্রত্যাশা করছে !

১৫ তাহাতে সদাপ্রভু তাহাকে কহিলেন, "এই জন্য কয়িনকে যে বধ করিবে, সে
সাত গুণ প্রতিফল পাইবে।" আর সদাপ্রভু কয়িনের নিমিত্ত এক চিহ্ন রাখিলেন,
পাছে কেহ তাহাকে পাইলে বধ করে। ১৬ পরে কয়িন সদাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইতে
প্রস্থান করিয়া এদনের পূর্বদিকে নোদ দেশে[১২৯] বাস করিল। ১৭ আর কয়িন আপন
স্ত্রীর পরিচয় লইলে সে গর্ভবতী হইয়া হনোককে প্রসব করিল।[১৩০] আর কয়িন এক
নগর পত্তন করিয়া আপন পুত্রের নামানুসারে তাহার নাম হনোক রাখিল।[১৩১] ১৮
হনোকের পুত্র ঈরদ, ঈরদের পুত্র মহূয়ায়েল, মহূয়ায়েলের পুত্র মথূশায়েল ও
মথূশায়েলের পুত্র লেমক। ১৯ লেমক দুই স্ত্রী গ্রহণ করিল,[১৩২] এক স্ত্রীর নাম
আদা, অন্যার নাম সিল্লা। ২০ আদার গর্ভে যাবল জন্মিল, সে তাম্বুবাসী
পশুপালকদের আদিপুরুষ ছিল। তাহার ভ্রাতার নাম যূবল; ২১ সে বীণা ও
বংশীধারী সকলের আদিপুরুষ ছিল।[১৩৩] ২২ আর সিল্লার গর্ভে তূবল-কয়িন
জন্মিল, সে পিত্তলের ও লৌহের নানা প্রকার অস্ত্র গঠন করিত; তুবল-কয়িনের
ভগিনীর নাম নয়মা।

---

১২৯ নোদ নামটি ক্ষণস্থায়ী নামের মত।

১৩০ কয়িনের জীবনের উপর ভিত্তি করে, পাঠকগণ কয়িনের বংশধরদের ঈশ্বরের সদৃশ্য বহন করবার বিষয়ে প্রত্যাশিতহবেন না (আদিপুস্তক ১:২৮ পদ দেখুন)। এটি বিস্ময়ের বিষয় নয় যে কয়িনের বংশধরগণ তাদের প্রোপিতামহের মত, সর্পের সদৃশ্য বহন করে। এমনকি যদিও তার বংশধরগণ জাগতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে মহা কোন কিছু সম্পাদন করছে, তারা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও ও তাঁর সাদৃশ্যে পৃথিবী পরিপূর্ণ কর ঈশ্বরের এই বিধান মান্য করে না।

১৩১ লোকেরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও (আদিপুস্তক ১:২৮ পদ দেখুন)। কিন্তু ঈশ্বরের বিধি মতে তারা এটা করছে না। ঈশ্বরের সাদৃশ্যে বহুবংশ হচ্ছে না। বরং তারা সর্পের সাদৃশ্যে বহুবংশ হচ্ছে। এটা পরিষ্কার যে নরহত্যা ও দুষ্টতা ঐ কয়িনের বংশধরগণের সাথে চলছে।

১৩২ প্রারম্ভে, আমরা দেখেছিলাম যে আদমের একজন সহকারিনী প্রয়োজন হয়েছিল। এখানে, ঠিক দুই অধ্যায় পরে বিবাহের জন্য ঈশ্বরের আসল নকশা বর্ণনা ও প্রচার করা, আমরা বিবাহে ঈশ্বরের উত্তম উদ্দেশ্যের বিকৃত অর্থ করছি। এখন, লোকেরা বিবাহের মাধ্যমে দুইটি স্ত্রী গ্রহণ করছে!

১৩৩ ধরে নেওয়া যায় মানব জাতির মহা কার্য্যসম্পাদন–কৃষিকর্ম্ম ও সঙ্গীত ও ধাতুর কার্য্যের উন্নয়ন– এই তিন পদে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। লেখক (মোশি) ঐগুলির উপর কেন্দ্রীভুত করেননি কারণ ওগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিষয়গুলি সম্পর্কে লেখক যেমন মনোযোগী, পাঠকও তেমনি মনোযোগী। কিভাবে লোকেরা ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হবে ও তাঁর আরাধনা করবে এই সম্পর্কে লেখক সতর্ক।

৮ আর কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের সহিত কথোপকথন করিল; পরে তাহারা
ক্ষেত্রে গেলে কয়িন আপন ভ্রাতা হেবলের বিরুদ্ধে উঠিয়া তাহাকে বধ করিল।[১২৫]
৯ পরে সদাপ্রভু কয়িনকে বলিলেন, "তোমার ভ্রাতা হেবল কোথায়?"[১২৬] সে উত্তর
করিল,"আমি জানি না; আমার ভ্রাতার রক্ষক কি আমি?" ১০ তিনি কহিলেন,
"তুমি কি করিয়াছ? তোমার ভ্রাতার রক্ত ভূমি হইতে আমার কাছে ক্রন্দন
করিতেছে।[১২৭] ১১ আর এখন, যে ভূমি তোমার হস্ত হইতে তোমার ভ্রাতার রক্ত
গ্রহণার্থে আপন মুখ খুলিয়াছে, সেই ভূমিতে তুমি শাপগ্রস্ত হইলে। ১২ ভূমিতে
কৃষিকর্ম্ম করিলেও তাহা আপন শক্তি দিয়া তোমার সেবা আর করিবে না; তুমি
পৃথিবীতে পলাতক ও ভ্রমণকারী হইবে।"[১২৮] ১৩ তাহাতে কয়িন সদাপ্রভুকে
কহিল, "আমার অপরাধের ভার অসহ্য। ১৪ দেখ, অদ্য তুমি ভূতল হইতে
আমাকে তাড়াইয়া দিলে, আর তোমার দৃষ্টি হইতে আমি লুক্কায়িত হইব। আমি
পৃথিবীতে পলাতক ও ভ্রমণকারী হইব, আর আমাকে যে পাইবে, সেই বধ
করিবে।"

---

১২৫ ইব্রীয় ১১:৪ পদ দেখুন। ইব্রীয় পুস্তকের লেখক চেয়েছেন তার পাঠক জ্ঞাত হোক যে হেবল মৃত হলেও সে কথা বলছে। মনে হয় এটি একটি নিদর্শন যে তার বিশ্বাস তাকে অনন্ত জীবন দিয়েছে (যোহন ৩:১৬ পদ দেখুন) এবং সে তার কার্য্যের মাধ্যমে ধার্ম্মিকতা সম্পর্কে লোকদের কাছে কথা বলছেন। সেই যুগে হেবলের খুবই সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল। যাহোক, খ্রীষ্টের কারণে তিনি চিরকাল জীবিত থাকবেন।

১২৬ ইয়াওয়ে আদম ও হবাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল যখন তারা পাপ করেছিল। আবার, ঈশ্বর সবই জানেন। উত্তরগুলি শুনে লোকেরা ঈশ্বরকে উত্তর দিচ্ছে যা পাঠককে উপকৃত করছে। আমরা দেখতে পেয়েছি কিভাবে ভ্রান্তিজনকভাবে মানুষের মধ্যে পাপ কার্য্য করছে।

১২৭ ইব্রীয় পুস্তকের লেখক বলেছেন হেবলের রক্ত অপেক্ষা খ্রীষ্টের রক্ত উত্তম কথা বলে (ইব্রীয় ১২:২৪ পদ দেখুন)। এর দ্বারা, লেখক বুঝাতে চাচ্ছেন যে হেবলের রক্ত ঈশ্বরের কাছে বিচারের জন্য ক্রন্দন করছে। যাহোক, খ্রীষ্টের রক্ত, দয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করছে। বিচার অপেক্ষা দয়া "উত্তম বাক্য"।

১২৮ কয়িন তার পিতা মাতার মত ঈশ্বর কর্তৃক বিচারিত হলো। আমরা এখানে উদ্যানের বাইরের জীবন ধারা দেখতে পাই, এমনকি, যদিও এটা কঠিন বিষয় হলেও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদের কারণে সহনীয়। আমরা এটা জানি কারণ ঈশ্বর বলেছেন যে ভূমি তার শক্তি (ঈশ্বর থেকে একটি আশীর্ব্বাদ) তাকে দিতে অসম্মত হবে। উদ্যানের বাইরে জীবন যাপনে মানুষের প্রতি ঈশ্বর দয়াশীল।

তিনি হেবল নামে তাহার সহোদরকে প্রসব করিলেন। ৩ হেবল মেষপালক
ছিল,[১২২] ও কয়িন ভূমিকর্ষক ছিল। পরে কালানুক্রমে কয়িন উপহার রূপে
সদাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ভূমির ফল উৎসর্গ করিল। ৪ আর হেবলও আপন পালের
প্রথমজাত একটি পশু ও তাহাদের মেদ উৎসর্গ করিল। তখন সদাপ্রভু হেবলকে ও
তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন; ৫ কিন্তু কয়িনকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন
না ;[১২৩] এই নিমিত্ত কয়িন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল, তাহার মুখ বিষন্ন হইল। ৬
তাহাতে সদাপ্রভু কয়িনকে কহিলেন, "তুমি কেন ক্রোধ করিয়াছ? তোমার মুখ
কেন বিষন্ন হইয়াছে? ৭ যদি সদাচরণ কর, তবে কি গ্রাহ্য হইবে না? আর যদি
সদাচরণ না কর, তবে পাপ দ্বারে গুঁড়ি মারিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রতি তাহার
বাসনা থাকিবে, এবং তুমি তাহার উপরে কর্তৃত্ব করিবে।"[১২৪]

---

১২২ হেবল মেষপালক ছিল। পরবর্তী শাস্ত্রলিপিতে মেষ ও মেষপালক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এটি একটি প্রারম্ভিক ইঙ্গিত যে ঈশ্বরের মানুষেরা মেষ ও মেষপালকদের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। পরবর্তী শাস্ত্রলিপিগুলি মেষের মত ঈশ্বরের লোকদের কথা বলছে। মেষের মত, ঈশ্বরের লোকদের যাতনা পূর্ব হতে নির্ধারিত। তাদের মেষ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে যাদের "বধ করা হবে"। অবশ্য, যীশু, মৌলিক মেষ যাঁকে "বধ করা হয়েছিল" (প্রকাশিত বাক্য ৫:৬-১৪ পদ দেখুন)। তা ছাড়া, ঈশ্বরের লোকদের নেতাগণ মেষপালকের সঙ্গে সংযুক্ত। পুনরায়, এটি একটি আদি মূলবচনের ইঙ্গিত যে পরবর্তী শাস্ত্রলিপিগুলিতে এটি একটি মুখ্য মূলবচনের ভূমিকা পালন করবে। গীতসংহিতা ৪৪:১১, যিশাইয়:৭, রোমীয় ৮:৩৬, ও ১পিতর ৫:১-৫ পদ দেখুন।

১২৩ পাঠককে বলা হয়নি কেন ঈশ্বর কয়িনের উপহার "গ্রাহ্য করলেন না"। মোশি তাঁর পাঠকদের এটা বলতে মনস্থ করেননি এটাই হল ঘটনার বিবরণ। সৌভাগ্যবশতঃ, নূতন নিয়ম আমাদের এর কারণ বলেছে। কয়িন বিশ্বাসে তার উপহার উৎসর্গ করেনি (ইব্রীয় ১১:৪ পদ দেখুন)। কেহ কেহ ভেবেছেন যে কযিনের উপহারে কোন রক্ত সংযুক্ত না থাকার কারণে ঈশ্বর তার উপহার গ্রাহ্য করেননি। যাহোক, এটি লক্ষ্য করা যায় যে ইস্রায়েলীয়দের দ্বারা শস্য উপহার রূপে আনীত হতো যার মধ্যে রক্ত সংযুক্ত থাকত না।

১২৪ এটি অনুগ্রহ! পাপ কয়িনের দ্বারে গুঁড়ি মেরে ছিল। ঈশ্বর কয়িনকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় বলে দিলেন। কয়িন তার পাপ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইল না। সে পাপ করতে চাইল।

হবা ভবিষ্যতের বিষয় জানে না। হবা জানে না যে কয়িন তার বংশ রূপে গণিত হবে না। সে সর্পের বংশ রূপে গণিত হবে (১ যোহন ৩:১২ পদ দেখুন)। তা ছাড়া, হবা জানে না যে অনেক অনেক বংশধরের পর সর্প বিনাশকারী বংশ (যীশু) জন্ম গ্রহণ করবেন। প্রকৃত বংশধর জন্মের পূর্বে দুঃখ ও যাতনা বৃদ্ধি পাবে।

৪:১ পদে কয়িনের জন্মের সাথে হবার বর্ণনা (সে কয়িনকে "একজন নর" বলল) ও পরে আদিপুস্তক ৪:২৫ পদে শেথের জন্মের সাথে (শেথকে অন্য **বংশ** বলা হয়েছে) হবার বর্ণনা মনোযোগ সহকারে তুলনা করুন। এটি পাঠকের প্রতি একটি ইঙ্গিত! কয়িনের কার্য্যের উপর ভিত্তি করে, এটা পরিষ্কার যে হবা কয়িন সম্পর্কে তার মনোভাব পরিবর্তন করল। ৪:২৫ পদে, হবা হেবল ও শেথ উভয়কে তার "বংশ" বলল। অর্থ এই যে **হবা কয়িনকে তার বংশ হওয়ার বিষয় মেনে নিতে পারল না। হবা কয়িনকে সর্পের বংশ রূপে মেনে নিল।**

এখানে ঈশ্বরের নাম লক্ষ্য করুন। তাঁকে সাধারণভাবে "ইয়াওয়ে" বলা হয়েছে। ২:৪-৩:২৪ পদে তাঁকে ইয়াওয়ে এলোহিম বলার দ্বারা পাঠক তাঁর এই সংক্ষিপ্ত নাম প্রস্তুত করেছে এবং এটা জানা প্রয়োজন যে এটি কোন নূতন ও ভিন্ন দেবতাকে নির্দেশ করছে না।

আদিপুস্তক ৪[১২০]

১ পরে আদম আপন স্ত্রী হবার পরিচয় লইলে তিনি গর্ভবতী হইয়া কয়িনকে প্রসব করিয়া কহিলেন, "সদাপ্রভুর সহায়তায় আমার নরলাভ হইল।"[১২১] ২ পরে

---

১২০ এই অধ্যায়ে দীর্ঘকালীন সময়ে চলা প্রথম যুদ্ধের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে যা সর্পের বংশ ও নারীর বংশের মধ্যে সংঘটিত হবে (আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ দেখুন)। ইতিমধ্যে সর্পের বংশ ও নারীর বংশের মধ্যে "শত্রুতার" সম্পর্ক দেখা যাচ্ছে। মোশি এ কথা বলেননি যে হেবল নারীর বংশ ও কয়িন সর্পের বংশ। পাঠক তার প্রয়োজনে নিজে চিত্রিত করতে পারে। যাহোক, সেখানে একটি ইঙ্গিত দেওয়া আছে যেন পাঠক বিশেষভাবে বুঝতে পারেন যে কোন্ দুটি সর্পের মত ও কোন্ দুটি ইয়াওয়ের সাদৃশ বহন করছে। **ইঙ্গিত হলো নিম্নোক্ত মত অনুসারে কয়িন সর্পের বংশ:** (১) পাঠক বলেছিলেন যে ইয়াওয়ে "কয়িন ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন না", (২) ইয়াওয়ে কয়িন কে বললেন যে পাপ কয়িনের দ্বারে গুঁড়ি মেরে আছে, এবং সে তার উপর কর্তৃত্ব করবে, (৩) ইয়াওয়ে কয়িনকে বললেন যে যদি সে "সদাচরণ" করে, তবে গ্রাহ্য হবে – অর্থাৎ এই সময়ের পূর্বে সে সদাচরণ করেনি, (৪) কয়িন ইয়াওয়ের আজ্ঞা মানতে বাধ্য হয়নি, এমনকি যদিও সে কি করবে ইয়াওয়ে তাকে বলেছিলেন, (৫) কয়িন তার ভাইকে মিথ্যা বলল ও তাকে হত্যা করল, (৬) কয়িন তার ভাইকে হত্যা সম্পর্কে মিথ্যা বলল। এই সব গুলি বিষয়ই সর্পের মত ছিল! অতিরিক্ত প্রমাণ এই যে নূতন নিয়মে দেখা যায় কয়িন সেই সর্পের বংশ (১ যোহন ৩:১২ ও যিহুদা ১১ পদ দেখুন)। **সূত্র মতে নিম্নোক্তভাবে হেবল নারীর বংশ:** (১) হেবল "তার পালের প্রথমজাত মেষ ও তাদের মেদ" উপহার স্বরূপ এনেছিল – মনে হয় এটি এই নির্দেশ করছে যে হেবল ইচ্ছাকৃতভাবেই সবচেয়ে উত্তম বিষয় মনোনীত করেছিল, (২) মূল গ্রন্থ নির্দেশ করছে যে ইয়াওয়ে "হেবলকে ও তাহার উপহার গ্রাহ্য করিলেন"। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তিনি সদাচরণ করেছিলেন। অতিরিক্ত প্রমাণ এই যে নূতন নিয়মে দেখা যায় হেবল নারীর বংশ (মথি ২৩:৩৫, লূক ১১:৫১, ইব্রীয় ১১:৪ ও ১ যোহন ৩:১২ পদ দেখুন)। এই অধ্যায়ে, সর্পের বংশ (কয়িন) নারীর বংশের (হেবল) কাছে পরাজিত হলো। এই অধ্যায় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পাঠক কিছু প্রত্যাশিত বিষয় দেখতে পাবেন। কিন্তু নারীর বংশ ও সর্পের বংশের মধ্যে যুদ্ধের বিষয় এই অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই যুদ্ধ শেষ হয়নি! সকল মানুষই এই প্রবল মতবিরোধের অংশ!

১২১ কয়িনের জন্মে হবা উত্তেজিত হয়েছিল। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদের উপর ভিত্তি করে বংশের প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে, সম্ভবতঃ হবা চিন্তা করেছিল যে কয়িন সেই বংশ সংক্রান্ত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে। এই কারণ হবা বলল যে **"ইয়াওয়ের সহায়তায় তার নরলাভ হয়েছে"**। সম্ভবতঃ, হবা পুনরায় চিন্তা করেছিল যে কয়িন সেই বংশ হবে যে সর্পের মস্তক চূর্ণ করবে।

ছিল। মোশির বিবরণের উপর ভিত্তি করে, পাঠক শেথের উপর ও তার সন্তানদের উপর তার প্রত্যাশা বা তার স্থানের প্রতি চালিত করতে পারে। পাঠক বিশ্বাস করতে পারেন যে তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হবেন সেই বংশধর যিনি সর্পের মস্তক চূর্ণ করবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, নারীর বংশ আসার পূর্বে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হবে। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে তাঁর বর্ণীত নারীর বংশ আসার পুর্বে ঈশ্বরের লোকেরা অনেক ভয়ানক প্রসব বেদনার বিষয় অভিজ্ঞ হবেন (প্রকাশিত বাক্য ১২:১-৬ পদে নারীর বংশ–যীশু চূড়ান্তভাবে জন্মের পূর্বে দীর্ঘ সময়ের "প্রসব বেদনার" বিষয় ঈশ্বরের লোকেরা অভিজ্ঞ হয়েছে)।

আদিপুস্তক ৪

আদিপুস্তক ২ ও ৩ অধ্যায়, আদম ও হবা এদনের উদ্যানের ভিতরের দিকে বাস করছিলেন। আদিপুস্তক ৪ অধ্যায় এদনের বাইরে মানুষের জীবন যাপনের প্রথম বর্ণনা। এটি সেই স্থান নয় যেখানে বাস করবার জন্য ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন! তারা সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর সঙ্গে বাস করতে ও তাঁর আরাধনা করতে। এদনের মধ্যে উদ্যানটি ছিল একটি মন্দির যেখানে আদম ও হবা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এখন, পাপের কারণে, তারা মন্দির হতে ও ঈশ্বরের সান্নিধ্য হতে বিতাড়িত হলো। ঘটনাটির বাস্তবতায় আদম ও হবা ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রমাণ স্বরূপ তারা উদ্যানের বাইরে বাস করবার ঈশ্বরের অনুমতি পেলেন। যদিও তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে তথাপি তিনি দয়াপরবশ হয়ে মানুষের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছেন। আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে আদম ও হবার প্রতি ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে পাঠক এই প্রত্যাশা রাখতে পারেন যে উদ্যানের বাইরের জীবন খুবই কঠিন হবে। যাহোক, এই অধ্যায়ে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে পাঠক যা চিন্তা করতে পারেন তার চেয়েও আরও খারাপ!

আমরা এই অধ্যায়ে দুই প্রকারের আরাধনা দেখতে পাই –প্রকৃত আরাধনা (হেবল) ও অপ্রকৃত আরাধনা (কয়িন)। একজন ব্যক্তির উপর ও একটি পরিবারের উপর ভয়ানক ফলাফল দেখতে পাই: কয়িন হেবলকে হত্যা করল। এর কারণ, সে পৃথিবীতে ভ্রমণকারী ও পলাতক হিসাবে বাস করবে। এই অধ্যায়ে অনেক মানুষের জন্ম হয়েছে এবং তাদের কার্য্যসম্পাদনের বিষয় আমরা দেখতে পাই। সেখানে কিছু সংগীতজ্ঞ আছে। কিছু কারিগর আছে। কিন্তু তাদের কার্য্যসম্পাদনের বর্ণনাতে ঈশ্বর লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত। এটা ঠিক এরূপ হতে পারে যেন লোকেরা ঈশ্বর ব্যতীত জীবন যাপন করছে! এই অধ্যায়ের মধ্যে পরবর্তীতে, একটি বালকের হত্যার বিষয় একটি কবিতা আছে! দুই স্ত্রী সহ লেখক হলেন একজন মানুষ। আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যায় যে এটি আদম ও হবার জন্য ঈশ্বরের আসল উদ্দেশ্য থেকে একেবারে ভিন্ন! উদ্যানের বাইরের মানুষগুলি দ্বারা কথিত প্রথম কবিতা হলো এই আশ্চর্য্যজনক কবিতা যা মৃত্যুকে প্রচার করছে! আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে অগ্নিশিখার মত, সর্প বিনাশক বংশের প্রত্যাশার বিষয় দেখতে পাওয়া যায় যা শেষ হয়ে গেছে! একমাত্র অধ্যায়ের শেষে এসে পাঠক কোন একটি প্রত্যাশা দেখতে পাবেন। আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে প্রতিজ্ঞাত বংশের বিষয় পাঠককে শেথের জন্ম বিবরণ স্মরণ করিয়ে দেয়। ঈশ্বর কখনও তাঁর প্রতিজ্ঞা ভুলে যান না–তিনি হেবলের পরিবর্তে আরেক জন বংশধর নিযুক্ত করেছেন! লোকদের দুষ্টতা সত্ত্বেও, ঈশ্বরের পরিকল্পনা একই অবস্থানে

যেন, তিনি যাহা হইতে গৃহীত, সেই মৃত্তিকাতে কৃষিকর্ম্ম করেন।[১১৮] ২৪ এইরূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন, এবং জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্য এদনস্থ উদ্যানের পূর্বদিকে করূবগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ রাখিলেন।[১১৯]

১১৮আদম ও হবার কাহিনীতে উদ্যানের ভিতরে তারা কিরূপ জীবন যাপন করত যা এখানে সমাপ্ত হলো। "উদ্যানের" কাহিনীর শুরু থেকে বিবরণ ("আমাদের একের মত" এবং "ভূমি থেকে গৃহীত") এখানে পুনরুক্ত করে সমাপ্ত করা হয়েছে। এই পুনরুক্ত বিবরণের "মোড়ক" একটি সাহিত্যিক ইঙ্গিত যে কাহিনীটির নির্দিষ্ট অংশ পূর্ণতা সাধিত হয়েছে। আদম ও হবা এখন উদ্যানের বাইরে। একটি নূতন কাহিনী শুরু হয়েছে। এই নুতন কাহিনী হলো ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ ও বংশ আনায়ন করতে দুঃখ কষ্ট ভোগ যিনি মানুষের জন্য একটি পথ তৈরী করবেন যেন মানুষ স্বাধীনভাবে ঈশ্বরের উত্তম স্থানে প্রবেশ করতে পারে।

১১৯করূব এখন উদ্যান পাহারা দিচ্ছে। তারা, কমপক্ষে অস্থায়ীভাবে, আদমের উদ্যান পাহারা দেওয়ার কাজ করছে। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে সমাগম তাম্বুর (ও মন্দির) পর্দায় করূব দেখা গিয়েছে। এমনকি এভাবে, সমাগম তাম্বুতে, করূব অতিশয় পবিত্র স্থান এখনও পাহারা দিচ্ছে। যীশুর মৃত্যুতে, মন্দিরের পর্দা চিরে দুইভাগ হয়ে যায় (মার্ক ১৫:৩৮ পদ দেখুন)। এটি নিদর্শন যে লোকেরা যীশুর মৃত্যুর কারণে পুনরায় ঈশ্বরের পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবার অধিকার পেয়েছে। খুব বেশী দিন করূব ঈশ্বরের উপস্থিতির পথ পাহারা দিবে না!

২২ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, দেখ, মনুষ্য সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবার বিষয়ে আমাদের একের মত হইল;[১১৬] এখন পাছে সে হস্ত বিস্তার করিয়া জীবনবৃক্ষের ফলও পাড়িয়া ভোজন করে ও অনন্তজীবী হয়।[১১৭] ২৩ এই নিমিত্ত সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁহাকে এদনের উদ্যান হইতে বাহির করিয়া দিলেন,

---

১১৫ পাঠকের এটা স্মরণ করা প্রয়োজন যে আদম ও হবা ইতঃপুর্বে বস্ত্র পরিধান করেছিল (৩:৭ পদ দেখুন)। যাহোক, ঈশ্বর দয়া পরবশ হয়ে তাদের নূতন বস্ত্র দিলেন। এটা মনে রাখা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে ঈশ্বর আদম ও হবাকে **পশুর চর্ম্ম দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করে** পরিয়ে দিলেন। তাদের বস্ত্রের নিমিত্ত কোন একটা কিছুর মৃত্যু হয়েছিল! এটি সুসমাচারের কাহিনীর একটি চিত্র। যীশু ঈশ্বরের মেষশাবক যিনি জগতের পাপভার তুলিয়া লইয়া যান। যিশাইয় ১:১৮ ও যোহন ১:২৯ পদ দেখুন।

১১৬ এই পদ আরও বেশী প্রমাণ দিচ্ছে যে "সদসদ্-জ্ঞান" কারো জন্য কি ভাল ও কি মন্দ এই বিষয়ের সামর্থ সম্পর্কে নির্দেশ করে। আদম এখন ঈশ্বরের "মত" নিজে ভাল ও মন্দ সম্পর্কে দৃঢ় সংকল্প সাধন করতে পারেন। এর ফলে তিনি অন্যের অমঙ্গলজনক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মনে হয় এই কারণ ঈশ্বর আদম হবাকে উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি জানতেন যে আদম ও হবা নিজেরা আবার ফিরে এসে জীবন বৃক্ষের ফল খেতে পারে, আর এতে চিরকাল বিদ্রোহের জীবন যাপন করতে পারে। ঈশ্বর তাদের বিদ্রোহাচরণ থেকে প্রতিরোধ করলেন!

১১৭ ঈশ্বর যে আদম ও হবাকে উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দিলেন এটা কোন নিষ্ঠুরতা নয়। এটা করুণা করার উদাহরণ। আবার, যদি ঈশ্বর আদম ও হবাকে উদ্যানে থাকার অনুমতি দিতেন, তবে তারা তাদের নূতন বিদ্রোহাচরণের কারণে, তারা জীবন বৃক্ষ থেকে ফল খাওয়ার বিষয় প্রলুব্ধ হত (সময়ের পূর্বে এটি করা হয়েছিল) এবং স্থায়ী ভঙ্গুর ও বিদ্রোহাচরণ রাজ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলতেন। উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া ঈশ্বরের অনুগ্রহের একটি উদাহরণ।

তুমি ত তাহা হইতেই গৃহীত হইয়াছ ;
কেননা তুমি ধূলি,
এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে।"[১১২]
২০ পরে আদম আপন স্ত্রীর নাম হবা [জীবিত] রাখিলেন,[১১৩] কেননা তিনি জীবিত সকলের মাতা হইলেন।[১১৪] ২১ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তাঁহার স্ত্রীর নিমিত্ত চর্ম্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে পরাইলেন।[১১৫]

---

১১২ যদি আদমের স্মরণে থাকত যে সে ধূলি থেকে এসেছে, তাহলে তার মধ্যে যথাযথ নম্রতা থাকত যে সে ঈশ্বরের বাক্য চরমভাবে গ্রহণ করত তাহলে আদম ও হবা ধূলিতে ফিরে যেত না। সে ভুলে গিয়েছিল যে সে ছিল নির্ভরশীল সৃষ্টি। আদমের পার্থিব স্বভাব এখানে প্রকাশিত হয়েছে। একজন রাজা ও একজন যাজক হওয়ার পরিবর্তে, সে এখন একজন কৃষক প্রজা।

১১৩ প্রসঙ্গক্রমে প্রথমে উল্লেখ করা যায় যে, হবার নামকরণ অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। ২ অধ্যায়ে সকল সৃষ্টির নামকরণ করা হয়েছে। আর ঐ সময় আদমের সাক্ষাতে হবা পরিচিত হয়েছিলেন। তা ছাড়া, ঐ সময়, আদম নিষ্পাপ ছিলেন। হয়ত এটা মনে হতে পারে যে ঐ সময় হবা তার নাম গ্রহণ করেছিলেন। আসলে, হবা ঐ সময় তার নাম গ্রহণ করেননি। তিনি ৩ অধ্যায় পর্য্যন্তও তার নাম গ্রহণ করেননি। এটা মনে হয় যে আদম, এমনকি পাপ করার পরেও, ঈশ্বরের সৃষ্টির নাম রাখা অব্যাহত রেখেছিলেন! এটা একটি অনুগ্রহের উদাহরণ স্বরূপ! তা ছাড়া, বস্তুতঃ হবাকে একটি গৌরবযুক্ত নাম দেওয়া হয়েছিল–"জীবিত সকলের মাতা"–এমনকি তার প্রবঞ্চিত হওয়ার পরেও তার জীবনে এই অনুগ্রহ দেখা গিয়েছিল। স্পষ্টভাবে, যদিও তারা পাপ করেছে, ঈশ্বর মানুষের বা তাদের উদ্দেশ্য থেকে তাঁর প্রেম সরিয়ে নেননি।

১১৪ হবার নাম হলো আদমের বিশ্বাসের উক্তি। আদম নিজে, তার স্ত্রীর প্রতি ও সর্পের প্রতি ইয়াওয়ের বাণী শোনার পর, আদম এক আশাপ্রদ বিষয় শুনতে পেয়ে সে তা ধারণ করে রেখেছিল। সে একটি বংশ সম্পর্কে শুনতে পেয়েছিল যিনি সর্পের বিনাশ সাধন করবেন। আর সে জানত যে এই বংশ হবা থেকে আসবে! যদিও পাপের কারণে মৃত্যু এসেছিল, সে জানত যে হবার বংশের মাধ্যমে জীবন আসবে–সে "জীবীত সকলের মাতা" হবে! হবার নাম হলো বীজের আকারে আদমের সুসমাচারে বিশ্বাস। যদিও তারা ফল খেয়েছিল ও মরেছিল, আদম জানত হবা জীবীত সকলের মাতা।

হবার নাম ঈশ্বরের সকল মানুষকে প্রত্যাশা দান করেছে। নারীর বংশ (যীশু) পুরুষের কারণে যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে সেই সকল মানুষের কাছে জীবন আসবে।

ও সে তোমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবে।[১০৭]
১৭ আর তিনি আদমকে কহিলেন,
যে বৃক্ষের ফলের বিষয়ে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম,
তুমি তাহা ভোজন করিও না,
তুমি তোমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার ফল ভোজন করিয়াছ,[১০৮]
এই জন্য তোমার নিমিত্ত ভূমি অভিশপ্ত হইল;[১০৯]
তুমি যাবজ্জীবন ক্লেশে উহা ভোগ করিবে;
১৮
আর উহাতে তোমার জন্য কন্টক ও শেয়ালকাঁটা জন্মিবে,
এবং তুমি ক্ষেত্রের ওষধি ভোজন করিবে।[১১০]
১৯
তুমি ঘর্ম্মাক্ত মুখে আহার করিবে,
যে পর্য্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে;[১১১]

---

১০৭ পাপের কারণে,আদম তার স্ত্রীর সঙ্গে এভাবে যুক্ত হবে যা প্রথমে সংকল্পিত ছিল না। ঈশ্বর থেকে দান স্বরূপ এবং ঈশ্বর প্রদত্ত কাজের একজন সম অংশীদার রূপে সে তাকে গ্রহণ করবে না। পরিবর্তে, পাপের কারণে সে তার নেতৃত্বদানে উদ্ধত হয়েছে। এটি সংকল্পিত কার্য্যধারাকে পরিবর্তন করেছে তবে হবাকে আদমের বিবাহে প্রভাবিত করেনি। এটি সকল বিবাহকে যুক্ত করেছে। আবার, পাপ বিবাহের উদ্দেশ্যের মহা ক্ষতি করেছে!

১০৮ ঈশ্বরের কথা শোনার পরিবর্তে আদম তার স্ত্রীর কথা শুনল।

১০৯ রোমীয় ৮:২০-২২ পদ দেখুন।

১১০ তার পাপ করার পূর্বে, আদমের পক্ষে উদ্যানের কৃষিকর্ম্ম করা সহজ ছিল। এখন ভূমি আদমের কাজের জন্য সহজ হবে না। এখন বলা যায় তাকে যুদ্ধ করার মত করতে হবে। সৃষ্টির সকলের দ্বারা অভিশাপ অভিজ্ঞ হলো (এর সঙ্গে ভূমিও যুক্ত) যা খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনকে পূর্ণ রূপে তুলে ধরবে। রোমীয় ৮ অধ্যায়ে পৌল বর্ণনা করেছেন সৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কীত হয়ে খ্রীষ্টিয়ান কিভাবে "দত্তক" পুত্র রূপে গৃহীত হয়ে স্বরূপান্তরিত হবে।

১১১ এটি কাব্যিকভাবে বলা যায়, "যখন তোমার আত্মা নিয়ে নেওয়া হবে তখন তোমার দেহ মাটিতে ফিরে যাবে। প্রকৃতপক্ষে তুলনামূলক অভিপ্রেত হলো ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া"।

১৬ পরে তিনি নারীকে কহিলেন,
"আমি তোমার গর্ভবেদনা অতিশয় বৃদ্ধি করিব,
তুমি বেদনাতে সন্তান প্রসব করিবে ;[১০৫]
এবং স্বামীর প্রতি তোমার বাসনা থাকিবে ;[১০৬]

---

১০৫ বস্তুতঃ এটি একটি সাধারণ প্রসব বেদনার নির্দেশনা যা প্রত্যেক জন্মের সাথে যুক্ত। প্রত্যেক স্ত্রীলোক সন্তান জন্ম দেওয়ার বিষয়ে শারিরীকভাবে প্রসব বেদনায় অভিজ্ঞ যে বেদনা স্মারক বস্তু রূপে খ্রীষ্টের জন্মের – মহান জন্মের সাথে যুক্ত! যাহোক, এই একটি মাত্র উপায়ে প্রসব বেদনার এই নির্দেশনা দেখার বিষয় নয়। এই কবিতার প্রসঙ্গে, প্রসব বেদনা প্রচন্ড ব্যাথাকে নির্দেশ করছে যা ঈশ্বরের সমস্ত লোক সেই "বংশ" আনায়ন করবার জন্য দুঃখ-কষ্ট ভোগ করবে যিনি সর্পকে ধ্বংস করেছিলেন। অনেক অনেক মানুষ খ্রীষ্টের জন্ম দেখতে গিয়ে বহু দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মারা গেছে। এই অর্থে, পুরাতন নিয়মের যুগের অনেক সাধুগণ "নারী" রূপে গণিত হতেন যারা "কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ" করেছিলেন। যখন ১৫ পদ যুক্ত হলো, আমরা দেখতে পাই যে বংশ যিনি সর্প ধ্বংস করবেন তিনি ঈশ্বরের লোকদের মহা মূল্য পরিশোধ করতে জন্ম গ্রহণ করবেন। পুনরায়, প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায় দেখুন। ঈশ্বরের লোকদের দ্বারা "প্রসব বেদনার" অভিজ্ঞতা আছেযে তারা সেই "বংশ" আনায়ন করতে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে!

১০৬ ESVএর মূল প্রকাশনা ২০১৭ থেকে "আপনার ইচ্ছা আপনার স্বামীর **প্রতিকুল** হবে"। পূর্ববর্তী মূল প্রকাশনায় পড়া হয়, "আপনার ইচ্ছা আপনার স্বামীর **পক্ষে** হবে"। ESV ২০১৭ সালের মূল প্রকাশনায় শব্দগুলির মনোনয়ন অভিপ্রেত, মনে হয় এটি আরও পরিষ্কারভাবে দেখায় যে তার স্বামীর জন্য স্ত্রীলোকের ইচ্ছা অনুকুল হবে না। এরূপে ২০১৭ মূল প্রকাশনায় এটা বলছে যে তার ইচ্ছা **[তার] স্বামীর প্রতিকুল** হবে। এই "ইচ্ছার" বিপরীত অবস্থা আদিপুস্তক ৪:৭ পদে দেখতে পাওয়া যায়। এই পদে, পাপ হলো কয়িনের বাসনা। ঐ পদে, পাপের বাসনা কয়িনের উপর কর্তৃত্ব করল। মনে হয় এখানে একই বিষয় প্রয়োগ হবে। মনে হয় ধারণাটি এমন হবে যে, পাপের কারণে হবার বাসনা, তার স্বামীর উপরে কর্তৃত্ব করবে। অন্য দিকে, ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রকৃয়া থেকে একটি পরিবর্তন সাধিত হবে! সে তার স্বামীর কর্তৃত্বকারী অবস্থানের প্রত্যাশা করবে। তার সহকারিনী হওয়ার পরিবর্তে, সে তার নেতৃত্বকারী অবস্থানের প্রত্যাশা করবে। এভাবেই, নারীর কারণে পাপ মানুষের সাথে সম্পর্কীত হবে যা প্রথমে অভিপ্রেত ছিল না। বর্তমান প্রচলিত অনুবাদে এটিই বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে: "আর তুমি তোমার স্বামীকে বশে রাখার বাসনা করবে, কিন্তু সে তোমার উপরে কর্তৃত্ব করবে"। এটি হবার আদমকে বিবাহে প্রভাবিত করে না। এটি সকল বিবাহের সাথে যুক্ত। পাপ বিবাহকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

সে [১০২]তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, [১০৩]

এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।" [১০৪]

১০২এখানে "তিনি" খ্রীষ্টকে নির্দেশ করছে। তিনি নারী থেকে পুরুষ বংশ সর্পের মস্তক "চূর্ণ" করবেন। যাহোক, এটি তাদের সকলকে নির্দেশ করছে যারা তাঁহাতে আছে।

১০৩এটি খ্রীষ্টের দ্বারা শয়তানের বিনাশ উল্লেখ করছে। কারণ, "খ্রীষ্টেতে" বিশ্বাসীগণ, আমরা খ্রীষ্টের মত শয়তানের বিনাশ করতে ঈশ্বর কর্তৃক ব্যবহৃত হই। এই কারণ প্রেরিত পৌল রোমীয় ১৬:২০ পদে এই কথাই বলতে সমর্থ হয়েছেন!

১০৪ বিষধর সর্পের দ্বারা পাদমূলে কামড় মৃত্যু ঘটায়। এইরূপে, বিষয়টি এই যে নারীর "বংশের" পাদমূল "চূর্ণ" হওয়াটা হালকা ভাবে নেওয়ার বিষয় নয়। এটা একটি মৃত্যুজনক আঘাত! নারীর বংশ (যীশু) যখন সর্পের সাথে যুদ্ধ করবেন তখন তিনি নিদারুণ দুঃখভোগ করবেন। কিন্তু তিনি যা করতে চেয়েছেন আদম তা করতে পারেনি। তিনি সর্পের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন যেন তিনি একে ধ্বংস করতে পারেন যেন ঈশ্বরের বাক্য মান্য করা হয় ও ঈশ্বরের মানুষেরা নির্ভয়ে ঈশ্বরের নিরূপিত স্থানে বাস করতে পারে। এটি সুসমাচারের কাহিনী! যীশু মরলেন যেন শয়তান অবশ্যই ধ্বংস হয় যেন লোকেরা দিয়াবলের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে (উদাহরণ স্বরূপ, প্রেরিত ১০:৩৮ পদ দেখুন)। যীশু মৃত্যুর মধ্যে বেশী সময় থাকলেন না। তিনি মৃত্যু থেকে উত্থাপিত হলেন। ঈশ্বরের লোকেরা, যীশুর মত, সর্পের কারণে নিদারুণ দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে। যারা খ্রীষ্টেতে আছে তারা সকলে, শয়তানের কারণে "পাদমূল চূর্ণ" হওয়ার বিষয়ে জানবে। যাহোক, যারা খ্রীষ্টেতে আছে তারা সকলে, তার মস্তক চূর্ণ করার অংশী হবে! পুনরায়, রোমীয় ১৬:২০ পদ ও প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায় দেখুন।

১৫ আর আমি তোমাতে ও নারীতে,[১০০]
এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব;[১০১]

---

১০০ এই শব্দগুলি হবাকে বলা হয়েছে। যাহোক, পরবর্তী শাস্ত্রাংশগুলিতে আরও পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, "নারীতে"বলতে কেবল হবাকে উদ্দেশ্য করে বলা অপেক্ষা আরও বেশী কিছু বলা হয়েছে। এটি প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লোকদের (পুরুষ ও স্ত্রী উভয়) একটি ভাববাদিক নির্দেশনা। ঈশ্বরের বিশ্বস্ত লোকেরা তারা যাদের মাধ্যমে খ্রীষ্ট এসেছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ১২:১-৬ পদ দেখুন)। যারা ঈশ্বরের লোক তারা শয়তান কর্তৃক ঘৃণিত। যাহোক, "তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব" শব্দগুলি পাঠক প্রত্যাশার সাথে পূর্ণ করবেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের লোকদের কারণে ঈশ্বর শয়তান ও তার কাজকে ঘৃণা করেন। এটি ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত অনুগ্রহ! ঈশ্বর আমাদের অনুগ্রহ করছেন যেন আমরা হবার মত প্রবঞ্চিত না হই। শয়তান ও তার কাজের প্রতি ঈশ্বরের লোকদের অলৌকিক ঘৃণা আছে!

১০১ **বংশ শব্দটি বহুবচন** (বহুবংশকে নির্দেশ করছে) **অথবা শব্দটি একবচন হতে পারে** (একটি বংশকে নির্দেশ করছে)। এই কবিতায় এটি উভয় অর্থ প্রকাশ করছে! প্রথম, প্রচারক এটি একবচন হিসাবে দেখতে পারে। বংশ স্ত্রীর পুরুষ বংশের প্রতি নির্দেশ করছে যিনি "[সর্পের] মস্তক চূর্ণ করবেন" এটি যীশুকে নির্দেশ করছে। শেষ আদম হিসাবে যুদ্ধ করে সর্পকে পরাজিত করা তাঁর দায়িত্ব ও তাঁর গৌরব। দ্বিতীয়, প্রচারক বংশ শব্দটি বহুবচন হিসাবে দেখতে পারেন। যেহেতু বিশ্বাসীরা "খ্রীষ্টেতে" হিসাবে গণিত হয়। খ্রীষ্টের অনুসারীরা বংশ হিসাবে গণিত হয় (আদিপুস্তক ১৫:৫, রোমীয় ১৬:২০ ও গালাতীয় ৩:২৯ পদ দেখুন)! আবার, বংশ একবচন (খ্রীষ্ট), কিন্তু এটিও বহুবচন (খ্রীষ্টের লোকেরা)। এই কারণ শয়তান যীশুকে ও খ্রীষ্টের লোকদের ঘৃণা করে। শয়তানের ইচ্ছা হলো একবচন বংশ (খ্রীষ্ট) ও বহুবচন বংশ (খ্রীষ্টের লোকদের) ধ্বংস করা, প্রকাশিত বাক্য ১২:১-৫ পদ দেখুন (এই পদগুলি খ্রীষ্টের প্রতি শয়তানের ঘৃণা সম্বলিত) ও প্রকাশিত বাক্য ১২:৭-১৭ পদ (এই পদগুলি খ্রীষ্টের লোকদের প্রতি শয়তানের ঘৃণা সম্বলিত)। গালাতীয় ৩:১৬ ও ২৯ পদ আদিপুস্তক ১৩:১৫, ১৭:৮ ও ২৪:৭ পদগুলি এক সঙ্গে পড়ুন। যিশাইয় ৬:১৩ পদও দেখুন। যিশাইয়তে এই শাস্ত্রলিপিটি খ্রীষ্ট বিষয়ক ভাববানী। ESV তে "এর গুঁড়ি হলো পবিত্র **বংশধর**" পড়া হয়। "বংশধর" শব্দটির অনুবাদ আদিপুস্তক ৩:১৫ পদের "বংশ" শব্দটির অনুবাদ একই। যিশাইয়তে এই শাস্ত্রলিপিটি আদিপুস্তক ৩:১৫ পদের বংশের প্রতিজ্ঞাকে নির্দেশ করছে!

স্ত্রীলোকটির বংশই এই শাস্ত্রলিপির নির্দেশিত একমাত্র বংশ নয়। সর্পটিরও একটি বংশ আছে। ঠিক একইভাবে ঐ স্ত্রীলোকটির বংশ হলো একবচন (খ্রীষ্ট) ও বহুবচন (যারা তাঁহাতে আছে), সর্পের বংশ একবচন ও বহুবচন সদৃশ দেখা যেতে পারে। এই শাস্ত্রলিপিটি **খ্রীষ্টারির** (যদিও ঐ শব্দটি এই শাস্ত্রাংশে ব্যবহৃত হয়নি) ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই ঈশ্বর-ঘৃণিত ও খ্রীষ্টকে অস্বিকার করা সর্পের বংশ নারীর বংশের প্রতি অকৃত্রিম ঘৃণা পোষন করে। ১ যোহন ২:১৮-২৫ পদে এটা দেখতে পাওয়া যাবে, এই শব্দটি একবচন হতে পারে ("খ্রীষ্টারিতে"), এবং এটি বহুবচন ("অনেক খ্রীষ্টারি") হতে পারে। ২থিষলনীকীয় ২:৩-৪ ও প্রকাশিত বাক্য ১৩:১-১০ পদও দেখুন। যুগান্ত পর্য্যন্ত, নারীর বংশ (খ্রীষ্ট ও তাঁর অনুসারীরা) এবং সর্পের বংশ (খ্রীষ্টারি–একবচন বা বহুবচন হতে পারে) যুদ্ধ করতে থাকবে। নারীর বংশ বিজয়ী হবে (প্রকাশিত বাক্য ২০:৭-১০ পদ দেখুন)।

১৩ তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর নারীকে কহিলেন, "তুমি এ কি করিলে? নারী কহিলেন, সর্প আমাকে ভুলাইয়াছিল,[৯৬] তাই খাইয়াছি।"

১৪ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর সর্পকে কহিলেন,[৯৭]
তুমি এই কর্ম্ম করিয়াছ,[৯৮]
এই জন্য গ্রাম্য ও বন্য পশুগণের মধ্যে
তুমি সর্বাপেক্ষা অধিক শাপগ্রস্ত ;
তুমি বুকে হাঁটিবে
এবং যাবজ্জীবন
ধূলি ভোজন করিবে।[৯৯]

---

৯৬ হবা সত্য কথা বলছেন। সে প্রবঞ্চিত হলো (১তীমথিয় ২:১৪ পদ দেখুন)। পৌল তুলনা করে বললেন সর্প যেমন হবাকে প্রতারণা করেছিল তদ্রূপ বিশ্বাসীদের প্রতি তিনি বললেন, "তেমনি তোমাদের মন খ্রীষ্টের প্রতি সরলতা ও শুদ্ধতা হইতে ভ্রষ্ট হয়" (২করিন্থীয় ১১:৩ পদ দেখুন)। পৌল করিন্থীয় মন্ডলীতে "হবা প্রতারিত হয়েছিল" এই কথা ব্যবহার করে বললেন যে বর্তমান প্রচারকগণ কিভাবে এই প্রাচীন কালের ঘটনা ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনে খ্রীষ্টিয়ানদের সাহায্য করতে পারে।

৯৭ এখানে তিনটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিষয় পরখ করা হয়েছে যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সমান নয়। পুরুষ ও মহিলা কথা বলার জন্য অনুমোদিত। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাদের এই সাক্ষ্যের মহা গুরুত্ব রয়েছে। সর্পের কথা বলার অনুমতি নেই। ঈশ্বর তাকে নিজের আত্মপক্ষসমর্থন করার সুযোগ দেওয়ার "মর্যাদা" দেননি। লক্ষ্য করুন মানুষ প্রথম কথা বলেছে। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাদের মহা নৈতিকতার নিদর্শন রয়েছে। সর্পের উপর প্রথম ঈশ্বরের "বিচার নিষ্পত্তি" হলো। তার প্রতি কোন দয়া দেখানো হলো না। যাহোক, মানুষের প্রতি মহা দয়া দেখানো হলো। এই দয়া ১৫ পদে ও বাকী শাস্ত্রলিপির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।

৯৮ এর কারণ তুমি নারীকে প্রতারিত করেছ ও পুরুষকে বিরুদ্ধাচারী হতে চালিত করেছ।

৯৯ আরও যিশাইয় ৬৫:২৫ পদ দেখুন। এমনকি নূতন আকাশমন্ডল ও নূতন পৃথিবীতে, এদন উদ্যানে সর্প এক অদ্ভুত ভূমিকা পালন করবে! এই বর্তমান কালে, সকল সর্প বুকে হাঁটে ও ধূলি খাওয়ার অবস্থায় চলে যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে শয়তানের অবস্থান ও তার নিশ্চিত শেষ বিচার।

১১[৯২] তিনি কহিলেন, তুমি যে উলঙ্গ, ইহা তোমাকে কে বলিল ?[৯৩] যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ?[৯৪] ১২ তাহাতে আদম কহিলেন, তুমি আমার সঙ্গিনী করিয়া যে স্ত্রী দিয়াছ, সে আমাকে ঐ বৃক্ষের ফল দিয়াছিল, তাই খাইয়াছি"[৯৫] ।

---

৯০ পাপ ও ভয় পরস্পর সহযোগী। এটি আদমের সময়ে সত্য হয়েছিল। এটি আজও সত্য।

৯১ এটি কৌতুহলজনক যে আদম এখানে "আমি" সর্বনাম ব্যবহার করল। যদি আদম ও হবা সেখানে একত্রে থাকত, তাহলে মনে হয় সে বলত, "**আমরা** উলঙ্গ"। পাপ মানুষকে তার স্ত্রী থেকে তাকে পৃথক করে দিয়েছে। ঘটনা সর্বদা এরূপ ঘটে। পাপ কেবল ব্যক্তির সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক বিনষ্ট করে না, বরং এটি অন্যদের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক ধ্বংস করে।

৯২ ৯ পদের সাথে ১১ পদে ঈশ্বরের প্রশ্ন একাকী আদমকে উদ্দেশ্য করে বললেন। হিব্রু গ্রন্থে (MT) ও গ্রীক গ্রন্থে (LXX) এই পদে "তুমি" শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। পুনরায় বলা যায় উদ্যানে যা কিছু ঘটেছিল এর জন্য আদমই দায়ী। এখানে তার ভূমিকা সমস্ত মানুষকে মৃত্যুর দিকে চালিত করেছে। নিরপেক্ষ ধারণায় বলা যায়, সে যা করেছিল তার জন্য ঈশ্বর শেষ আদম (যীশু) কে দায়ী করলেন! ঠিক একই ভাবে, আদমের বিদ্রোহ যারা "তাহাতে" আছে তাদের মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে, আর যারা "তাঁহাতে" থাকে তারা যীশুর বাধ্য, তারা জীবনের দিকে ধাবিত হয়।

৯৩ এই প্রশ্নের উত্তর ঈশ্বর ভালভাবেই জানেন। ঈশ্বরের প্রশ্নগুলি পাঠককে আদমের উত্তর শুনতে অনুমতি দেয়। তিনি কি চিন্তা করছিলেন তা আমাদের জানতে অনুমতি দেয়।

৯৪ আদিপুস্তক ২:১৭ পদে আদমের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞার উল্লেখ আছে।

৯৫ আদম ২:২৩ পদে সুন্দর কথা ও প্রেমের কবিতা থেকে এই পদগুলিতে নিষ্ঠুর দোষারোপ তৈরী করেছিল। আদম তাকে স্ত্রী দেওয়ার জন্য ঈশ্বরকে দোষ দিল! তারপর তার পাপের জন্য সে তার স্ত্রীকে দোষ দিল। সে অনুতপ্ত হলো না বা যে কোন মতের আপস-নিষ্পত্তি দেখালো যে সে মন্দ করেছিল। আদম তার পাপের বিরোধিতা করতে উদ্যত হয়েছিল। আদমের দু'টি বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য হলো ঈশ্বরের সংকল্পিত জীবন (২:২৩) ও শয়তানের আকাংখিত জীবনের মধ্যে পার্থক্য আছে (৩:১২)।

৮ পরে তাঁহারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের রব শুনিতে পাইলেন, তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করিতেছিলেন ;[৮৫] তাহাতে আদম ও তাঁহার স্ত্রী সদাপ্রভু ঈশ্বরের সন্মুখ হইতে[৮৬] উদ্যানস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকাইলেন। ৯[৮৭] তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন,[৮৮] তুমি কোথায় ?[৮৯] ১০ তিনি কহিলেন, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম,[৯০] কারণ আমি উলঙ্গ, তাই আপনাকে লুকাইয়াছি।[৯১]

---

৮৫ হিব্রু গ্রন্থে এটা বলে না, "দিবাবসানে"। বরং, এতে পড়া হয়, "দিনের শেষে" (LXX এ পড়া হয়, "সন্ধ্যা বেলায়")। হিব্রু গ্রন্থে এটা উল্লেখ থাকতে পারে দিনের সবচেয়ে ঠান্ডা অংশে ঈশ্বর উদ্যানের মধ্যে গমনাগমন করছিলেন। যাহোক, এটা সম্ভব যে "দিনের শেষে" উল্লেখ করছে যে প্রবল বেগে ঈশ্বর আদম ও তার স্ত্রীর কাছে আসলেন! যদি ঘটনা এমন হয়, এই "বাতাস" কেবল মৃদু বাতাস নয়। এটি একটি ঝড়ো বাতাস, খুব সম্ভবতঃ বজ্রপাত, বিদ্যুৎচম্‌কানি, অন্ধকার ও বৃষ্টি সহ এসেছিল! পাপের কারণে ঝড় ঈশ্বরের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। এই "ঝড়" শাস্ত্রলিপির অন্য অংশে ঈশ্বরের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ রূপেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যীশু যখন ক্রুশবিদ্ধ ছিলেন তখন অন্ধকার ও ভূমিকম্প হয়েছিল (মথি ২৭:৪৫-৫৬ পদ দেখুন)।

৮৬ লোকেরা তাদের নিজের পদ্ধতি ব্যবহার করেই তাদের পাপ ঢাকতে চেষ্টা করে এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে পলায়ন করতে চেষ্টা করে। ঈশ্বর করুণাময় এবং তিনি আসলেন ও আদম হবাকে খোঁজ করলেন যদিও তারা তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করেছিল এবং তাঁর সাক্ষাত থেকে লুকাতে চেয়েছিল। তিনি আজও পাপীদের জন্য এরূপ করছেন।

৮৭ ঈশ্বরের প্রশ্ন কেবল আদমকে উদ্দেশ্য করেই করা হলো।

৮৭ মানুষ হলো নেতা। শয়তান ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নাই। সে মানুষকে অবজ্ঞা করল ও নারীকে প্রবঞ্চিত করল। যাহোক, ঈশ্বর, তাঁর কর্তৃত্বের রীতি পরিবর্তন করেন না।তিনি প্রথমে আদমকে বললেন, কারণ আদম একমাত্র মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

৮৯ ঈশ্বর বিচলিত নন। তনি সবকিছু জানেন। তিন প্রশ্ন করলেন কারণ তিনি আদমের উত্তর শুনতে চেয়েছিলেন। আদমের উত্তর শুনতে পাঠক ঈশ্বরের প্রশ্নও অনুমোদন করলেন।

"তুমি কোথায়?" প্রশ্নটি কেবল আদমকে সম্বোধন করেই করা হলো। এটি স্পষ্ট কারণ হিব্রু গ্রন্থে (MT) ও গ্রীক গ্রন্থে (LXX) "তুমি" শব্দটি একবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। এতে অতিরিক্ত প্রমাণ আছে যে ঈশ্বর সংকল্প করলেন যে আদম নেতা হবে আর যা কিছু ঘটেছে তার জন্য সেই দায়ী।

আর তিনিও ভোজন করিলেন।[৮২] ৭ তাহাতে তাঁহাদের উভয়ের চক্ষু খুলিয়া গেল, এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহারা উলঙ্গ ;[৮৩] আর ডুমুর বৃক্ষের পত্র সিঙ্গাইয়া ঘাগ্‌রা প্রস্তুত করিয়া লইলেন।[৮৪]

৮২ ১ তীমথিয় ২:১৪ পদে, পৌল বলছেন যে "আদম প্রবঞ্চিত হননি"। অর্থাৎ আদম জানিতভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে **বিদ্রোহী** হয়েছিল!

৮৩ আদম ও হবা প্রত্যাশা করেছিল যে তাদের চক্ষু খুলে যাবে ও তারা জ্ঞানী হবে। পরিবর্তে, তাদের চোখ খুলে যাওয়াতে তারা তাদের উলঙ্গতা দেখতে পেল। শয়তানের "প্রবঞ্চনার" কারণে (৩:১) আদম ও হবার "উলঙ্গতা" প্রকাশিত হলো (২:২৫)।

৮৪ এটিই প্রথম বিষয় যে লোকেরা পৃথিবীতে ইতিহাস তৈরী করেছে। পাঠক হিসাবে আমরা প্রত্যাশা করতে পারি যে ঈশ্বর সবকিছু নির্ম্মাণ করেছেন। এভাবেই আদম ও হবাকে বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাদের বস্ত্র তৈরী করা ও তাদের বস্ত্র পরিয়ে দেওয়া ঈশ্বরের পক্ষে যথাযথ ছিল বলে মনে হয়। যাহোক, এখানে, আদম ও হবা তাদের নিজেদের লজ্জা ঢাকতে উদ্যত হয়েছিল। তাদের বস্ত্র তাদের পাপ ঢাকতে পারে নাই।

৬ নারী যখন দেখিলেন, ঐ বৃক্ষ সুখাদ্যদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক, আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয়,[৮০] তখন তিনি তাহার ফল পাড়িয়া ভোজন করিলেন; পরে আপনার মত নিজ স্বামীকে দিলেন,[৮১]

---

৮০ এই পদে তিনটি কারণ আছে কেন নারী মনে করল যে ঈশ্বরকে অমান্য করা ও এই ফল ভোজন করা তার অধিকার আছে। হবার প্রথম দু'টি কারণ আদিপুস্তক ২:৯ পদ থেকে পুনরুক্তি করা হয়েছে: বৃক্ষটি সুখাদ্যদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক। যদিও ফলটি উত্তম হতে পারে, তবে তা তার জন্য সুখাদ্যদায়ক হবে না। এটি তাকে বধ করবে। আর হবার চূড়ান্ত কারণ হলো সে শয়তানের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করল। সে তার প্রবঞ্চনার উপর ভিত্তি করে, সে বিশ্বাস করল, যে বৃক্ষের ফল ভোজন করলে তাকে জ্ঞানী করবে। কিন্তু নিষিদ্ধ ফল ভোজন কাহাকেও জ্ঞানী করে না। এটা প্রকাশ করছে যে তুমি একটা নির্বোধ। ঈশ্বর ভয় ও তাঁর উত্তম বাক্য (তাঁর আজ্ঞা) শোনা ও তা পালন করা মানুষকে জ্ঞানী করে। এই তিনটি কারণ যা হবাকে ফল ভোজন করতে তাকে প্রমাণ প্রয়োগে বিশ্বাস জন্মিয়েছিল সেই সমরূপ অভিলাষের কথা ১ যোহন ২:১৬ পদে বলা হয়েছে: "কেননা জগতে যে কিছু আছে, মাংসের অভিলাষ, চক্ষুর অভিলাষ, ও জীবিকার দর্প, এ সকল পিতা হইতে নয়, কিন্তু জগৎ হইতে হইয়াছে"। কেন ঈশ্বরের বাধ্যতা বাঞ্ছনীয় তা আবিষ্কারের প্রবণতা থেকে সকল মানুষের সাবধান থাকা প্রয়োজন।

সমুদয় বাইবেলের মধ্যে হবার কাহিনী বিভিন্ন পর্য্যায়ে ও বিভিন্ন ভাবে পুরনুক্ত করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইস্রায়েলীয়রা যখন প্রথম প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করে যিরিহো নগর জয় করল (যিহোশুয় ৭:১৮-২৪ পদ দেখুন) তখন ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের বললেন যে তারা তাদের নিজেদের জন্য কোন লূট দ্রব্য (সম্পদ) গ্রহণ করতে পারবে না। যাহোক, আখন নামে এক ব্যক্তি, লুটিত দ্রব্যের মধ্যে বাবিলীয় একখানি শাল, দুইশত শেকল পরিমিত রৌপ্য ও পঞ্চাশ শেকল পরিমিত একথান স্বর্ণ **দেখেছিল,** তখন [সে] **লোভে** পড়েছিল ও তা **হরণ** করেছিল"। আখনের পাপ সকল ইস্রায়েলীয়দের পক্ষে শাস্তি স্বরূপ হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে, সেখানে এক জন যিনি, হবা ও আখনের বিসদৃশ হলেন, পরীক্ষা সম্পন্ন হলো। যীশুও শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছিলেন (মথি ৪:১-১১ পদ দেখুন)। তিনি শয়তানের মিথ্যার চেয়ে ঈশ্বরের উত্তম বাক্যে নির্ভর করে শয়তানকে জয় করেছিলেন।

৮১ আদম তার স্ত্রীর পাশে নিষ্ক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়েছিলেন। পুনরায়, তার জন্য একটি আজ্ঞা আবশ্যক ছিল উদ্যান **রক্ষা** করা, সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করা ও একে উদ্যান থেকে দূর করা। ঠিক একই ভাবে ঈশ্বর বাস্তব অন্ধকার "বিজয়" করেছিলেন (যেমন "পৃথিবী ঘোর ও শুন্য ছিল") যে পৃথিবী বাসের অযোগ্য ছিল (আদিপুস্তক ১:২ পদ দেখুন), আদমের আধ্যাত্মিক অন্ধকার জয় করা আবশ্যক ছিল যা উদ্যানকে বসবাসের অযোগ্য করেছিল।

শয়তান মিথ্যাবাদী। যাহোক, সকল মিথ্যাবাদীর মত, তার বাক্যের মধ্যে সামান্য পরিমাণে সত্য থাকে। যখন আদম ও হবা ফল ভোজন করল, অন্ততঃ একটি নির্দিষ্ট উপায়ে তারা–দেবতাদের মত হলো। প্রকৃত ঈশ্বরের বিচার অগ্রাহ্য করার দ্বারা, তাদের জন্য সদসদ্-জ্ঞানের বিষয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার তাদের আছে বলে তারা ধরে নিয়েছিল। এভাবেই তারা তাদের নিজেদের দেবতাতে পরিণত হয়েছিল। আদম ও তার স্ত্রী পূর্বে কখনও এরূপ করেনি। তাদের রক্ষা করতে তারা ঈশ্বরের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করত। ইতিমধ্যে পাঠক ১:৪, ১:১০, ১:১২, ১:১৮, ১:২১, ১:২৫, ও ১:৩১ পদে ঈশ্বরের সিদ্ধান্তের বিষয় পড়েছেন। ঐ সকল পদগুলিতে, ঈশ্বর একটি সংকল্প প্রকাশ করেছেন যে একটি বিষয় **উত্তম**। একটি বিষয় উত্তম কারণ তিনি ঘোষণা করলেন এটি উত্তম। তিনি এর বিচারকর্তা। সদসদ্-জ্ঞানের বিষয় একমাত্র ঈশ্বরই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এটিই আদিপুস্তক ১ ও ২ অধ্যায় থেকে পরিষ্কার হয়েছে। সর্প জানত যে আদম ও তার স্ত্রীকে এই অধিকার দেওয়া হয়নি। **বৃক্ষের অভক্ষিত ফল সাক্ষী রূপে অবস্থিত ছিল যা ঈশ্বর তাদের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে সংরক্ষণ করেছিলেন**। আদম ছেয়েছিলেন যেন বৃক্ষের ক্ষমতা তার মধ্যে থাকে! আদমের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা আজও মানুষর মধ্যে দেখা যায়। একমাত্র পাপের কারণে মানুষ ঈশ্বরের সিদ্ধান্তকে সম্মান করে না। বরং ছোট ছোট দেবতাদের মত কার্য্য করে মানুষ নিজেদের বিচার নিজেরা তৈরী করে। ঈশ্বর যা মন্দ বলেছেন লোকেরা তা "উত্তম" বলে আখ্যায়িত করছে এবং ঈশ্বর যা উত্তম বলেছেন লোকেরা তা "মন্দ" বলে আখ্যায়িত করছে।

স্পর্শও করিও না, করিলে মরিবে।"[৭৫] ৪ তখন সর্প নারীকে কহিল, কোন ক্রমে মরিবে না ;[৭৬] ৫ কেননা ঈশ্বর জানেন,[৭৭] যে দিন তোমরা তাহা খাইবে, সেই দিন তোমাদের চক্ষু খুলিয়া যাইবে, তাহাতে তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া[৭৮] সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।[৭৯]

---

৭৫ নারী ইয়াওয়ের উদ্ধৃতি দিলেন, কিন্তু তাঁর বাক্যের উদ্ধৃতি দেওয়া তার সঠিক ছিল না। **ইয়াওয়ে বলেননি যে আদম ও হবা এই গাছ স্পর্শ করতে পারবে না।** তিনি কেবল বলেছিলেন তারা ঐ গাছ থেকে ফল খেতে পারবে না। সেখানে যে অবস্থা বিরাজিত ছিল তা অপেক্ষা সে ঈশ্বরের বিধিকে আরও কঠিন তৈরী করেছিল। ঈশ্বরের প্রকৃত আজ্ঞাকে কার্য্যকর করতে তার দুর্বলতা হেতু সে শয়তানের প্রতারণাকে আঘাত করতে পারল না। প্রকৃতপক্ষে এটাই ঘটেছিল। সে শয়তান দ্বারা প্রতারিত হলো (১তীমথিয় ২:১৪ পদ দেখুন)। ঈশ্বর যা বলেছিলেন তার অধিকাংশ জানা সত্ত্বেও হবা প্রতারিত হলো। যারা ঈশ্বরের বাক্য জ্ঞাত হওয়ার বিষয়ে অমনোযোগী তাদের সতর্ক করছে। ঈশ্বরের বিধান যা আছে তার থেকে আরও কঠিন করে যারা তৈরী করে এটি তাদের সতর্ক করছে।

৭৬ ঈশ্বরের প্রকৃত আজ্ঞা যা ছিল তার চেয়েও সর্পের উত্তর আরও জোরালো ছিল। সে অতিশয় জোর দিয়ে বলল যে সে মরবে না। সে এমন একজন ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে স্থাপন করল যে সে ঈশ্বরের সমান–বা ঈশ্বর– থেকেও মহান!

৭৭ ঈশ্বরের বিধান অনুসারে, সে আদম ও হবাকে এই আজ্ঞা দিল যে তারা কোনক্রমে মরবে না। এটি ঈশ্বরের প্রেম দ্বারা চালিত ছিল এবং এটি ছিল তাদের মঙ্গলের জন্য। যাহোক, শয়তানের নিয়ম অনুসারে, এই আজ্ঞা সঞ্চালন করতে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন কারণ ছিল। এর কারণ ঈশ্বর স্বার্থপর এবং তিনি চান্ না যে অন্য কেউ তাঁর মত হোক। শয়তান অদ্যাবধি এরূপ করছে।সে ঈশ্বরের কার্য্যধারাকে প্রশ্নবোধক রূপে আখ্যায়িত করল।

৭৮ LXXএ পড়া হয় "তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হবে" (বহুবচন)।

৭৯ এই দৃষ্টিকোণ থেকে, আদম এটা নিশ্চিত করতে পারত যে সর্প হলো শত্রু এবং সর্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে পারত। তাকে উদ্যান "রক্ষার" আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। ঠিক একই ভাবে যাজকগণ পরবর্তীতে সমাগম তাম্বু (এবং পরে মন্দির) থেকে মন্দ দূরে রাখবেন। আদম উদ্যান থেকে মন্দ বিষয় দূরে রেখেছিল। তা সত্ত্বেও আদম তার স্ত্রীকে প্রতারিত হতে অনুমতি দিল। শেষ আদম (যীশু) এরূপ করেননি এবং তিনি এটা করেন না। তিনি শয়তানকে জয় করেছেন যেন তাঁর ভার্য্যা (মন্ডলী) কে সে কখনও প্রতারিত করতে না পারে।

সে[৭০] ঐ নারীকে কহিল,[৭১] "ঈশ্বর কি[৭২] বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা[৭৩] এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না" ?[৭৪] ২ নারী সর্পকে কহিলেন,"আমরা এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলের ফল খাইতে পারি; ৩ কেবল উদ্যানের মধ্যস্থানে যে বৃক্ষ আছে, তাহার ফলের বিষয় ঈশ্বর বলিয়াছেন, 'তোমরা তাহা ভোজন করিও না

---

৭০ নারীর প্রতি শয়তানের কথা বলার ধরণ সমস্ত লোকদের সঙ্গে তার "কথাবলার" প্রতিরূপ। সে সর্বদাই মিথ্যা বলে (আবার, যোহন ৮:৪৪ পদ দেখুন)। এরূপ প্রলোভনের সন্মুখিন হলে খ্রীষ্টিয়ান দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াবে ও অবশ্যই ঈশ্বরের উত্তম বাক্য **জানবে** ঐ বাক্যগুলি **স্মরণ** করবে, আর যখন প্রলোভন আসবে তখন শয়তানকে **প্রতিরোধ** করবে। যাকোব ৪:৭ ও ১ পিতর ৫:৮-৯ পদ দেখুন।

৭১ এটি তাৎপর্য্যপূর্ণ যে সর্প আদম অপেক্ষা বরং হবার সাথেই কথা বলল। এটি হতে পারে যে সে ঈশ্বরের সৃষ্টির গোপন বিরুদ্ধাচরণ করছে। স্মরণ করুন, আদম প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল এবং হবা তার সহকারিনী রূপে সৃষ্টি হয়েছিল। সর্পের বৈশিষ্ট্য হলো ঈশ্বরের আজ্ঞা এড়িয়ে যাওয়ার বিষয় পাঠককে একটি ইঙ্গিত দেয় যে সর্পের মন্দ উদ্দেশ্য ছিল। এটি শয়তানের প্রতিরূপ। ঈশ্বরের উত্তম বাক্যকে নস্যাৎ করতেই সে আনন্দিত হয়।

৭২ শয়তান যখন নারীর সাথে কথা বলছিল তখন কখনও সে ঈশ্বরের নিয়মের নাম (ইয়াওয়ে এলোহিম) ব্যবহার করেনি। পরিবর্তে, সে ঈশ্বরের (এলোহিম) অতি সাধারণ নাম ব্যবহার করেছিল। এটি পাঠকের প্রতি একটি ইঙ্গিত যে সর্প কখনও ঈশ্বরের নিয়মের "বন্ধু" নয়। ঈশ্বরের অতি সাধারণ নাম ব্যবহার করে কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত নাম ব্যবহার করে না, সে এভাবেই নারীকে ঈশ্বর থেকে একটি আবেগময় দুরত্বে রেখে ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলেছিল। এভাবেই শয়তান মানুষকে প্রতারিত করে। মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের নিয়মকে সে ঘৃণা করে এবং সে সব সময় চেষ্টা করে যে কিভাবে এর থেকে মানুষকে দুরে রাখতে পারে। এটি তাৎপর্য্যপূর্ণ যে নারীর উত্তরের মধ্যে সে একই ভাবে ঈশ্বরকে উল্লেখ করেছে। শয়তানের এলোমেলো বক্তব্যের কারণে, বিচারশক্তিতে মানুষ থেকে ঈশ্বরের একটি দুরত্ব তৈরী হয় !

৭৩ এই পদে (এবং নিচের পদে) "তোমরা" বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। শয়তান নারীকে উদ্দেশ্য করে বলছে কিন্তু সে হবা ও আদম উভয়কে উদ্দেশ্য করে বলছে।

৭৪ LXX (হিব্রু মূল ভাষার একটি প্রাচীন গ্রীক অনুবাদ) এ পড়া হয় "ঈশ্বর কেন বললেন, 'তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না"'।

বাইবেলের তৃতীয় অধ্যায়ে পাঠক সর্পের সাক্ষাত পেতে পারেন। বাইবেলের যুগের সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সে ধ্বংস হচ্ছে না। বাইবেলের শুরু ও বাইবেলের সমাপ্তি এর মাঝখানে সর্প তার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তন করেছে। বাইবেলের সমাপ্তিতে সে ভয়ংকর ড্রাগনে পরিণত হয়ে "বৃদ্ধি পেয়েছে"। কেন কিছু কিছু গীতসংহিতায় "সামুদ্রিক দৈত্য" বিজয়ের ঈশ্বরের বাক্যের এই ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে কোন কোন সময় বাইবেলীয় কবিতায় এই ভয়ংকর দৈত্যের বিষয় উল্লেখ করতে গিয়ে "রাহব" নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

৬৮ ২:২৫ পদে "উলঙ্গ" শব্দটি এবং ৩:১ পদে "সর্বাপেক্ষা খল" শব্দটির হিব্রুতে খুবই মিল রয়েছে। এটিকে ইচ্ছাকৃত বলে মনে হয়। এটি আদম ও হবার সরলতা এবং সর্পের ভয়ংকর শঠতার মাঝখানে একটি সংযোগ স্থাপন করেছে। আদম ও হবা শয়তানের শঠতার কাছে সুরক্ষিত ছিল না। তার ইচ্ছা এই যে লোকেরা অবশ্য লজ্জা পরিচ্ছদ দিয়ে ঢেকে রাখবে। যীশুর ইচ্ছা এই যে লোকেরা যাজক ও রাজাদের মত বস্ত্র পরিধান করবে (গীত: ১১০:৩, যিশাইয় ৬১:১০, প্রকাশিত বাক্য ৩:৫, ৪:৪, ৭:৯ ও ৭:১৩ পদ দেখুন)।

৬৯ এই শব্দগুলিতে একটি ভাবার্থ আছে যে **সর্প ঈশ্বর নির্মিত**। এরূপে সর্প অনন্তকালীয় নয় এবং সে ঈশ্বরের সমান নয়। যেহেতু এটি একটি ঘটনার বিবরণ, এবং সবকিছু উত্তম যখন এটি সৃষ্টি হয়েছিল, অবশ্য এমন একটি সময় ছিল যখন সর্প উত্তম ছিল। অর্থাৎ সর্পের একটি **পতন** হলো। বাস্তবিক, কখন, এটা ঘটেছিল? ঘটনাটি কি ছিল যা শয়তানকে পতনের দিকে ধাবিত করেছিল? এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই সময়ে মোশি পাঠকের কাছে এই কাহিনী বলতে উৎসাহিত নন। তিনি লোকদের কাহিনী ও তাদের পতনের কথা বলছেন, সর্পের কাহিনী ও এর পতনের কথা বলছেন না। এটি প্রচারক ও শিক্ষককে বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট করবে যেমন লেখক সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অন্য ভাবে এটি বলা যায় যদি লেখক একটি নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে মনোযোগী না হতেন তবে পাঠকও হবেন না। এই "অজ্ঞাত কাহিনী" কৌতুহলজনক হতে পারে, কিন্তু তারা শাস্ত্রাংশের মূল বিষয় নয়। অন্য একটি উদাহরণ আদিপুস্তক ৬:৪ পদে মোশি নেফিলিমের প্রতি উল্লেখ করেছেন। "তৎকালে পৃথিবীতে মহাবীরগণ ছিল" এগুলি কৌতুহলজনক,কিন্তু এগুলি শাস্ত্রাংশের বিষয় নয়। যদি ওগুলি মূল বিষয় হতো, আমরা ঐ সম্পর্কে আরও অধিক কিছু বলতে পারতাম।

মোশি তার পাঠকদের আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বললেন। প্রত্যেক শাস্ত্রাংশ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উদঘাটন করা ও ঐ বিষয়গুলি প্রকাশ করা প্রচারকের আনন্দ ও কর্তব্য।

আদিপুস্তক ৩[৬৬]

১ সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্ম্মিত[৬৯] ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প[৬৭] সর্বাপেক্ষা খল ছিল।[৬৮]

---

৬৬ প্রথম পাঁচটি পদের ও অর্ধাংশের মধ্যে আদম লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত ছিল। সম্প্রতি উদ্যানে **কৃষিকর্ম্ম** ও **রক্ষণাবেক্ষণর** দায়িত্ব ঈশ্বরের আদেশক্রমে আদমের উপর অর্পিত হয়েছিল, এই সময়ে তার অনুপস্থিতি খুবই অবাক হওয়ার বিষয়। পাঠককে ইতিমধ্যে এটা বলা হয়েছে যে কোন কোন বিষয় ভয়ানক খারাপ ভাবে ঘটেছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে, পাঠক এটা প্রত্যাশা করতে পারেন যে যখন শয়তান হবাকে প্রশ্ন করছিল তখন আদমের কথা বলা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া, পূর্ববর্তী অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে পাঠক এটা প্রত্যাশা করতে পারেন, হবা তার সাহায্যের জন্য আদমের খোঁজ করতে পারত! তারা ত একাঙ্গ! হতে পারে পাঠক সর্পের মিথ্যার সঙ্গে হবার একাকী মল্লযুদ্ধ দেখছে আর আদম তার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে কিছুই করছে না। আদমের প্রতি ঈশ্বরের আজ্ঞার উপর ভিত্তি করে, পাঠক প্রত্যাশা করছেন যে আদম সাহসের সহিত সর্পের মুখোমুখি হতে পারত, তার স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারত, ও উদ্যান রক্ষা করতে পারত। সে এর কোন কিছুই করেনি। আদমের কাপুরুষতার অবাধ্যতার জন্য আজও জগত সেই মূল্য দিয়ে চলেছে।

৬৭ এই সর্প একটি স্বাভাবিক সর্পের চেয়েও অনেক বেশী। তাই সর্প শব্দটির পূর্বে কেন "দি" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এটাই তার কারণ। "দি" শব্দটি বর্ণনা করছে যে মোশি এক বিশেষ সর্পের কথা উল্লেখ করেছেন। বাইবেলের পরবর্তী শাস্ত্রাংশে এটি পরিষ্কার করা হয়েছে, এই সর্প হলো **শয়তান** (বা দিয়াবল)–মন্দ আত্মার একটি ভয়ংকর ক্ষমতা আছে (উদাহরণ স্বরূপ, প্রকাশিত বাক্য ১২:৯ পদ দেখুন)। শয়তান অর্থ "বিপক্ষ"। যীশু বর্ণনা করেছেন যে শয়তান "আদি থেকে নরঘাতক" এবং "মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার আদিপিতা" (যোহন ৮:৪৪ পদ দেখুন)। কিন্তু যেহেতু সর্প সুস্পষ্টভাবে শয়তান, তাকে এই শাস্ত্রাংশে শয়তান বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। পাঠক শয়তানের প্রতিপক্ষ ঠিক একই ভাবে সে সর্প রূপে–আদম ও হবার প্রতিপক্ষ ছিল। সে ভয়ংকর বিপক্ষরূপে উপস্থিত হয়নি। বরং, সে বন্ধুর ভূমিকা নিয়ে হবাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করল। ঈশ্বর ও ঈশ্বরের উত্তম বাক্যের প্রতি শয়তান তার ঘৃণা প্রকাশ করল না। পরিবর্তে, ঈশ্বর যা বলেছিলেন সে সেই "সঠিক" বিষয়গুলি বলল। যে ধারায় শয়তান আদম ও হবার কাছে উপস্থিত হলো সে সকল মানুষের কাছে ঐ একই ধারায় "উপস্থিত" হয়ে থাকে। সে ঈশ্বরের বাক্য ও তাঁর দয়া সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে। এর বাক্যের উপর ভিত্তি করে, আদম ও হবা এটা নিশ্চিত হতে পারে যে সর্প একজন বিপক্ষ। তারা আরও নিশ্চিত হতে পারে যে সে ঈশ্বরের উত্তম বাক্য ভালবাসে না, বিধায়, সে ঈশ্বরের উত্তম বাক্য মান্য করে না। আর এই বিষয়গুলি আজ শয়তানের জন্য সত্য।

আদিপুস্তক ৩

আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় সৃষ্টির কাহিনী ও জগতের কাহিনীর মধ্যে এক চরম সন্ধিকাল। এই অধ্যায়ের মধ্যে, পাঠক সর্পের বিষয় জানতে পারল এবং ঈশ্বরের উত্তম বাক্য ও ঈশ্বরের উত্তম সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ বিকৃত করার বিষয় তার কাছ থেকে শুনল। বাকী শাস্ত্রাংশের মধ্যে বলা বিষয়ের মধ্যে এই সর্প সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যদি এমন হয় পাঠক এই কার্য্যক্ষেত্রের মধ্যে আনীত হন এবং হবার (আদমের প্রকৃত সহকারিনী!) ও সর্পের মধ্যে কথপোকথন শুনেন। তবে পাঠক অবাক হবেন যে কেন আদম একটি কথাও বলল না। পরবর্তীতে পাঠক লক্ষ্য করুন, আদম ও হবা ঈশ্বরের উত্তম আজ্ঞা ঘৃণা ভরে অবজ্ঞা করল ও ফল ভোজন করল। মুহূর্তমধ্যে, সবকিছু পরিবর্তীত হয়ে গেল। আদম ও হবা কিছু জিনিস তৈরী করতে শুরু করল (তাদের নিজেদের বস্ত্র)। তারা ঈশ্বর থেকে লুকালো। আর ঈশ্বর অনন্তকালীয় বিচারক হিসাবে, আদম, হবা ও সর্পের উপর স্বর্গীয় বিচার ঘোষণা করলেন।

এই অধ্যায়ে, পাঠক কেবল দুই জন মানুষ–আদম ও হবাকে "দেখতে" পাচ্ছেন। যাহোক, সেখানে আর এক ব্যক্তি আছে যার বিষয়ে এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ব্যক্তির, আদম ও হবার মত, সর্পের সঙ্গেও চরম শত্রুতা হবে। এই ব্যক্তি, আদম হবার সদৃশ্য নয়, সে সর্পের মিথ্যা কথা শুনবে না। সে সর্পকে পরাজিত করবে। এই ব্যক্তি কবিতার মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছেন। নীচে চরম ভাবে উপস্থাপিত শব্দগুলির প্রতি মনোযোগ করি।

"আর আমি তোমাতে ও নারীতে,

*এবং তোমার বংশে ও **তাহার বংশে** পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব ;*

সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে,

*এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে।" **আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ***

কে এই সর্পের মস্তক চূর্ণকারী ভবিষ্যৎ যোদ্ধা? এই অধ্যায়ে, এই ভবিষ্যৎ যোদ্ধা যিনি সর্পের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তিনি নারীর **বংশধর**রূপে উল্লেখিত হয়েছেন। পুরাতন নিয়মে পরবর্তী শাস্ত্রাংশে আরও সুস্পষ্টভাবে এই বংশধর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ **বংশধর** শব্দটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রাংশে ব্যবহৃত হয়েছে। ভাববাদীগণ যারা পুরাতন নিয়মের মধ্যে লিখেছিলেন তারা এই **বংশধরের** আগমনের জন্য গভীর আগ্রহের সাথে অপেক্ষারত ছিলেন। কখন সর্প পরাজিত হবে? নূতন নিয়মের পাঠকগণ জ্ঞাত আছেন যে আদিপুস্তক ৩:১৫ পদে প্রথম বর্ণীত "বংশধর" ইতিমধ্যে এসে গেছেন। তাঁর নাম যীশু। যেহেতু যীশু ইতিমধ্যে সর্পকে (শয়তানকে) পরাজিত করেছেন, শয়তানের ধ্বংস প্রকাশিত রূপে দেখা যাবে না যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশিত বাক্য ২০:১০ পদে বর্ণীত ঘটনা বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেই দিন পর্য্যন্ত, প্রভু যীশুর বিশ্বাসীগণ শয়তানের কারণে নির্যাতীত হতে থাকবে।

আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে,[৬১] এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে।[৬২] ২৫ ঐ সময়ে আদম
ও তাঁহার স্ত্রী[৬৩] উভয়ে উলঙ্গ থাকিতেন,[৬৪] আর তাহাদের লজ্জা বোধ ছিল না।[৬৫]

---

৬১ "আসক্ত" শব্দটির অনুবাদ ব্যবহার করা হয়েছে ঈশ্বরের সাথে মানুষের সম্পর্ক কেমন হবে সেই বিষয়ে (উদাহরণ স্বরূপ, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৪, ১০:২০, ১১:২২, ১৩:৪, ও ৩০:২০ পদ দেখুন)।

৬২ এই পদে, মোশি কাহিনীটির বিস্তারিত বর্ণনা দেননি সুতরাং তিনি তার পাঠকদের বিবাহ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে পারেন। বাইবেলে আদম ও হবার চেয়ে অন্য লোকদের প্রতি এই প্রথম সরাসরি নির্দেশনা! এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে মোশি লোকদের শিক্ষা দিতে এই শব্দগুলি লিখেছিলেন যারা **পতিত** হওয়ার পর জীবিত আছে (পন্ডিতগণ আদম হবার পাপে পতিত হওয়ার প্রতি নির্দেশ করেছেন যা জগৎ ব্যাপী পাপ ও মৃত্যুর দিকে চালিত করছে)। এই শব্দগুলি দ্বারা মোশি প্রকাশ করেছেন যে, যদিও মানুষ পাপ করেছে এবং এদনের উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছে, পতিত হওয়ার পূর্বে বিবাহ এর কোন গুরুত্ব হারায়নি! এটি প্রকাশ করছে যে আদমকে একজন সহকারিনী দিতে যে আশীর্ব্বাদ করা হয়েছিল তা প্রত্যেক নর ও নারীর মধ্যে বিবাহ চিরস্থায়ী করা হয়েছে। স্বামীর প্রতি স্ত্রী একটি উপহার স্বরূপ যেন তারা একাঙ্গ হয় এবং ঈশ্বরীয় সাদৃশ্য নিয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করে সমস্ত পৃথিবী পরিপূর্ণ করে। বস্তুতঃ বিবাহ একই অর্থ প্রকাশ করছে যে আদিপুস্তক ১:২৬-২৮ পদে মানুষের প্রতি প্রদত্ত প্রকৃত বিশেষ কার্য্য পূর্ণতা সাধন করা প্রয়োজন।

এই শাস্ত্রাংশের ধারণার গুরুত্ব ব্যাপক। কয়েকটি জটিল এলাকায় খ্রীষ্টিয়ানদের চিন্তাভাবনার উপর ভিত্তি করে এই পদগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম, ঈশ্বরের লোকেরা কিভাবে বিবাহ ও স্ত্রী ত্যাগ সম্পর্কে চিন্তা করে এ বিষয়ে যীশু কর্তৃক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে (মথি ১৯:৩-১২ ও মার্ক ১০:২-১২ পদ দেখুন)। দ্বিতীয়, একটি নির্দেশিকা সহ খ্রীষ্টিয়ানদের পূর্ব হতে সতর্ক করতে পৌল কর্তৃক এই শাস্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়েছিল যেন তারা উচিত ও অনুচিত যৌন সম্পর্কের বিষয় বুঝতে পারে (১করিন্থীয় ৬:১২-২০ পদ দেখুন)। তৃতীয়, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বিবাহিত জীবনে কিরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হবে সেই বিষয়ে কথা বলতে পৌল এই শাস্ত্রাংশ ব্যবহার করেছেন (ইফিষীয় ৫:২২-২৩ পদ দেখুন)। চতুর্থ, মন্ডলীর গঠন সম্পর্কে একটি ধারণা দিতে পৌল এই শাস্ত্রাংশ ব্যবহার করেছেন (১তীমথিয় ২:১১-১৫ পদ দেখুন)।

৬৩ এটি অদ্ভুত বলে মনে হয় যে এই অধ্যায়ে নারীর নাম উল্লেখ করা হয়নি। এটি একটি নামের অধ্যায়ের (আদম সব প্রাণীদের নাম রেখেছিলেন)! ৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত নারীর নাম "স্থগিত" ছিল। তার নাম স্থগিত হওয়ার কারণ তার নির্ম্মাণ না হওয়া, এর পর তার নাম রাখা হয়।

৬৪ ৩:৩ পদে শব্দটি নিপুণভাবে অনুবাদ করা হয়েছে।

৬৫ এটা একটি ভবিষ্যতের আভাষের উদাহরণ। পরবর্তী অধ্যায়টি আদম হবার **উলঙ্গতা** ও **লজ্জার** উপর কেন্দ্রীভুত। এই পদটি ঘটনার বিবরণের জন্য পাঠককে প্রস্তুত করে যা ৩ অধ্যায়ে অবস্থিত।

কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন।"[৬০]
২৪ এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া

---

৬০ শাস্ত্রলিপিতে এই কবিতায় মানুষের প্রথম বক্তব্য লিখিত হয়েছে। যেহেতু তার শ্রোতাগণের নাম লিখিত নাই, এটা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে আদম ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলছেন। এই ঘটনার বিবরণ উপস্থাপন করার কারণ আদম "ইনি" রূপে নারীকে উল্লেখ করলেন। একমাত্র তিনিই যার বিষয় আদম কথা বলছেন। আদম শুধু নারীর সাথে কথা বলছেন না। এই শব্দগুলিতে এটা বুঝা যায়, আদমের বিবাহেতে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা আছে! তিনি স্পষ্টভাবে বললেন যে (হবা নাম রাখার পর) তার সঙ্গে সে এক হবে। তাঁর বাক্য এই অর্থ প্রকাশ করছে যে তার সঙ্গে একাঙ্গ রূপে প্রয়োজনীয় সব কিছু করতে সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

এই কবিতায়, কিভাবে প্রথম বিবরণ উল্লেখ করা হলো ("অস্থির অস্থি") তথ্যের দ্বিতীয় বিবরণে পুনরুক্তি করা হলো ("মাংসের মাংস")। আবার, একে সাদৃশ্য বলা হয়। সাদৃশ্য হলো হিব্রু কবিতায় আদর্শস্বরূপ। হিব্রু কবিতায় তথ্যের দ্বিতীয় বিবরণে (কোন কোন সময় পন্ডিতদের দ্বারা স্তবক বলা হয়) সাধারণত তথ্যোর প্রথম বিবরণ (পুনরায়, স্তবক) অপেক্ষা বেশী পুনরুক্তি করা হয়। এটি আরও শক্তিশালী, তীব্রতর হয় অথবা কোন কোন ভাবে প্রথম বিবরণকে যুক্ত করে। আদিপুস্তক ২:২৩ পদের দ্বিতীয় স্তবকে কি যুক্ত হয়েছে? প্রথম, "অস্থির অস্থি" থেকে "মাংসের মাংস" ক্রমবৃদ্ধি হয়েছে, সেখানে আভ্যান্তরিক কাঠামোগত আকৃতি থেকে বাইরের ত্বকে স্পষ্টভাবেই ক্রমবৃদ্ধি হচ্ছে। কিন্তু আমরা কি সকল ক্রমবৃদ্ধি এখানে দেখতে পাচ্ছি? এটা নিশ্চিতভাবে জানা কঠিন। গদ্য অপেক্ষা কবিতা পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা খুবই কঠিন। কিন্তু কবিতার ঐ অংশটি সুন্দর। কাব্যিক কাঠামো যা বলা হচ্ছে তা পাঠককে থামতে ও চিন্তা করতে বাধ্য করে। এই স্তবকগুলিতে, কবি (আদম) তার স্ত্রীর অব্যক্তিক কাঠামোগত আকার থেকে সরে এসে তার ত্বক (মাংস) সম্পর্কে অধিক ব্যক্তিক কোন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। অস্থি শক্ত। তবে মাংস নরম ও নমনীয়। এটি অস্থি নয় যে আমরা অন্য ব্যক্তিতে আকর্ষণীয় কিছু দেখতে পাব কিন্তু মাংসে সেটি পাব। আমরা অস্থি দিয়ে অন্য ব্যক্তিকে সনাক্ত করতে পারি না কিন্তু আমরা তাদের মাংস দ্বারা তাদের সনাক্ত করতে পারি। খুব সম্ভবতঃ এখানে বলা হয়েছে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আদম কি তার আকর্ষণের প্রতি দ্বিতীয় স্তবকে তার স্ত্রীর আবেগময় অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করতে পারতেন ?), কিন্তু এতে মনোযোগ করা আবশ্যক যে সেখানে দুটি স্তবকের মধ্যে নিশ্চিতভাবে ক্রমবৃদ্ধি বা তীব্রতর হওয়ার কিছু সমতা রয়েছে।

যেহেতু এই কবিতা নারীর সম্মান প্রদর্শন করছে, এটি প্রাণীদের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে, কারণ তাদের ও হবার মধ্যে একটা তুলনা করা হয়েছে। হবা এই কবিতায় "ইনি"। যদিও এমনকি কবিতায় তাদের নাম বলা হয়নি, তবে তাদের "সেই" বলে হবার সাথে তুলনা করা হয়েছে। প্রাণীগণ আমাদের দত্ত সাহায্যের বিষয় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন আমরা একটি সৃষ্টিকে দেখি, আমরা অবশ্যই গুণকীর্ত্তন করব যে তারা ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু আমরা অবশ্যই গুণকীর্ত্তন করব যে আমাদের সাহায্য দত্ত হয়েছে যা অধিকতর দূরবর্তী!

এবার[৫৯] [হইয়াছে]; ইনি আমার অস্থির অস্থি
ও মাংসের মাংস;
ইহাঁর নাম নারী হইবে,

---

৫৯ যেহেতু ESV তে এটি সহজবোধ্য নয়, তবে "এবার" শব্দটি কবিতার সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে (ESV তে কেবল মাত্র একটি "এবার" ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঐ "এবার" সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়নি তবে এটি হিব্রুতে ব্যবহৃত হয়েছে)। "এবার" হলো কবিতার প্রথম শব্দ, "এবার" হলো তৃতীয় স্তবকের প্রথম শব্দ, এবং "এবার" হলো কবিতার শেষ শব্দ। এখানে হিব্রু অনুবাদটি যথাযথ নয়।

> *"এই বার, ইনি আমার অস্থির অস্থি*
> *ও মাংসের মাংস।*
> *ইহার নাম নারী হইবে*
> *কেননা ইনি নর হইতে গৃহিত হইয়াছেন–**ইনি** নারী।"*

যদি এমন হতো আদম নারীর পাশে দাঁড়াত ও বলত, "অবশেষে! ঐ সকল অন্যান্য ঘটনার পর যখন প্রাণীদের আমার সাক্ষাতে আনা হয়েছিল এবং আমি আমার সহকারিনী রূপে কাউকেই দেখতে পাইনি, **এবার** আমার অনুরূপ একজন সহকারিনী আমাকে দত্ত হয়েছে! **ইনি** নারী বলে আখ্যাত হবেন, কারণ **ইনি** নর থেকে গৃহীত হয়েছেন!" **এবার** শব্দটি এই কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম, এটি বিভিন্ন সময়ে তুলনামূলক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে: "এবার" (অন্যান্য সময়ের বিরোধী স্বরূপ), দ্বিতীয়, অন্যান্য সৃষ্টির কাছে নারী রূপে প্রকাশিত হবে ("ইনি নারী রূপে আখ্যাত হবেন)। তৃতীয়, কেন তিনি নারী রূপে আখ্যাত হবেন তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে–কারণ "ইনি নর হতে গৃহীত হয়েছেন" (ঐ সকল প্রাণীগণ বিরোধী হবে যারা নর হতে গৃহীত হয়নি)।

২১ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলে তিনি নিদ্রিত হইলেন; আর তিনি তাঁহার একখান পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পুরাইলেন।[৫৭] ২২ সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকটে আনিলেন।[৫৮] ২৩ তখন আদম কহিলেন,

---

৫৭ প্রেরিত পৌল এই শাস্ত্রাংশ ব্যবহার করে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বিবাহিত সম্পর্ক কেমন হবে সে বিষয়ে এবং খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর সম্বন্ধ সম্পর্কে কথা বলেছেন (ইফিষীয় ৫:২২-২৩ পদ দেখুন)। সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, আদিপুস্তকের এই শাস্ত্রাংশ কখনও বিশেষভাবে খ্রীষ্ট বা মন্ডলীকে নির্দেশ করেনি। যাহোক, এটি বিবাহের জন্য ঈশ্বরের দৃঢ়সংকল্পের কথা বলছে। আদমের নিরূপিত দায়িত্ব পূর্ণতা সাধন করতে একজন সহকারিনী প্রয়োজন ! প্রথম আদমের হবা–ছিল তার ভার্য্যা। তাদের বিবাহের বিষয় আদিপুস্তক ২ অধ্যায় লিখিত আছে। খ্রীষ্ট, শেষ আদম স্বরূপ, মন্ডলী–তাঁর ভার্য্যা। তাদের বিবাহের বিষয় অনেক অনেক শাস্ত্রলিপিতে লিখিত আছে। ঠিক একই ভাবে আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে আদম "গভীর নিদ্রায় মগ্ন" হলেন আর স্ত্রীলোকটিকে তার কাছে নিয়ে আসা হলো, তদ্রূপ খ্রীষ্ট "গভীর নিদ্রায় মগ্ন" ছিলেন (অর্থাৎ "মৃত") ও মন্ডলীকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হলো। ঠিক একই ভাবে হবা আদমের সহকারিনী রূপে তার ভূমিকা পালনে কঠোর মনোযোগী হয়েছিলেন, খ্রীষ্টের ভার্য্যারূপে, মন্ডলী, তাঁর সহকারিনী রূপে অবশ্যই তার ভূমিকা পালনে কঠোর মনোযোগী হবে।

৫৮ ঘটনার বিবরণে প্রেরিত পৌল মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করেছেন যে "প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল" (১তীমথিয় ২:১৩ পদ)। পৌলের বিবরণ অনুসারে এই অদ্ভুত কার্য্যবলীর গুরুত্ব মন্ডলীতে বিদ্যমান আছে। সৃষ্টির অন্যতম কারণের বিষয় পৌল বললেন, "নারী সম্পূর্ণ বশ্যতাপূর্বক মৌনভাবে শিক্ষা করুক। আমি উপদেশ দিবার কিম্বা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করিবার অনুমতি নারীকে দিই না, কিন্তু মৌনভাবে থাকিতে বলি (১তিমথীয় ২:১১-১২ পদ)। তাঁর পরবর্তী বাক্যগুলি হলো, "প্রথমে আদমকে, পরে হবাকে নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল"। এভাবেই, আদিপুস্তকের এই পদগুলি থেকে পৌল কিভাবে মন্ডলী সংক্রান্ত বিষয়ে আপস নিষ্পত্তি সাধন করলেন! এটা বুঝতে পারা গুরুত্বপূর্ণ যে সৃষ্টির বিষয়গুলি (আর, এভাবে, মন্ডলীতে প্রতিফলিত হবে) এমন কোন বিষয় নয় যে আদম ও হবার পাপে পতনের পর ঘটেছিল। বরং, এটা তাদের পাপে পতনের পূর্বে ঘটেছিল! অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্টির কোন কিছু অবজ্ঞা বা ঘৃণার বিষয় নয়। বস্তুতঃ সব কিছুই তাঁর উত্তম দানের সদৃশ্য, এটি আগ্রহের সাথে গ্রহণ করা আবশ্যক।

তাহার নিকটে আনিলেন,[৫৫] তাহাতে আদম যে সজীব প্রাণীর যে নাম রাখিলেন, তাহার সেই নাম হইল। ২০ আদম যাবতীয় গ্রাম্য পশুর ও খেচর পক্ষীর ও যাবতীয় বন্য পশুর নাম রাখিলেন, কিন্তু মানুষ্যের জন্য তাঁহার অনুরূপ সহকারিণী পাওয়া গেল না।[৫৬]

---

৫৫ পদগুলি ঈশ্বরের সৃষ্টি সম্পর্কিত এবং আদমের জন্য সহকরিনী নির্ম্মাণ করতে ও ঈশ্বরের সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে প্রাণীগুলিকে আদমের কাছে আনলেন (২:১৮-২৫ পদ)। প্রাণীগুলি এই নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদের মূল বিষয় নয়। এই সমুদয় পরিচ্ছেদের মধ্যে মূল বিষয় হলো সহকারিনী। এর সুস্পষ্ট কারণ সহকারিনীর বর্ণনা দিয়েই এই পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে (২:১৮), এবং সহকারিনীর বর্ণনা দিয়েই এটি সমাপ্ত হয়েছে (২:২০-২৫)। এই এক জোড়া অবলম্বন সহকারিনীর উপর কেন্দ্রীভুত হওয়াতে (সাহিত্য বিষয়ক কার্য্যক্রমে এটি একটি **মোড়ক**রূপে আখ্যায়িত) এটি নিশ্চিত প্রমাণ করছে যে সম্পূর্ণ পরিচ্ছেদটি আদমের সহকারিনী সম্পর্কে উপস্থাপিত। অনুভুতি দ্বারা এটা বুঝা যায় প্রাণীগণ পক্ষ সমর্থনকারী অভিনেতা, যাদের "কৃতিত্ব" অর্থাৎ নাটকে–সহকারিনীর মূল চরিত্রের প্রতি অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করা। প্রানীদের দীর্ঘ বর্ণনা আদমের কাছে আনীত হওয়ায় সহকারিনীর বিষয়টি বিলম্বে উপস্থিত হলো। আমরা, পাঠকগণ হিসাবে, বাস্তবিক বিশেষ সহকারিনীর জন্য আদমের সঙ্গে অপেক্ষা করতে বাধ্য যা ঈশ্বর আদমের জন্য সংকল্প করেছেন। আমরা আদমের সঙ্গে প্রত্যেক প্রাণীর বিষয় চিন্তা করি। আমরা তাদের অদ্বিতীয়ত্ব দেখে আশ্চর্য্য হই। কিন্তু, আদমের মত, সহকারিনী হিসাবে তাদের প্রত্যাখান করি কারণ ১৮ পদের বর্ণনা মতে তারা সহকারিনী হতে পারে না। প্রাণীগণ তাদের সমস্ত মহত্বতা নিয়ে সহকারিনীর অনুপম মহত্বতার প্রতি আরও অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে। আদমের "তার জন্য অনুরূপ" কোন কিছু প্রয়োজন। যদিও এমনকি প্রাণীগণ মহান ও অনুপম, তথাপি তারা "তার জন্য অনুরূপ" নয়। তারা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্ম্মিত হয়নি। মানুষ প্রাণীগণের নাম অনুমোদন করল। ঈশ্বর সদয় হয়ে পৃথিবীতে তাঁর শাসনকার্য্যে মানুষের সঙ্গে অংশগ্রহণ করা তাঁর মহানুভবতার প্রকাশ। আবার, তিনি অত্যন্ত দয়ালু। এটি তাৎপর্য্যপূর্ণ যে যীশু, নূতন নিয়মে শেষ আদম রূপে আখ্যায়িত, তিনি লোকের নাম দিলেন (দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, যোহন ১:৪২ পদ)।

৫৬ পশুগণ, এমনকি আজও, মহান কাজের স্মারক বস্তু যা মানুষকে দেওয়া হয়েছে। যখন আমরা পশুর বিষয় চিন্তা করি যে আমাদেরকে দত্ত বিশেষ কাজে পূর্ণতা সাধন করতে তারা সাহায্য করতে পারে না। তারা একটি স্মারক বস্তু যা বিবাহোৎসবে প্রাচুর্য্য রূপে প্রয়োজন এবং যা ঈশ্বর মানুষকে একটি বিশেষ দায়িত্ব রূপে দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণতা সাধিত হবে। এই বিশেষ কার্য্যের পূর্ণতা সাধন করা প্রাণীগণের দায়িত্ব নয়।

আমি তাহার জন্য[৫৪] তাহার অনুরূপ সহকারিণী[৫৩] নির্ম্মাণ করি।[৫২] ১৯ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকা হইতে সকল বন্য পশু ও আকাশের সকল পক্ষী নির্ম্মাণ করিলেন; পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন, তাহা জানিতে সেই সকলকে

---

৫২ সেপ্টুয়াজিন্টে (আবার, কখনও কখনও প্রাচীন গ্রীক অনুবাদ LXX রূপে আখ্যায়িত হয়) পড়া হয়, "আমরা নির্ম্মাণ করব"। এখানে ১:২৬-২৮ পদ ঈশ্বরের বাক্যগুলিকে এটি সংযুক্ত করেছে।

৫৩ **সহকারিনী** শব্দটি এই অর্থ করছে না যে সে নিকৃষ্টতর। এতে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যে একই শব্দ (বা একই শব্দের সঙ্গে সম্পৃক্ত) ইস্রায়েলের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক বর্ণনা করতে তাঁর দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল (আদিপুস্তক ৪৯:২৫, যাত্রাপুস্তক ১৮:৪, দ্বিতীয় বিবরণ ৩৩:২৯, ১শমুয়েল ৭:১২, যিশাইয় ৪১:১০, ৪১:১৩, ৪৪:২, ৪৯:৮, ৫০:৭, ও ৫০:৯)। ঠিক একই ভাবে বলা যায় ঈশ্বর ইস্রায়েলকে নিকৃষ্টতর বলেননি, সুতরাং স্বামীর কাছে স্ত্রী নিকৃষ্টতর নয়। বরং সে একজন শক্তিশালী সহকারী রূপে আনীত হলো যেন মানুষের জন্য প্রত্যাদেশক্রমে প্রাপ্ত সকল বাক্য যথাযথভাবে পূর্ণতা সাধিত হয়।

৫৪ সহকারিনীর ধারণাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি ২০ পদে পুনরুক্ত হওয়ার কারণে পরিষ্কার হয়েছে। সংজ্ঞাটি এমন যে একজন সহকারিনীকে একজন ব্যক্তি থেকে ভিন্ন কোন কাজের ভার দেওয়া হয়নি। বরং, সহকারিণী একই কাজে সাহায্য করবে। আবার, কেন মানুষের জন্য একজন সহকারিনীর অভাব থাকা "ভাল নয়" হলো? এখানে অন্ততঃ দুটি কারণ উল্লেখ করা যায়। **প্রথম,** এটি একটি নিদর্শন যে মানুষের সহভাগিতা প্রয়োজন। সে একাকী থাকার জন্য সৃষ্ট হয়নি। সৃষ্টবস্তু ত্রিত্ব ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হওয়াতে, একই সাদৃশ্যে সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে সহভাগিতা প্রয়োজন যেন সকল মানুষের আনন্দ হয়। **দ্বিতীয়,** কার্য্যের ভারের কারণে কারো সাহায্য ব্যতীত মানুষের জন্য নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পাদন করা কঠিন। উল্লেখ্য যে মানুষের জন্য সহকারিনী নির্ম্মাণ করতে গিয়ে ঈশ্বর বললেন "তাহার অনুরূপ"। হিব্রু গ্রন্থে (মাঝে মাঝে MT রূপে আখ্যায়িত) এরূপ পড়া হয়, "তাহার সন্মুখে" বা "তাহার বিপরীতে"। ধারণাটি এমন হতে পারে বলে মনে হয় যে কোন ব্যক্তি"উপায় অবলম্বন করতে" ভিন্ন কোন স্থান থেকে যে কারও সাহায্যে ভিন্ন উপহার ও সামর্থ্য আনায়ন করতে পারে যেন তার নির্ধারিত কার্য্য সফলতার সাথে সাধিত হতে পারে। বাস্তবিক এটি একটি মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ উপহার!

কেননা যেদিন তাহার ফল খাইবে, সেই দিন মরিবেই মরিবে।”[৫০]

১৮ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়,[৫১]

---

৫০ যেহেতু ২:১১-১২ পদে স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথরকে মূল্যবান রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, মানব জাতির প্রতি এই অধ্যায়ে ঈশ্বরের মধুর বাক্য আরও অধিক মূল্যবান (গীত: ১৯:৯-১১ পদ দেখুন)। স্বর্ণ একাকী জীবিত থাকতে পারে না। যাহোক, এটি ঈশ্বরের বাক্যেই সম্ভব। ঈশ্বরের বাক্য এখানে নির্দয়তার প্রতীক নয়। তাঁর বাক্যগুলি আদম ও হবার জীবনে প্রতিজ্ঞাত মহা অনুগ্রহের দান। ফলতঃ পাপ মৃত্যুর কারণ, রোমীয় ৬:২৩ ও ইফিষীয় ২:১-৩ পদ দেখুন।

৫১ ১:১-২:৩, ঈশ্বর সাত বার বললেন যে সে সকল উত্তম। এই প্রথম বার ঈশ্বর বললেন যে সে সকল ভাল নয়। মানুষের জন্য একাকী থাকা ভাল নয় কারণ মানুষ ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রতিমুর্ত্তিতে নির্ম্মিত হয়েছিল (আদিপুস্তক ১:২৬-২৮ পদ দেখুন)। অর্থাৎ মানুষ সহভাগিতা করার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। দ্বিতীয় কারণ হলো আদমকে যে কার্য্য দেওয়া হয়েছিল তা তে তার একাকীত্ব জীবন ভাল ছিল না। এই একাকীত্ব জীবন তার জন্য কষ্টকর ছিল। এই কারণ ঈশ্বর বললেন, “আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ **সহকারিনী** নির্ম্মাণ করি”। মানুষকে প্রদত্ত কাজের পূর্ণতা সাধনের জন্য তার সাহায্য প্রয়োজন। যদি তার এই কাজে তাকে কেউ সাহায্য না করে তবে এটি ভাল নয়।

১৬ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে এই আজ্ঞা দিলেন, তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও;[৪৮] ১৭ কিন্তু সদসদ্-জ্ঞানদায়ক যে বৃক্ষ, তাহার ফল ভোজন করিও না,[৪৯]

---

৪৮ ঈশ্বর যে কোন ভাবে মনুষ্য জাতিকে সীমাবদ্ধ করেননি। তিনি খুবই দয়ালু। আদম ও হবাকে শয়তান প্রলোভিত করেছিল, সে তাদেরকে ঈশ্বরের মহত্ত্বতা ও দয়ার বিষয়ে সন্দেহ করাতে চেষ্টা করেছিল (আদিপুস্তক ৩:১ পদ দেখুন)। সে তাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছিল যে ঈশ্বর তাদের থেকে উত্তম কিছু বিষয় লুকিয়ে রেখেছেন।

৪৯ সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষটি একটি মন্দ বৃক্ষ ছিল না। এটাও ঈশ্বরের বাকী সৃষ্টির মত "অতি উত্তম" ছিল (আদিপুস্তক ১:৩১ পদ দেখুন)। যাহোক, বৃক্ষটির অপব্যবহার করাতে ওটা মন্দ হলো। উদ্যানে অসম অন্য প্রত্যেকটি বৃক্ষের মত, ঈশ্বর এই বৃক্ষের ফল খেতে আদমকে অনুমতি দেননি। এই বৃক্ষের সদসদ্-জ্ঞানের "দান" (ফল দ্বারা চিত্রিত করা) আদমের কাছে অপ্রাসঙ্গিক ছিল। অন্য দিকে, "সদসদ্-জ্ঞান" আদমের ভিতরে বাস করছিল না। যাহোক, এটা ঈশ্বরের ভিতরে বাস করছিল (আদিপুস্তক ৩:২২ পদে ঈশ্বরের বাক্য দেখুন)! মনে হয়, "সদসদ্-জ্ঞান শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে ২শমুয়েল ১৪:১৭ পদে এটি ব্যবহার করা হয়েছে, অন্যভাবে "সদসদ্-জ্ঞানের" বিষয় বলা যায় "সদসদ্-জ্ঞানের **সংকল্প**"। যদি এটিই ঘটনার বিবরণ হয় তবে এটি বিচার সংক্রান্ত বিষয়। অন্য দিকে, যেহেতু আদম এই বৃক্ষের ফল ভোজন করেছিল, সেহেতু এটি ছিল ঈশ্বরের কাছ থেকে বিচারের ক্ষমতা তার কাছে নিয়ে নেওয়ার নিদর্শন, এবং এর পরিবর্তে, একজন দেবতার মত, ভাল বা মন্দ কি তা নিজের মত করে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করল। এভাবে, বৃক্ষটির ফল "দেবতা-তুল্য" ক্ষমতা দিয়েছিল তাদের যারা এর ফল খেয়েছিল। যারা এটি খেয়েছিল তারা "ঈশ্বরতুল্য" হয়েছিল (আদিপুস্তক ৩:২২)। ফলটি আদম ভোজন না করত। তবে সে (হবা ও তাদের সমস্ত বংশধরগণ সহ) এই দেবতা-তুল্য ক্ষমতা প্রত্যাখান করে আনন্দের সাথে তার জীবন যাপন করতে পারত। তাহলে আদম ও তার অনুসারী প্রত্যেকে, ঈশ্বরের সুবিচারে চিরতরে বিশ্বাস করতে পারত।

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে শেষ আদম, খ্রীষ্ট, ঈশ্বর কর্তৃক তাঁর উপরে সকল বিচার করবার দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে (যোহন ৫:২২-২৭ পদ দেখুন)।

২:১৬-১৭ পদে আদেশটি একাকী আদমকে দেওয়া হয়েছিল। এটি সুস্পষ্ট কারণ, হিব্রু মূল গ্রন্থে এই পদগুলিতে একবচনে তিন বার "তুমি" ব্যবহার করা হয়েছে (কৌতুহলজনকভাবে, প্রাচীন গ্রীক অনুবাদে ১৭ পদে তুমি এর বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে)। যাহোক, হবা সৃষ্টি হওয়ার পরে, হবাকে আদম কয়েকবার এই আদেশটির কথা বলেছিল এবং সে তাকে এই আদেশটি পালন করবার প্রয়োজনের বিষয় বলেছিল। এটি সুস্পষ্ট যে, ৩:৩ পদে যখন হবা এই আদেশটি পুনরুক্ত করল, সে "তুমি" এর বহুবচন রূপ ব্যবহার করল। আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে হবার কথাগুলি সুস্পষ্ট যে আদম ঈশ্বর থেকে গ্রহণ করে আদেশটির বিষয় তাকে বলেছে এবং সে বুঝেছিল যে তাকে প্রদত্ত আদেশটি যেন সে তার স্ত্রীকে ও তার বংশধরদের কাছে উপস্থাপন করে।

এটি যথাযথ যে আদেশটি একাকী আদমকে দেওয়া হয়েছিল, তার বাধ্যতার (বা অবাধ্যতা) কারণে সকল লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করবে। ঠিক একই ভাবে, শেষ আদম (যীশুর) এর বাধ্যতা সকল লোকের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। রোমীয় ৫:১২-২১ পদ দেখুন।

১৩ দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন; ইহা সমস্ত কূশ দেশ বেষ্টন করে। ১৪ তৃতীয় নদীর নাম হিদ্দেকল, ইহা অশূরিয়া দেশের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হয়। চতুর্থ নদী ফরাৎ। ১৫ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া এদনস্থ উদ্যানের কৃষিকর্ম্ম ও রক্ষার্থে তথায় রাখিলেন।[৪৭]

---

৪৭ উদ্যানের সতেজতা কৃষিকর্ম্ম, মহত্ব ও ঈশ্বরের সহানুভুতির উপর নির্ভর করে। এটা মানুষের বাধ্যতা, বিশ্বস্ততা, ও শৌর্য্যের উপরও নির্ভর করে। তিনি উদ্যানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য করবার জন্য দিলেন। তিনি উদ্যানে "কৃষিকর্ম্ম" করবেন সুতরাং এর উন্নতি হবে এবং তিনি উদ্যান "রক্ষা" করবেন সুতরাং এটি কলুষিত হবে না। এভাবেই, তিনি উদ্যানের মধ্যে জীবিত সবকিছুই রক্ষা করবেন। আদিপুস্তক ২:১৫ পদে **"রক্ষা"** শব্দটির ব্যাখ্যা আদিপুস্তক ৩:২৪ পদে করূবের পক্ষে ব্যবহৃত হয়েছে যিনি "জীবনবৃক্ষের পথ **পাহারা** দিতে" উদ্যানের প্রবেশ পথে নিয়োজিত ছিলেন। অন্য দিকে, উদ্যান **পাহারা** দেওয়া ছিল আদমের কাজ। তিনি এটাকে পবিত্র রূপে **রক্ষা** করতে পারেন। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ২:১৫ পদে **"রক্ষা"** শব্দটির ব্যাখ্যা পরবর্তীতে মন্দিরে যাজকদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গণনাপুস্তক ৩:১০ ও ৩:৩৮ পদ দেখুন)। মোশি, হারোণ ও তার পুত্রগণ "ইস্রায়েল জাতি রক্ষার্থে এর পবিত্র স্থানের **পাহারারত** ছিলেন। বাইরের যে কোন স্থান থেকে কেউ এর নিকটে আসলে সে হত হবে"। ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি এদনের উদ্যান ও মন্দিরের মধ্যে অনেক সমান্তরাল বিষয় রয়েছে। ঠিক একই ভাবে "বহিরাগতদের" থেকে মন্দির রক্ষণার্থে যাজকগণ নিয়োজিত ছিলেন, তদ্রূপ "বহিরাগতদের" থেকে উদ্যান রক্ষার্থে আদম নিয়োজিত ছিলেন। যাহোক, আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে আমরা পড়েছি এক জন বহিরাগত (সর্প) উদ্যানের মধ্যে এসেছিল। গণনাপুস্তকে যাজকদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে, এটা পরিষ্কার যে আদম সর্পকে হত্যা করবার চেষ্টা করতে পারত কারণ সর্প ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ওকালতি করেছিল। এটি করার দ্বারা সে উদ্যান **রক্ষা** করতে পারত। কিন্তু আদম তা করেনি। উদ্যান **রক্ষার** পরিবর্তে, সে সর্পকে উদ্যানে কাজ করবার অনুমতি দিয়েছিল! আদম উদ্যান **রক্ষার** যাজকীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। শেষ আদম, প্রভু যীশু, এই কার্য্যে ব্যর্থ হননি। তাছাড়া, তিনি শয়তানের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন ও তাকে পরাজিত করেছিলেন। যীশু এখন ঈশ্বরের উদ্যানে (মন্ডলীতে) **কৃষিকর্ম্ম** করছেন ও **রক্ষা** করছেন! আর আমরা তাঁর সাথে কাজ করছি, কাজ এখনও শেষ হয়নি। শয়তান খ্রীষ্টের দ্বারা পরাজিত হয়েছে, কিন্তু সে খুবই বিপদজনক। সে সর্পের মত মারাত্মক আহত, সে পরাভুত (প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায় দেখুন)। খ্রীষ্টিয়ানগণ খ্রীষ্টের বিজয়ে অংশগ্রহণ করে, আমরাও ঈশ্বরের স্থানের **কার্য্যও রক্ষা** করার বিষয়ে অংশ গ্রহণ করি। এই দু'টি কার্য্যের একটিও আমরা অবহেলা করতে পারি না। স্থানীয় মন্ডলীগুলির পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের গীর্জাঘরের **কার্য্য করা** ও **রক্ষণাবেক্ষণ** করা প্রয়োজন যা ঈশ্বর কর্তৃক বিশ্বাস করে অর্পণ করা হয়েছে। স্থানীয় মন্ডলীর **রক্ষণা-বেক্ষণের** কার্য্যে প্রাচীনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যদি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের মন্ডলীর রক্ষার দায়িত্ব পালন না করে তবে তারা প্রাচীন হিসাবে তাদের কার্য্যে অবহেলা করছে। প্রেরিত ২০:১৭-৩৮ পদে প্রেরিত পৌলের বাক্যগুলি দেখুন।

১০[৪৫] আর উদ্যানে জলসেচনার্থে এদন হইতে এক নদী নির্গত হইল, উহা তথা হইতে বিভিন্ন হইয়া চতুর্ম্মুখ হইল। ১১ প্রথম নদীর নাম পীশোন; ইহা সমস্ত হবীলা দেশ বেষ্টন করে,১২ তথায় স্বর্ণ পাওয়া যায়, আর সেই দেশের স্বর্ণ উত্তম, এবং সেই স্থানে গুগ্‌গুলু ও গোমেদকমণি জন্মে।[৪৬]

---

৪৫ এই অধ্যায়ের চারটি পদে একটি নদী সংযুক্ত আছে। এটা একটি রহস্য যে এই নদী হলো মোশি দ্বারা কথিত কাহিনীটি (এবং বাইবেলের কাহিনী) অতি তাৎপর্য্যপূর্ণ। যেহেতু এটা পরিষ্কার নয় যে নদীটি উদ্যানের কোথায় ছিল, মূল বচনে এটি জীবনবৃক্ষ ও সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের নিকটে অবস্থিত। এগুলি ঠিক একটি পদের এক পার্শ্বে "অবস্থিত"! এরূপে, নদী ও জীবনবৃক্ষ পরস্পর পরস্পরের নিকটে দেখতে পাওয়া যায়। অন্য ভাবে এটা বলা যায়, **জীবনবৃক্ষ ও নদী একসঙ্গে গমন করে**। তারা উভয়েই উদ্যানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে বাইবেলে পরবর্তী লেখকগণ জীবন নদীর (জলস্রোতের) পাশে বৃক্ষ রোপনের কথা বলেছেন (গীত: ১:৪, যিহিস্কেল ৪৭:১-১২, ও প্রকাশিত বাক্য ২২:১-২ পদ দেখুন)। এই শাস্ত্রাংশগুলি সকলে এবং আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ের এই পদগুলির সাথে পরস্পর সংযুক্ত। যীশুও, এই শাস্ত্রাংশের (ও যিহিস্কেল ৪৭:৯) বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তার অন্তর হতে জীবন জলের নদী বহিবে (যোহন ৭:৩৮ পদ দেখুন)। প্রেরিত যোহনের বক্তব্য অনুসারে যীশু পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বলেছিলেন। এভাবে, বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্র আত্মা আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে (ও গীত: ১, যিহিস্কেল ৪৭, ও প্রকাশিত বাক্য ২২) বর্ণীত নদীর মত। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পিপাসিত জগতে জীবন এনে দেয়।

উদ্যানের মধ্য থেকে নদী শুরু হয়েছে, কিন্তু এটা উদ্যানের মধ্যেই থেমে থাকেনি। এটি পৃথক হয়ে উদ্যান থেকে চার দিকে জগতের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। যদিও এটা উদ্যানের মহত্ব বলে মনে হয় তবে এটা ঠিক উদ্যানের অভিপ্রেত নয়। এটি অন্য স্থানের উপর দিয়ে উপচিয়ে পড়তে "চেয়েছিল"। এটি আদম ও হবাকে এক মহা উৎসাহদান করেছিল। তাদের যা প্রয়োজন তার সবকিছুই ছিল যদিও উদ্যান তার বর্তমান সীমানা থেকে আরও বিস্তৃত হয়েছিল! এটি বর্তমান বিশ্বাসীদের পক্ষেও সত্য। পবিত্র আত্মার কারণে, আমাদের প্রয়োজনে পৃথিবীর সর্বত্র যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। প্রেরিত ১:৮ পদ দেখুন)।

৪৬ মোশি কখনও পাঠকদের বলেননি কেন হবীলা দেশের মূল্যবান পাথর ও স্বর্ণ সম্পর্কে তাদের জানা প্রয়োজন। এটা অবশ্য এই জন্য নয় যে পাঠকগণের হবীলা দেশে গিয়ে সেখানে স্বর্ণ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত! মোশি চেয়েছিলেন যেন তাঁর পাঠকগণ স্বর্নের আরাধনা ও বিদেশ ভূমির উপর নয় বরং ঈশ্বরের আরাধনা ও এদনের উদ্যানের উপর তারা কেন্দ্রীভুত থাকে। কিন্তু,একই সময়ে, তিনি পরিষ্কারভাবে চেয়েছিলেন তাঁর পাঠকগণ হবীলা দেশের মূল্যবান পাথর ও স্বর্ণ সম্পর্কে জানবে! ঘটনার বিবরণ তাৎপর্য্যপূর্ণ হতে পারে যে মন্দির ও এদনের উদ্যানের মধ্যে একাধিক সুস্পষ্ট সংযোগ রয়েছে (যিহিস্কেল ৪৭ অধ্যায়ে মন্দিরের সঙ্গে নদীর সংযোগ স্মরণ করুন)। স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথর যাজকদের পরিধেয় বস্ত্র, ও তাদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র, মন্দির ও সমাগম তাম্বুর অংশ। আর নূতন যিরূশালেমে স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথর প্রচুর পরিমানে থাকবে (প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায় দেখুন)। সাম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ এই যে স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথর এদনের **বাহির** থেকে, কিন্তু প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে, স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথর নগর-উদ্যানের **ভিতরে**। এটি একটি নির্দেশনা হতে পারে যে সকল উত্তম ও মূল্যবান পাথর যা এদন উদ্যানে অন্তর্ভুক্ত ছিল তা বিস্তারিত হওয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু প্রকাশিত বাক্যে নগর-উদ্যান পরিপূর্ণভাবেই বিস্তারিত। এটা সব উত্তম ও মূল্যবানকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। একমাত্র খ্রীষ্টই এটি সম্পাদন করবেন!

১৩ দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন; ইহা সমস্ত কূশ দেশ বেষ্টন করে। ১৪ তৃতীয় নদীর নাম হিদ্দেকল, ইহা অশূরিয়া দেশের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হয়। চতুর্থ নদী ফরাৎ। ১৫ পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে লইয়া এদনস্থ উদ্যানের কৃষিকর্ম্ম ও রক্ষার্থে তথায় রাখিলেন।[৪৭]

---

৪৭ উদ্যানের সতেজতা কৃষিকর্ম্ম, মহত্ব ও ঈশ্বরের সহানুভূতির উপর নির্ভর করে। এটা মানুষের বাধ্যতা, বিশ্বস্ততা, ও শৌর্য্যের উপরও নির্ভর করে। তিনি উদ্যানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য্য করবার জন্য দিলেন। তিনি উদ্যানে "কৃষিকর্ম্ম" করবেন সুতরাং এর উন্নতি হবে এবং তিনি উদ্যান "রক্ষা" করবেন সুতরাং এটি কলুষিত হবে না। এভাবেই, তিনি উদ্যানের মধ্যে জীবিত সবকিছুই রক্ষা করবেন। আদিপুস্তক ২:১৫ পদে **"রক্ষা"** শব্দটির ব্যাখ্যা আদিপুস্তক ৩:২৪ পদে করূবের পক্ষে ব্যবহৃত হয়েছে যিনি "জীবনবৃক্ষের পথ **পাহারা** দিতে" উদ্যানের প্রবেশ পথে নিয়োজিত ছিলেন। অন্য দিকে, উদ্যান **পাহারা** দেওয়া ছিল আদমের কাজ। তিনি এটাকে পবিত্র রূপে **রক্ষা** করতে পারেন। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ২:১৫ পদে **"রক্ষা"** শব্দটির ব্যাখ্যা পরবর্তীতে মন্দিরে যাজকদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে (দৃষ্টান্ত স্বরূপ, গণনাপুস্তক ৩:১০ ও ৩:৩৮ পদ দেখুন)। মোশি, হারোণ ও তার পুত্রগণ "ইস্রায়েল জাতি রক্ষার্থে এর পবিত্র স্থানের **পাহারারত** ছিলেন। বাইরের যে কোন স্থান থেকে কেউ এর নিকটে আসলে সে হত হবে"। ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছি এদনের উদ্যান ও মন্দিরের মধ্যে অনেক সমান্তরাল বিষয় রয়েছে। ঠিক একই ভাবে "বহিরাগতদের" থেকে মন্দির রক্ষণার্থে যাজকগণ নিয়োজিত ছিলেন, তদ্রূপ "বহিরাগতদের" থেকে উদ্যান রক্ষার্থে আদম নিয়োজিত ছিলেন। যাহোক, আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে আমরা পড়েছি এক জন বহিরাগত (সর্প) উদ্যানের মধ্যে এসেছিল। গণনাপুস্তকে যাজকদের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে, এটা পরিষ্কার যে আদম সর্পকে হত্যা করবার চেষ্টা করতে পারত কারণ সর্প ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ওকালতি করেছিল। এটি করার দ্বারা সে উদ্যান **রক্ষা** করতে পারত। কিন্তু আদম তা করেনি। উদ্যান **রক্ষার** পরিবর্তে, সে সর্পকে উদ্যানে কাজ করবার অনুমতি দিয়েছিল! আদম উদ্যান **রক্ষার** যাজকীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছিল। শেষ আদম, প্রভু যীশু, এই কার্য্যে ব্যর্থ হননি। তাছাড়া, তিনি শয়তানের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন ও তাকে পরাজিত করেছিলেন। যীশু এখন ঈশ্বরের উদ্যানে (মন্ডলীতে) **কৃষিকর্ম্ম** করছেন ও **রক্ষা** করছেন! আর আমরা তাঁর সাথে কাজ করছি, কাজ এখনও শেষ হয়নি। শয়তান খ্রীষ্টের দ্বারা পরাজিত হয়েছে, কিন্তু সে খুবই বিপদজনক। সে সর্পের মত মারাত্মক আহত, সে পরাভুত (প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায় দেখুন)। খ্রীষ্টিয়ানগণ খ্রীষ্টের বিজয়ে অংশগ্রহণ করে, আমরাও ঈশ্বরের স্থানের **কার্য্যও রক্ষা** করার বিষয়ে অংশ গ্রহণ করি। এই দু'টি কার্য্যের একটিও আমরা অবহেলা করতে পারি না। স্থানীয় মন্ডলীগুলির পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের গীর্জাঘরের **কার্য্য করা** ও **রক্ষণাবেক্ষণ** করা প্রয়োজন যা ঈশ্বর কর্তৃক বিশ্বাস করে অর্পণ করা হয়েছে। স্থানীয় মন্ডলীর **রক্ষণা-বেক্ষণের** কার্য্যে প্রাচীনদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। যদি তারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরের মন্ডলীর রক্ষার দায়িত্ব পালন না করে তবে তারা প্রাচীন হিসাবে তাদের কার্য্যে অবহেলা করছে। প্রেরিত ২০:১৭-৩৮ পদে প্রেরিত পৌলের বাক্যগুলি দেখুন।

১০[৪৫] আর উদ্যানে জলসেচনার্থে এদন হইতে এক নদী নির্গত হইল, উহা তথা হইতে বিভিন্ন হইয়া চতুর্ম্মুখ হইল। ১১ প্রথম নদীর নাম পীশোন; ইহা সমস্ত হবীলা দেশ বেষ্টন করে,১২ তথায় স্বর্ণ পাওয়া যায়, আর সেই দেশের স্বর্ণ উত্তম, এবং সেই স্থানে গুগ্‌গুলু ও গোমেদকমণি জন্মে।[৪৬]

---

৪৫ এই অধ্যায়ের চারটি পদে একটি নদী সংযুক্ত আছে। এটা একটি রহস্য যে এই নদী হলো মোশি দ্বারা কথিত কাহিনীটি (এবং বাইবেলের কাহিনী) অতি তাৎপর্য্যপূর্ণ। যেহেতু এটা পরিষ্কার নয় যে নদীটি উদ্যানের কোথায় ছিল, মূল বচনে এটি জীবনবৃক্ষ ও সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের নিকটে অবস্থিত। এগুলি ঠিক একটি পদের এক পার্শ্বে "অবস্থিত"! এরূপে, নদী ও জীবনবৃক্ষ পরস্পর পরস্পরের নিকটে দেখতে পাওয়া যায়। অন্য ভাবে এটা বলা যায়, **জীবনবৃক্ষ ও নদী একসঙ্গে গমন করে**। তারা উভয়েই উদ্যানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে বাইবেলে পরবর্তী লেখকগণ জীবন নদীর (জলস্রোতের) পাশে বৃক্ষ রোপনের কথা বলেছেন (গীত: ১:৪, যিহিস্কেল ৪৭:১-১২, ও প্রকাশিত বাক্য ২২:১-২ পদ দেখুন)। এই শাস্ত্রাংশগুলি সকলে এবং আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ের এই পদগুলির সাথে পরস্পর সংযুক্ত। যীশুও, এই শাস্ত্রাংশের (ও যিহিস্কেল ৪৭:৯) বিষয় উল্লেখ করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে তাঁহাতে বিশ্বাস করে, তার অন্তর হতে জীবন জলের নদী বহিবে (যোহন ৭:৩৮ পদ দেখুন)। প্রেরিত যোহনের বক্তব্য অনুসারে যীশু পবিত্র আত্মা সম্পর্কে বলেছিলেন। এভাবে, বিশ্বাসীর জীবনে পবিত্র আত্মা আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে (ও গীত: ১, যিহিস্কেল ৪৭, ও প্রকাশিত বাক্য ২২) বর্ণীত নদীর মত। পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পিপাসিত জগতে জীবন এনে দেয়।

উদ্যানের মধ্য থেকে নদী শুরু হয়েছে, কিন্তু এটা উদ্যানের মধ্যেই থেমে থাকেনি। এটি পৃথক হয়ে উদ্যান থেকে চার দিকে জগতের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। যদিও এটা উদ্যানের মহত্ব বলে মনে হয় তবে এটা ঠিক উদ্যানের অভিপ্রেত নয়। এটি অন্য স্থানের উপর দিয়ে উপচিয়ে পড়তে "চেয়েছিল"। এটি আদম ও হবাকে এক মহা উৎসাহদান করেছিল। তাদের যা প্রয়োজন তার সবকিছুই ছিল যদিও উদ্যান তার বর্তমান সীমানা থেকে আরও বিস্তৃত হয়েছিল! এটি বর্তমান বিশ্বাসীদের পক্ষেও সত্য। পবিত্র আত্মার কারণে, আমাদের প্রয়োজনে পৃথিবীর সর্বত্র যাওয়া সম্ভব হচ্ছে। প্রেরিত ১:৮ পদ দেখুন)।

৪৬ মোশি কখনও পাঠকদের বলেননি কেন হবীলা দেশের মূল্যবান পাথর ও স্বর্ণ সম্পর্কে তাদের জানা প্রয়োজন। এটা অবশ্য এই জন্য নয় যে পাঠকগণের হবীলা দেশে গিয়ে সেখানে স্বর্ণ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত! মোশি চেয়েছিলেন যেন তাঁর পাঠকগণ স্বর্নের আরাধনা ও বিদেশ ভূমির উপর নয় বরং ঈশ্বরের আরাধনা ও এদনের উদ্যানের উপর তারা কেন্দ্রীভুত থাকে। কিন্তু,একই সময়ে, তিনি পরিষ্কারভাবে চেয়েছিলেন তাঁর পাঠকগণ হবীলা দেশের মূল্যবান পাথর ও স্বর্ণ সম্পর্কে জানবে! ঘটনার বিবরণ তাৎপর্য্যপূর্ণ হতে পারে যে মন্দির ও এদনের উদ্যানের মধ্যে একাধিক সুস্পষ্ট সংযোগ রয়েছে (যিহিস্কেল ৪৭ অধ্যায়ে মন্দিরের সঙ্গে নদীর সংযোগ স্মরণ করুন)। স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথর যাজকদের পরিধেয় বস্ত্র, ও তাদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র, মন্দির ও সমাগম তাম্বুর অংশ। আর নূতন যিরূশালেমে স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথর প্রচুর পরিমানে থাকবে (প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায় দেখুন)। সাম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ এই যে স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথর এদনের **বাহির** থেকে, কিন্তু প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে, স্বর্ণ ও মূল্যবান পাথর নগর-উদ্যানের **ভিতরে**। এটি একটি নির্দেশনা হতে পারে যে সকল উত্তম ও মূল্যবান পাথর যা এদন উদ্যানে অন্তর্ভুক্ত ছিল তা বিস্তারিত হওয়া প্রয়োজন ছিল, কিন্তু প্রকাশিত বাক্যে নগর-উদ্যান পরিপূর্ণভাবেই বিস্তারিত। এটা সব উত্তম ও মূল্যবানকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। একমাত্র খ্রীষ্টই এটি সম্পাদন করবেন!

পূর্বদিকে,[৪১] এদনে,[৪০] এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন, এবং সেই স্থানে আপনার নির্ম্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। ৯ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সর্ব্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্য-দায়ক বৃক্ষ,[৪২] এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ[৪৩] ও সদসদ্ - জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ, উৎপন্ন করিলেন।[৪৪]

---

৪০ উদ্যানটি এদনে ছিল না। কিন্তু, উদ্যানটি এদনের মধ্যে একটি বিশেষ স্থানে ছিল। অতএব, তুলনামূলক ভাবে বলতে গেলে, ঐ উদ্যানটি প্রকাশিত ছিল, বিশেষভাবে বৃহৎ ছিল না। যাহোক, পুরুষ ও স্ত্রী রূপে ঈশ্বরের আদেশ প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও মান্য করেছিল, তাদের সঙ্গে একই সাথে উদ্যান বৃদ্ধি পেয়েছিল। আদম ও হবার সন্তান-সন্ততি দ্বারা পৃথিবী পূর্ণ হওয়ার মত মৃত্তিকা উদ্যানটিকে পূর্ণ করেছিল। দুঃখজনকভাবে, প্রথম আদমকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল তা সে পালন করেনি। অবাধ্যতার কারণে, আদম ও হবা উদ্যান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। শেষ আদম, যীশু খ্রীষ্ট, তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলেন। তাঁর বাধ্যতার কারণে, ঈশ্বরের ফলবান "উদ্যান" বিস্তারিত হয়ে সমুদয় জগতকে আবৃত করল! একদিন উদ্যান সবকিছুই আবৃত করবে। প্রকাশিত বাক্য ২১:২২ পদ দেখুন।

৪১ বস্তুতঃ এদন **পূর্বদিকের** সাথে সংযুক্ত যা পাঠকদেরকে সমাগম তাম্বুর (ঈশ্বরের গৃহ) বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়। পূর্বদিক বিশেষভাবে সমাগম তাম্বু ও মন্দিরের সাথে সংযুক্ত। এটি একটি নিদর্শন যে সমাগম তাম্বু ও মন্দির এদনের ক্ষুদ্র সাদৃশ্য।

৪২ এটি ৩:৬ পদ দ্বারা তুলনা করুন। ঐ পদে, মোশি মন্তব্য করেছেন যে হবা দেখলেন যে ঐ বৃক্ষ "সুখাদ্যদায়ক ও চক্ষুর লোভজনক"। যাহোক, সে বৃক্ষ সম্পর্কে কোন কিছু ভেবেছিল যা ঈশ্বর সংকল্প করেননি। সে দেখল যে "আর ঐ বৃক্ষ জ্ঞানদায়ক বলিয়া বাঞ্ছনীয়"। ঈশ্বর এর জন্য এই বৃক্ষটি সৃষ্টি করেননি। সে সর্প থেকে এই "শিক্ষা" পেল। এই বৃক্ষ থেকে মানুষের জন্য জ্ঞান আসেনি। এটা একমাত্র ঈশ্বর থেকে এসেছিল। এটি কৌতুলজনক যে হিতোপদেশ ৩:১৮ পদে আছে, জ্ঞান জীবনবৃক্ষের সাথে সম্পৃক্ত, সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের সাথে সম্পৃক্ত নয়।

৪৩ জীবনবৃক্ষটি উদ্যানের মধ্যস্থানে ছিল। এই ঘটনার বিবরণ এই বৃক্ষটির মহা তাৎপর্য্য প্রকাশ করছে। আদিপুস্তক ৩:৩ পদের উপর ভিত্তি করে বলা যায়, সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের অবস্থানও এখানে ছিল।

৪৪ এই বৃক্ষ দুইটি সকল মানুষের জীবনের সীমানা নির্দেশ করার বিষয় অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই বৃক্ষ দু'টির তাৎপর্য্য মোশি কর্তৃক এখানে প্রকাশিত বর্ণনার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় না। যাহোক, তাঁর বর্ণনা পাঠককে প্রস্তুত করতে এই বৃক্ষগুলির উপর কেন্দ্রীভূত (একে **ভবিষ্যতের ইঙ্গিত** বলে আখ্যায়িত করা হয়) যা আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে (এবং বাইবেলের বাকী অংশে) ঘটেছিল। সদসদ্-জ্ঞানদায়ক বৃক্ষ হতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকটি ফল খেয়েছিল এবং, এই কারণ, জীবনবৃক্ষ থেকে ফল খাওয়া থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা হলো। জীবনবৃক্ষ জীবনের সেই বৃক্ষ যা জীবন দেয়। এটা পরিষ্কারভাবে একটি উত্তম বৃক্ষ। যাহোক, সদসদ্-জ্ঞাসদায়ক বৃক্ষও উত্তম (আদিপুস্তক ১:৩১ পদ দেখুন)। এই বৃক্ষের অপব্যবহার করাতে এটি মন্দ হলো।

৭ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে [অর্থাৎ মনুষ্যকে] নির্ম্মাণ
করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ূ প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে
মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।[৩৮] ৮ আর সদাপ্রভু ঈশ্বর[৩৯]

---

৩৮ প্রায়ই যীশু অভিন্ন ভাষা ব্যবহার করতেন যখন যীশু মৃত্যু থেকে তাঁর পুনরুত্থানের পর তাঁর শিষ্যদের উপর ফুঁ দিলেন যেন তারা "পবিত্র আত্মা গ্রহণ করে" (যোহন ২০:২২ পদ দেখুন)। প্রেরিত যোহন ধীরে ধীরে এই ভাষা ব্যবহার করলেন কারণ তিনি চেয়েছিলেন যেন তাঁর পাঠকগণ তা দেখতে পায়, যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণে, এক নূতন ধরনের মানুষ সৃষ্টি হয়! খ্রীষ্টিয়ানগণ সেই নূতন সৃষ্টির অংশ (২করিন্থীয় ৫:১৭ পদ দেখুন)। আরও ১করিন্থীয় ১৫:৪২-৪৯ পদ দেখুন)। প্রেরিত পৌল আদমের সঙ্গে যীশুর তুলনা করতে আদিপুস্তকের এই পদ ব্যবহার করেছেনও পুনরুত্থিত দেহের বিষয় বলেছেন বিশ্বাসীরা তা গ্রহণ করবে। পৌল যীশুকে "শেষ আদম" রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন যে ঠিক একই ভাবে "আমরা ধূলিতে নির্ম্মিত মানুষের সাদৃশ্যে জন্মেছি, আমরা অবশ্যই স্বর্গীয় মানুষের সাদৃশ্যও বহন করব"। এই ভাবে পৌল প্রমাণ করলেন যে বিশ্বাসীগণ পুনরুত্থিত দেহ গ্রহণ করবে।

৩৯ আদিতে যেমন জানা গিয়েছিল, আদিপুস্তক ২:৪-২৫ পদ পাঠককে সান্নিধ্যে আনায়ন করে তাই আমরা ঈশ্বরের কার্য্য "প্রত্যক্ষ" করি। এখানে আমরা তাঁকে মাটি নিয়ে কাজ করতে দেখছি এবং তিনি উদ্যানে কাজ করতে গিয়ে তাঁর "হাত নোংরা করেছেন"। ইয়াওয়ে এলোহিম আন্তরিকভাবে এই উদ্যানের সাথে সম্পৃক্ত।

তখনকার[৩৫] আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত এই।[৩৬]

৫ সেই সময়ে পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোন উদ্ভিজ্জ হইত না, আর ক্ষেত্রের কোন
ওষধি উৎপন্ন হইত না, কেননা সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষান নাই, আর
ভূমিতে কৃষিকর্ম্ম করিতে মনুষ্য ছিল না।[৩৭]৬ আর পৃথিবী হইতে কুজ্ঝটিকা উঠিয়া
সমস্ত ভূতলকে জলসিক্ত করিল।

---

৩৫ এই পদগুলিতে ঈশ্বরের জন্য পরিবর্তীত নাম ব্যবহার করা হয়েছে। ঈশ্বরের নাম (এলোহিম) আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদে ব্যবহার করা হয়েছিল। যাহোক, ২:৪-৩:২৪ পদে মোশি "সদাপ্রভু" ইয়াওয়ে এলোহিম) নাম ব্যবহার করা শুরু করেছেন। এলোহিম নামটি যুক্ত করা ব্যতীত পুরাতন নিয়মে বহুবার ইয়াওয়ে নামটি ব্যবহার করা হয়েছে। যাহোক, এখানে, ইয়াওয়ে ও এলোহিম নামগুলি সংযুক্ত করাটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি সেগুলি সংযুক্ত না করা হয়ে থাকে তবে পাঠক মনে করবেন যে এই পদগুলিতে মোশি নূতন ও ভিন্ন ঈশ্বরের বিষয় বর্ণনা করেছেন। ইয়াওয়ে এলোহিমে সংযুক্ত করায়, মোশি প্রকাশ করলেন যে ঈশ্বর থেকে ইয়াওয়ে নূতন ও ভিন্ন ঈশ্বর নহেন যা তিনি আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদে বর্ণনা করেছিলেন। আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদে বর্ণীত ঈশ্বর হলেন একই ঈশ্বর। যাহোক, নূতন নাম, প্রকাশ করছে যে তাঁর একক নামের বর্ণনা অপেক্ষা তাঁর গুণের বিভিন্ন দিক আছে। এই নূতন নাম অন্য দেবতাদের থেকে ঈশ্বরকে সতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

৩৬ ****** এটি বাইবেলের দ্বিতীয় কবিতা। এই কবিতা গুরুত্ব অপরিসীম এবং এর চাহিদা হলো নিপূণ অধ্যাবসয়ী তৈরী করা। এই কবিতার ব্যাখ্যা আরও সুদীর্ঘ করে এর অবস্থানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কবিতার বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য এই পরিচ্ছেদের ভূমিকা দেখুন। এই কবিতাতে সংযুক্ত অনুশীলন প্রকৃয়াগুলি লাল কালিতে আরও উজ্জ্বল করা হয়েছে।

৩৭ ঈশ্বর তাঁর ভূমি এর নিজের প্রয়োজনে ফলবান করে সৃষ্টি করেননি। ঈশ্বরের ভূমি ঈশ্বরর (তিনি বৃষ্টি আনায়ন করেন) ও মানুষের কাজের (সে ভূমিতে কাজ করে) আবশ্যকতা দাবি করে। ঈশ্বর সৃষ্ট মানুষ ও তাঁর সৃষ্ট স্থানের মধ্যে মনোঃসংযোগ করুন। তারা পরস্পর সংযুক্ত। গীত: ৮ দেখুন।

বাস্তবতা এই যে একই শব্দগুচ্ছ দ্বারা ব্যবহৃত **লোকেরাও একটি স্থান** উভয়ই নির্দেশ করছে যে এই দু'টি বিষয়, একই ধারণার সাথে যুক্ত। এদের কাহিনীসূত্র আছে এবং এই কাহিনীসূত্র একই বিষয়ের সাথে যুক্ত। উভয়ই আরাধনা ও আরাধনার স্থান – ঈশ্বরের মন্দিরের সাথে সম্পৃক্ত।

মাঝে মাঝে "বংশবৃত্তান্ত এই" একটি নির্দিষ্ট প্রারম্ভিক শব্দগুচ্ছ একটি তালিকা দ্বারা অনুসরণ করা হয়। যাহোক, অন্য সময়ে, এই প্রারম্ভিক শব্দগুচ্ছ একটি কাহিনী দ্বারা অনুসরণ করা হয়। এরূপ একটি ঘটনার বিবরণ এখানে আছে। এই নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদ ৪:২৬ পদে সমাপ্ত হয়েছে। ঐ পদগুলিতে, আমরা লোকদের ঈশ্বরের আরাধনা করতে দেখতে পাই: "তৎকালে লোকেরা সদাপ্রভুর নামে ডাকিতে আরম্ভ করিল"। এই পরিচ্ছেদের উপসংহার আরও নিশ্চিত করছে যে আরাধনা হলো এই পরিচ্ছেদের মূলবিবেচ্য বিষয়।

সেপ্টুয়াজিন্ট (একটি প্রাচীন গ্রীক অনুবাদ) এ পড়া হয়, "এটি আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর বৃত্তান্তের পুস্তক"। এটি মনোযোগ করা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে কিভাবে এই প্রাচীন গ্রীক অনুবাদ (যা LXX রূপে আখ্যাত) একই ভাবে মথি ১:১ পদে শুরু করা হয়েছে। মথির প্রত্যাশা তাঁর পাঠকরা যখন যীশুর আগমন সম্পর্কে পড়বে তখন এই বিষয় তারা চিন্তা করবে। মথির প্রত্যাশা নূতন সৃষ্টির শুরুর মত তাঁর পাঠকরা যীশুর আগমন দেখতে পাবে।

আদিপুস্তক ২:৪-২৫[৩৩]

৪ সৃষ্টিকালে যে দিন সদাপ্রভু ঈশ্বর[৩৪]
পৃথিবী ও আকাশমন্ডল নির্ম্মাণ করিলেন,

---

৩৩ মূলতঃ যখন মোশি আদিপুস্তক লিখেছিলেন, এটি অধ্যায়গুলিতে বিভক্ত ছিল না। প্রেরিতগণের পরবর্তী সময় পর্য্যন্তও বাইবেলে অধ্যায় বিভাগগুলি সংযুক্ত ছিল না। যে কারণে, এক সময়, শাস্ত্রলিপির একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদের জন্য একটি বিভাগ যথাযথ বলে বিবচেনা করা হয় যেন অধ্যায় বিভাগগুলি থেকে বিভিন্ন হয় যা আধুনিক বাইবেলে ছাপা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র অংশের এটাই ঘটনার বিবরণ বলে মনে হয়। আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ের প্রথম তিনটি পদ আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ের উপসংহার রূপে কার্য্যকর আছে। আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ের (প্রথম ছয়টি দিন) মূল বচনের সাথে প্রথম তিনটি পদের (সপ্তম দিন) মূল বচন বিস্তৃত হওয়া এটাই সুস্পষ্ট কারণ। আবার, ২:১-৩ পদে ঈশ্বরের জন্য নাম (এলেহিম) আদিপুস্তক ১অধ্যায়ের সর্বত্র ব্যবহার করা হয়েছে। একটি ভিন্ন নাম (ইয়াওয়ে এলোহিম) ২;৪-৩:২৪ পদে ব্যবহার করা হয়েছে। ৪ পদে নাম পরিবর্তন একটি অন্যতম সংকেত যে নূতন পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে।

৩৪ "বংশবৃত্তান্ত এই" (বা এটি একটি শব্দগুচ্ছের মত) এটি আদিপুস্তকের সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে (৫:১, ৬:৯, ১০:১, ১১:১০, ১১:২৭, ২৫:১২, ২৫:১৯, ৩৬:১, ৩৬:৯ ও ৩৭:২ পদ দেখুন)। এটি একটি প্রারম্ভিক বর্ণনা। অর্থাৎ এই শব্দগুলিকে যারা অনুসরণ করে সেই শব্দগুলির সঙ্গে চলে। ৪ পদের মাঝখানের সংযোগ এবং যা হিব্রু (MT) ও গ্রীক (LXX) মূল বচনের ৫ পদের "এবং" শব্দটি দ্বারা শুরু হওয়া সুস্পষ্ট কারণ অনুসরণ করছে। বিশেষতঃ লিখনশৈলী সংক্তান্ত কারণে, ESV তে "এবং" শব্দটি দ্বারা ৫ পদ শুরু হয়নি।

"বংশবৃত্তান্ত এই...." শব্দগুলি নির্দেশ করছে যে আদিপুস্তক ২:৪ পদ সম্ভবতঃ আদিপুস্তকের প্রকৃত শুরু হিসাবে দেখতে পাওয়া যায়। আদিপুস্তক ১:১-২:৩ হলো ভূমিকা যা পুস্তকটিকে প্রসঙ্গরুপে স্থাপন করেছে।

আদিপুস্তকে অন্য প্রত্যেক দৃষ্টান্ত, "বংশবৃত্তান্ত এই...." শব্দগুলি **মানুষকে** সংযুক্ত করেছে (যেমন, "যাকোবের বংশবৃত্তান্ত এই")। যাহোক, এখানে শব্দগুলি একটি **স্থান**কে সংযুক্ত করেছে। যেহেতু এই শব্দগুলি আদিপুস্তকের সর্বত্র ব্যবহৃত হওয়ায় একটি বিশেষ তাৎপর্য্যরূপে **লোকের** প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সেই একই নীতি এখানে অনুসরণ করা হয়েছে: এই শব্দগুলি একটি বিশেষ তাৎপর্য্যরূপে **স্থানের** প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। "আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর" সেই তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্যটির ঘটনার বিবরণ এরূপ হতে পারে যে ঈশ্বর একটি স্থান সৃষ্টি করেছেন যেখানে তিনি পবিত্র রূপে মান্য হবেন। মোশি বিশ্বব্যাপী মন্দিরের কাহিনী বলছেন! এটি অনকে স্থানেই নিশ্চিত করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন, কলসীয় ১:১৫-২০ ও প্রকাশিত বাক্য ২১-২১।

অলংকারিক নমূনার মূল বিষয়টি বাক্যালংকার বিশেষের মাঝখানে দেখতে পাওয়া যায়। মূল বিষয়টি হলো ঈশ্বর সবকিছু নির্ম্মাণ করেছেন। কিন্তু এখানে ঈশ্বরের জন্য ব্যাক্তিগত নাম ব্যবহৃত হয়েছে –ইয়াওয়ে এলোহিম (অধিকাংশ ইংরেজি অনুবাদে এটি সদাপ্রভু হিসাবে লিখিত হয়েছে)। এটি আরাধনাকারীদের অন্য দেবতাদের আরাধনা করার অপরাধ থেকে রক্ষা করে যে এই পদটি তাদের নির্দিষ্ট দেবতা সম্পর্কে কথা বলছে। মোশি কেবলমাত্র বাইবেলের ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলেছেন। মোশি আশ্চর্য্যজনক ঘোষণা দিলেন যে ইয়াওয়ে এলোহিম ও ইয়াওয়ে এলোহিম একাকী সবকিছু নির্ম্মাণ করেছেন। এই কারণ মোশি ঈশ্বরের ব্যক্তিগত নাম ব্যবহার করেছেন। এটি আরাধনার প্রতি লোকদের চালিত করে। এটি দেবতাদের পরিত্যাগ করতে লোকদের চালিত করে যারা ঈশ্বর নয় ও যাদের সৃষ্টি (বা রক্ষা) করার কোন ক্ষমতা নেই।

এটি কৌতুহলজনক যে এই বাক্যালংকার বিশেষের দ্বিতীয় অর্ধাংশের মত গীত: ১৪৮:১৩ পদ, সাধারণ ভাবে বলা যায় আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর বিপরীত দিকে চলে: "সদাপ্রভুর নামের ধন্যবাদ হোক, কেবলমাত্র তাঁর নামের প্রশংসা হোক; **পৃথিবী ও আকাশমন্ডলের** উপরে তাঁর মহিমা হোক"। আদিপুস্তকের প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলি সম্পর্কে গীতলেখক চিন্তা করেছিলেন এবং হয়ত এই কবিতা সম্পর্কেও চিন্তা করেছিলেন তখন তিনি ঐ উল্লেখযোগ্য বিষয়ে "পৃথিবী ও আকাশমন্ডল" শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন। ইয়াওয়ে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেই সমস্ত সৃষ্টি ইয়াওয়ের প্রশংসা করা সম্পর্কীত গীত হলো ১৪৮ অধ্যায়। গীতের শেষ পদ (১৪ পদ) এ এই গুণকির্ত্তন করা হয়েছে যে ইয়াওয়ে "আপন প্রজাদের জন্য এক শৃঙ্গ উত্তোলন করিয়াছেন"। "শৃঙ্গ" খ্রীষ্টের প্রতি নির্দেশ করছে–একমাত্র যিনি চুড়ান্তভাবে সর্পের মস্তক চূর্ণ করবেন (আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ দেখুন)।

ক. আকাশমন্ডল

খ. পৃথিবী

গ. সৃষ্টি হইল

কবিতার বিশিষ্ট অংশের দ্বিতীয় অর্ধাংশ একই শব্দ (বা, "সৃষ্টির" ঘটনা বিশেষ, একটি অতি সাদৃশ্য শব্দ–"নির্ম্মাণ"), কিন্তু দুইটি জিনিসের অবস্থান পরিবর্তন করে।

গ. নির্ম্মাণ

খ. পৃথিবী

ক. আকাশমন্ডল

এটা মনে রাখা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে "সদাপ্রভু" নামটি বাক্যালংকারের দুই অর্ধাংশের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। এরূপে, যখন সদাপ্রভু নামটি বাক্যালংকারের প্রতি যুক্ত হয়, তখন নমূনাটি দেখতে এরূপ:

ক. আকাশমন্ডল

খ. পৃথিবী

গ. সৃষ্টি হইল

ঘ. সদাপ্রভু

গ. নির্ম্মাণ

খ. পৃথিবী

ক. আকাশমন্ডল

*****

(নীচের টীকাগুলি আদিপুস্তক ২:৪ পদে কবিতার সাথে সম্পৃক্ত)

এই বংশধরগণ
যখন তারা সৃষ্টি হয়েছিল আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সাথে,
সেইদিন যেদিন সদাপ্রভু আকাশমন্ডল ও পৃথিবী নির্ম্মাণ করলেন।

এটি বাইবেলের দ্বিতীয় কবিতা। বাইবেলীয় কবিতার প্রতিরূপ স্বরূপ, এই কবিতার দু'টি অংশ (মাঝে মাঝে স্তবক রূপে আখ্যায়িত) পরস্পর **সমান্তরাল**। দ্বিতীয় স্তবকটি প্রথমটির মত। কিন্তু সাদৃশ্যটি বাইবেলীয় কবিতাতে একমাত্র আদর্শ রূপে ব্যবহৃত নয়। কিছু কিছু বাইবেলীয় কবিতা অন্য আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। এই কবিতার সঙ্গে এটাই ঘটনার বিবরণ। এই কবিতার মূল শব্দগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে একটি নমূনা রূপে সাজানো হওয়ায় একে **বাক্যালংকার** বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বাইবেলীয় লেখকগণ অতি গুরুত্বপূর্ণ উক্তিগুলির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে **বাক্যালংকারগুলি** ব্যবহার করে থাকেন। **বাক্যালংকার** শব্দটি গ্রীক বর্ণ কাই এর সাথে সংযুক্ত (এই কারণ নমূনাটিকে বলা হয় কাই-য়্যাজম)। গ্রীক বর্ণ কাই দেখতে ইংরেজী বর্ণ এক্স এর মত। ঠিক একই ভাবে ঐ একটি এক্স এর তলদেশ হলো সঠিক অনুলিপি, অন্যদিকে, একটি এক্স এর উপরের অর্ধাংশে, একটি বাক্যালংকারের মধ্যে লেখক উদ্দেশ্যমূলকভাবে একটি নমূনা তৈরী করেন ফলে কাজের প্রথম অর্ধাংশ হলো অনুকরণ করা, কাজের দ্বিতীয় অর্ধাংশ দ্বারা খন্ডন করা।

আদিপুস্তক ২:৪ পদ পুনরায় মনে মনে গভীরভাবে চিন্তা করি:

সৃষ্টিকালে যে দিন সদাপ্রভু ঈশ্বর
পৃথিবী ও আকাশমন্ডল নির্ম্মাণ করিলেন,
তখনকার আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত এই।

আদিপুস্তক ২:৪ পদে কবিতার প্রথম অর্ধাংশ হলো "নির্ম্মাণ" তিনটি মূল শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে।

এর দীপাধার (স্মরণ করুন, সাত সংখ্যাটি বিশেষভাবে সৃষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত) জীবন বৃক্ষের নিদর্শন বলে মনে হয়। অবশেষে, সমাগম তাম্বু মন্দির দ্বারা পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। সমাগম তাম্বুর মত, দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল যা এদনের আরাধনাকারীদের নিদর্শন স্মরণ করিয়ে দেয়। মন্দিরকে স্থায়ী বলে মনে করা হতো। যাহোক, পাপের কারণে মন্দির ধ্বংস হয়েছিল। এটাই ছিল দুঃখজনক ঘটনা। ঈশ্বর ও লোকেরা কি আর কখনও একত্রে বাস করতে পেরেছে? পরবর্তীতে একটি নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়েছিল। যাহোক, সেই মন্দিরও ধ্বংস হয়েছিল। কিন্তু এটা এই অর্থ করছে না যে ঈশ্বর আর মানুষের সঙ্গে একত্রে বাস করবার ইচ্ছা করছেন না। যীশু জগতে এসেছিলেন এবং মানুষের সঙ্গে "সমাগম" তাম্বু হলেন। তিনি সেই নূতন "স্থান" হলেন যেখানে ঈশ্বর ও মানুষ একত্রে মিলিত হচ্ছে (যোহন ১:৪ ও ২:১৮-২২ পদ দেখুন)। ঈশ্বর এখন সেই মন্দিরে বাস করছেন যেখানে যীশু হলেন কোণের প্রধান প্রস্তর (ইফিষীয় ২: ১৯-২২ পদ দেখুন)। ঠিক একই ভাবে ঐ সমাগম তাম্বু ও মন্দির সংকল্পিত সাদৃশ্যে পরিপূর্ণ ছিল, যা উদ্যানের (ফল, মূল্যবান পাথর, ইত্যাদি) লোকদের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়, এদন উদ্যানের লোকদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অভিপ্রায়ে মন্ডলীর বিষয় স্মরণ করিয়ে দিতে এই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন, যোহন ১৫ অধ্যায়ে বিশ্বাসীদের ফলবান হওয়া, গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদে আত্মার ফলের বিষয়, এবং প্রকাশিত বাক্য ২ ও ৩ অধ্যায়ে মন্ডলীকে দীপাধার রূপে বর্ণনা করা হয়েছে)। ঠিক একই ভাবে, উদ্যানের উপর পাঠককে কেন্দ্রীভুত করার দ্বারা বাইবেল শুরু হয়েছে, আবার উদ্যানের উপর পাঠককে কেন্দ্রীভুত করার দ্বারা এটা সমাপ্ত হয়েছে। আদিপুস্তকে, উদ্যান ছিল ছোট। প্রকাশিত বাক্যে এটা বৃহৎ। আদিপুস্তকে, উদ্যানের মধ্যে লোকদের বাস করবার অনুমতি ছিল না। প্রকাশিত বাক্যে, লোকেরা চিরকাল ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করবে।

জন্য যথার্থ, কারণ প্রাথমিকভাবে এই পদগুলি ঈশ্বর ও তাঁর মানুষদের মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের বিষয় প্রকাশ করে না। আবার তারা ঈশ্বরের সমস্ত বিষয় ও সকল মানুষের সৃষ্টির সঙ্গে সংযুক্ত, আমরা এই বিষয়গুলি একটি দুরত্ব থেকে দেখতে পাই। আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদে এলোহিম নাম বিস্ময়করভাবে ৩৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে। মোশি ঈশ্বরের নাম প্রায়ই জোর দিয়ে পুনরুক্ত করেছেন যে একমাত্র তিনিই প্রথম পদগুলিতে বর্ণিত কাজ করেছিলেন। **আদিপুস্তক ২:৪-২৫ পদে এলোহিম নামের সাথে (ইয়াওয়ে) ঈশ্বরের এক জোড়া নিয়মের নাম রয়েছে। এই পদগুলিতে, এলোহিম ১১ বার ইয়াওয়ে এলোহিম রূপে আখ্যায়িত হয়েছেন** (ESV তে সদাপ্রভু রূপে এর অনুবাদ করা হয়েছে)। এটা যথার্থ যে আদিপুস্তক ২:৪-২৫ পদে ঈশ্বরের নিয়মের নাম ব্যবহৃত হয়েছে কারণ ঈশ্বর তাঁর লোকদের (আদম ও হবা) নিকটে নেমে এসেছেন এবং তাদের সাথে এক গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এভাবে বাইবেলে ঈশ্বরের নাম ব্যবহৃত হয়েছে, তাঁর মানুষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় আমাদের ধারণা তৈরী হয়েছে। বস্তুতঃ মোশির উল্লেখিত দেবতাদের সংখ্যা সম্পর্কে "এলোহিম" ও "ইয়াওয়ে" একত্রে এক জোড়া নাম দ্বিধা সৃষ্টি করে। তিনি মূলতঃ এক জন ঈশ্বর সম্পর্কেই বলেছেন।

৪. আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদ সমুদয় বিশ্ব ব্রম্মান্ডের উপর কেন্দ্রীভুত। আদিপুস্তক ২:৪-২৫ পদ বিশ্বব্রম্মান্ডের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থান–এদন উদ্যানের উপর কেন্দ্রীভুত। ঠিক একইভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর একটি ক্যামেরা কেন্দ্রীভুত হয়, আদিপুস্তক ২:৪-২৫ পদ বিশ্ব ব্রম্মান্ডের অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানের উপর পাঠকের মনোযোগ কেন্দ্রীভুত করে–সেই স্থানটি যেখানে ঈশ্বর তাঁর লোকদের সঙ্গে বসবাস করেন ও লোকদের দ্বারা পবিত্র রূপে মান্য হন। দুঃখজনকভাবে, পাপের কারণে, ঈশ্বর কর্তৃক আদম ও হবা এই স্থান থেকে বিতাড়িত হলেন। বাইবেলের কাহিনীর অংশ হলো ঈশ্বরের কাহিনী একটি স্থানে পুনঃস্থাপিত হলো যেখানে তাঁর লোকেরা পুনরায় তাঁর সঙ্গে বসবাস করতে পারবে ও তাঁকে পবিত্র রূপে মান্য করতে পারবে। আদম ও হবা উদ্যান থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর, একটি নূতন স্থান যেখানে ঈশ্বর ও লোকেরা একত্রে বাস করল তা হলো সমাগম তাম্বু। সমাগম তাম্বুর নক্শা এদন উদ্যানের আরাধনাকারীদের বিষয় মনে করিয়ে দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যাজকদের পরিধেয় বস্ত্র ও সমাগম তাম্বুর সর্বত্র ফল, গাছ ও মূল্যবান পাথরের কারুকার্য্য দেখতে পাওয়া যায়। যখন আরাধনাকারী সমাগম তাম্বুর দিকে দৃষ্টিপাত করবে, তখন সে এদন উদ্যানের কথা স্মরণ করবে। এমনকি সমাগম তাম্বুর ভিতরের "আসবাবপত্র" আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়গুলি লোকদের স্মরণ করিয়ে দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সপ্তম দীপবৃক্ষের সাথে

আদিপুস্তক ২:৪-২৫

আদিপুস্তক ১:১-২:৩ ও আদিপুস্তক ২:৪-২৫ পদ সম পর্য্যয়ের। তারা উভয়ই সৃষ্টির সাথে সংযুক্ত। তথাপি তারা খুবই ভিন্ন প্রকৃতির। এই অধ্যায়গুলির মধ্যে কিছু ভিন্নতার খসড়া-চিত্র নীচে দেওয়া হলো।

১. আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টির ঈশ্বরীয় উদ্দেশ্যর একটি বড়-চিত্র পাঠককে যুগিয়ে দেয়। এটি এমন, ঠিক যেন পাঠক দূর থেকে ঈশ্বরের সব সৃষ্টি দেখতে পায়। ঈশ্বর কিভাবে কাজ করছেন তা অতি নিকট থেকে বিস্তারিতভাবে দেখতে পাওয়া যায় না। এটা স্পষ্ট যে বাক্য দ্বারাই তিনি সৃষ্টি করেন। কিন্তু আমরা তা দেখতে পাই না, উদাহরণ স্বরূপ, তাঁর "হাত" সৃষ্টি জনিত প্রকৃয়ায় নোংরা হচ্ছে এবং তাঁর "মুখ" আদমের নাকে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবেশ করাচ্ছে। ঐ বিষয়ের বিস্তারিত আদিপুস্তক ২:৪-২৫ পদে সংরক্ষিত আছে। পৃথিবীর উপরে সুনির্দিষ্ট স্থানের বিষয় আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদে উল্লেখ নেই। একটি বড়-চিত্রের পরিপ্রেক্ষিত থেকে সবকিছু দূরে অবস্থিত। এমন কি একটি বড়-চিত্রের মধ্যেই মানুষের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। তাদের কোন নাম রাখা হয়নি এবং তাদের প্রয়োজনের বিষয় কিছু আলোচনা করা হয়নি। **যাহোক, আদিপুস্তক ২:৪-২৫ পদে একটি নিকট দৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।** এটি এমন, যদি, পাঠক পৃথিবীর উপর দন্ডায়মান হন তবে মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ সংযুক্তি ও তিনি যে স্থান প্রস্তুত করেছেন তা দেখতে পান।

২. আদিপুস্তক ১:১-৩:৩ পদ অত্যধিক পরিমাণে সুগঠিত। সাতটি ভিন্ন ভিন্ন দিন যা একই দিন একই সময়ে ছন্দঃ, তাল ও লয় ও আদেশ দিয়ে মোশির ভূমিকা বর্ণনা করেছে। বিভিন্ন শব্দগুচ্ছগুলি একের পর এক পুনরুক্ত করেছে (যেমন, "তাহাতে সেইরূপ হইল", "পরে ঈশ্বর কহিলেন", "এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে সে সকল উত্তম")। আমরা সংখ্যার বৃদ্ধি প্রত্যাশা করি, যেমনঃ প্রথম দিন, দ্বিতীয় দিন, তৃতীয় দিন ইত্যাদি।

আদিপুস্তক ২:৪-২৫ পদ অত্যধিক পরিমাণে সুগঠিত নয়। এর অনুভুতি, বিচারশক্তি অধিক পরিমাণে জাগতিক। এটা ঠিক এমন হয়, যদি পাঠক অতিশয় বেগে উপরে উঠে খুব কাছ থেকে দেখেন তবে এর নমুনা ও কাঠামো দেখতে পান। কিন্তু নিকটে অবস্থিতি পাঠককে ঈশ্বরীয় বিষয়ের নূতন অভিজ্ঞতা দেবে। উদাহরণ স্বরূপ, এখন পাঠক তাঁর নোংরা হাত "দেখতে" ও তাঁর নিঃশ্বাস "অনুভব" করতে পারে।

৩. আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদে ঈশ্বরের "অনুপস্থিতির" নাম এলোহিম ব্যবহার করা হয়েছে। আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদে ব্যবহৃত ঈশ্বরের "অনুপস্থিতির" নামের

৩ আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে ঈশ্বর আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।[৩২]

---

৩২ অন্য দিনগুলি থেকে সপ্তম দিনের বর্ণনা একেবারেই ভিন্ন। **প্রথম,** এই দিনে কোন কাজ করা যাবে না। **দ্বিতীয়,** "আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে" দিয়ে এই দিনের বর্ণনা শেষ করা হয়নি, অন্য সব দিনগুলি তাদের সমাপ্তির উপর জোর দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্ততঃ লেখকের পরিপ্রেক্ষিত থেকে মনে হয় এই দিনের কোন সমাপ্তি নেই। পরবর্তী লেখকগণ এই দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বলবেন (গীত: ৯৫:৭-১১ ও ইব্রীয় ৩ ও ৪ অধ্যায়ে দেখুন)। **তৃতীয়,** অন্য কোন দিন দ্বারা এই দিনকে অনুসরণ করা হচ্ছে না। এই সপ্তম দিনের পরে আর কোন দিনের বর্ণনা নেই। অন্য সকল দিনগুলি একটি অতিরিক্ত দিন দ্বারা অনুসরণ করা হয়। পাঠকের এটা জানা প্রয়োজন যে মোশি উদ্দেশ্যমুলকভাবেই এই দিন এভাবে বর্ণনা করার বিষয় মনস্থ করেছেন কিন্তু অন্য কোন দিনের বিষয় এভাবে বর্ণনা করেননি। কেন তিনি এরূপ করলেন? এটা কি সম্ভব যে তিনি চেয়েছিলেন তাঁর পাঠকগণ (যখন মোশি এই বাক্যগুলি তাদের কাছে পড়ছিলেন তখন নিশ্চিতভাবে তাঁর প্রথম পাঠকগণ বিশ্রাম নিচ্ছিল না) ঈশ্বরের বিশ্রামে প্রবেশ করুক? এই বিশ্রাম, তাদের জন্য ও আমাদের জন্য, কেবল খ্রীষ্টেতে দেখতে পাওয়া যায়। মথি ১১:২৮ ও যাত্রা ৩৩:১৪ পদ দেখুন।

কৌতুহলজনকভাবে, এই অধ্যায়ে বিশ্রামের মধ্যে মানুষের কাজের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়েও মানুষের কাজের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বরের মত মানুষের জন্য বিশ্রামের বিষয় বলা হয়েছে, মানুষের কাজের পূর্ণতা সাধিত হওয়া প্রয়োজন। তাহলে, একটি বিশ্রাম দিবসের বিশ্রামের তাৎপর্য্য কি? এটা ছিল ঈশ্বরের কাজের একটি সাপ্তাহিক স্মারক বস্তু যা পুর্ণতা সাধিত হয়েছিল। এটা ছিল একটি সাপ্তাহিক স্মারক বস্তু যে মানুষ তার কাজ করতে থাকবে এবং ঈশ্বরের মত এর কাজ সমাপ্ত করবে। এটা ছিল একটি স্মারক বস্তু যে মানুষ তার বিশ্রামে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। একটি সপ্তাহে বিশ্রামের একটি দিন স্মারক বস্তু ছিল যে ঈশ্বর তাঁর কাজ সমাপ্ত করেছিলেন যে অবশ্য, মানুষও, তার কাজ সমাপ্ত করবে। আর এটা ছিল তাঁর বিশ্রামে ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার সাপ্তাহিক আমন্ত্রণ, এবং অন্ততঃ এক দিনের জন্য, ঈশ্বরের বিশ্রামের "অভিজ্ঞতা লাভ" করা।

এর নৈতিক গুণ কিছুই নেই যে সৃষ্টি হলো এক সপ্তাহ পরের দৃষ্টান্ত যা মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তু। তাঁর জন্য আমাদের প্রয়োজন, কাজের সপ্তাহ, তাঁকে স্মরণ করতে–জীবনের মূল বিষয় ছন্দঃ, তাল ও লয়–ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। প্রত্যেক নূতন সপ্তাহ হলো ঈশ্বরের নূতন স্মারক বস্তু ও মানুষের জন্য তাঁর পরিকল্পনা।

আদিপুস্তক ২

১ এইরূপে আকাশমন্ডল ও পৃথিবী এবং তদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল। ২ পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে[৩০] আপনার কৃত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন,[৩১] সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।

৩০ কৌতুহলজনকভাবে বলা যায়, গ্রীক (LXX-কে সেপ্টুয়াজিন্ট রূপেও আখ্যায়িত করা হয়) ও কয়েকটি অন্যান্য প্রাচীন অনুবাদ বলছে যে ঈশ্বর "ষষ্ঠ" দিনে তাঁর কার্য্য সমাপ্ত করলেন। অনুবাদকগণের দ্বারা এটা "সঠিক" বলে বলা হতে পারে যেহেতু তারা হিব্রুতে এটি একটি ভুল হিসাবে দেখতে পেয়েছিলেন।

৩১ ২ ও ৩ পদে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, মোশি বললেন যে ঈশ্বর "তাঁর কৃত সমস্ত কার্য্য" সমাপ্ত করলেন! এই ঘটনা বর্ণনা করার উপর মোশি জোর দিলেন যে ঈশ্বরের লোকদের জন্য এটা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে জোর দিয়ে প্রকাশ করলেন যে ঈশ্বর একাকী সবকিছু সৃষ্টি করছেন। অন্য কোন দেবতা এই কার্য্যের অংশী ছিল না।

২৯ ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক
ওষধি ও যাবতীয় সবীজ ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য
হইবে। ৩০ আর ভূচর যাবতীয় পশু ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে
গমনশীল যাবতীয় কীট, এই সকল প্রাণীর আহারার্থ হরিৎ ওষধি সকল দিলাম।
তাহাতে সেইরূপ হইল। ৩১ পরে ঈশ্বর আপনার নির্ম্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি
করিলেন, আর দেখ, সে সকল অতি উত্তম।[২৯] আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ
দিবস হইল।

২৯ এই পদে, মোশি বললেন যে ঈশ্বর তাঁর নির্ম্মিত বস্তু **সকলের** প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, তিনি দেখলেন যে সে সকলই "অতি উত্তম"। এই পদের পূর্বে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন সময় রয়েছে, মোশি তাঁর পাঠকদের বললেন যে ঈশ্বর **একটি নির্দিষ্ট বস্তু** দেখলেন যে সেটি **উত্তম**। এখন, এই সপ্তম বার, মোশি তাঁর পাঠকদের বলছেন যে ঈশ্বর দেখলেন যে **সবকিছু অতি উত্তম**। সুস্পষ্টভাবে বলা যায়, ঈশ্বর মহা দয়াতে যা কিছু সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে খুবই গুরুত্বপুর্ণ কোন কোন বিষয় জোর দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। কেন আমাদের এগুলি পুনঃ পুনঃ শোনার প্রয়োজন হচ্ছে? এটি বর্ণনা করছে যে ঈশ্বর এবং দয়া একত্রে চলে। তারা কখনও পৃথক হতে পারে না (যাকোব ১:১৭ পদ দেখুন)। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কিরূপ তা এই বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আমরা এটা বিশ্বাস করতে পারি যে আমাদের জীবনে তাঁর কার্য্যের ফলাফল উত্তম হবে (রোমীয় ৮:২৮ পদ)।

২৮ পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; ঈশ্বর কহিলেন,[২৭] তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর, আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষীগণের উপরে, এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্ত্তৃত্ব কর।[২৮]

---

২৭ যেমন ২২ পদে আছে, ঈশ্বরের বাক্য আশীর্ব্বাদ আনায়ন করে। এরূপে, তাঁর বাক্য বস্তুকে চালিত করে যেমন আদম ও হবাকে তিনি যা আদেশ করেছিলেন তা তারা পালন করেছিল। তারা এই নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্য্যে ব্যর্থ হয়েছিল যদিও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ তাদের সাহায্য করেছিল! বস্তুতঃ আদম ও হবা ব্যর্থ হওয়াতে এই অর্থ করে না যে ঈশ্বর তাঁর উদ্দেশ্য পরিবর্তন করেছিলেন। তিনি সর্বদাই চেয়েছেন যেন মানুষ তাঁর সাদৃশ্য জগতের শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করে। এটি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঘটেছিল। গীত: ৮ অধ্যায় ও মথি ২৮:১৮-২০ পদ দেখুন।

২৮ লোকেরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হবে এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভুত করবে যেন সর্বত্র ঈশ্বরের সাদৃশ্য পূর্ণতা সাধিত হয়। এটা এই অর্থ করে না যে এটা একটা সহজ কার্য্য। এই পদ বর্ণনা করছে এটা দীর্ঘ সময় ব্যাপী সাধিত একটি কঠিন কাজ। অবশ্য, আদম ও হবা পাপে পতিত হওয়ার পূর্বে বাস্তবিক এই কার্য্য সম্পাদন শুরু করেছিল। বস্তুতঃ সরীসৃপের মধ্যে একটি সর্প তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করল (আদিপুস্তক ৩ অধ্যায় দেখুন)! শেষ আদম, যীশু খ্রীষ্ট, কখনও পাপ করেন নাই এবং সর্প (শয়তান) তাঁর উপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারল না (মার্ক ১:১২-১৩)! তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণে, যীশু এই কার্য্য সম্পাদন শুরু করেছেন। তিনি অব্যহতভাবে মন্ডলীর মাধ্যমে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সম্পাদন করছেন। একদিন এটা পরিপূর্ণরূপে সাধিত হবে। যীশু ফলবান ও যারা তাঁহাতে থাকে তারাও উত্তম ফল ধারণ করে। খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাদৃশ্য সমুদয় জগতে আনীত হলো। খ্রীষ্ট ফলে পরিপূর্ণ এবং যারা তাঁহাতে থাকে, তাদের বিষয় উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, যোহন ১৫:১-১৭ ও গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদ।

এটা কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয় যে প্রেরিতদের কার্য্য-বিবরণের লেখক (পৌলের ভ্রমণ সঙ্গী লূক) বর্ণনা করেছেন কিভাবে গ্রীক ভাষা ব্যবহার করে মন্ডলী বিস্তার লাভ করেছিল যা আদিপুস্তক ১:২৮ পদের গ্রীক অনুবাদেও ব্যবহার করা হয়েছিল (পুরাতন নিয়মের এই গ্রীক অনুবাদকে কখনও কখনও LXX রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে)। লূক এটা তাঁর পাঠকদের কাছে আদিপুস্তক ১:২৮ পদে ঈশ্বরের আদেশ ও প্রথম শতাব্দিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মন্ডলীর মধ্যে সংযোগ তৈরী করে উপস্থাপন করেছেন! উদাহরণ স্বরূপ, প্রেরিত ৬:৭ পদে, লূক বলেন, "আর ঈশ্বরের বাক্য **ব্যাপিয়া** গেল, এবং যিরূশালেমে শিষ্যদের সংখ্যা অতিশয় **বৃদ্ধি** পাইতে লাগিল; আর যাজকদের মধ্যে বিস্তর লোক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইল"। আবার প্রেরিত ১২:২৪ পদে লূক বলছেন: "কিন্তু ঈশ্বরের বাক্য **বৃদ্ধি** পাইতে ও **ব্যাপ্ত** হইতে লাগিল"। এই একই বাক্য আদিপুস্তক ১:২৮ পদে ব্যবহার করা হয়েছে! আদিপুস্তক ১:২৮ পদে ঈশ্বরের আদেশের পরিপূর্ণতা স্বরূপ লূক মন্ডলীর বৃদ্ধি দেখতে পাচ্ছেন, এবং তিনি প্রত্যাশা করছেন তাঁর পাঠকগণও যেন তদ্রূপ দেখতে পান (উদাহরণ স্বরূপ, প্রেরিত ১:১৫, ২:৪১, ৪:৪, ৬:১, ৬:৭, ৮:১-৮, ৮:২৬-৪০, ৯:৩১ ও ১০:৪৪-৪৮ পদ দেখুন)। বর্তমান কালের মন্ডলীগুলি এটা মনে করছে যে তারা, আদি মন্ডলীগুলির মত, বৃদ্ধি পাক ও ব্যাপ্ত হোক। খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের কারণে এবং ঈশ্বরের লোকদের উপর পবিত্র আত্মা বর্ষিত হওয়াতে, এটা এই বর্তমান কালে সমুদয় জগতে সাধিত হচ্ছে।

পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।[২৬]

---

২৬ বাইবেলে এটাই প্রথম কবিতা। কাব্য হলো উচ্চাঙ্গের বক্তৃতা। আকর্ষণীয় শব্দ ব্যবহারের কারণে এটা ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ থেকে পৃথক্ আর এভাবে শব্দগুলি একত্রে সন্নিবেশিত হয়েছে। এই পদগুলি কিছু বিষয়ের আদর্শের সাথে মিল করেছে। হিব্রু কবিতা **সাদৃশ্য** রূপে আখ্যায়িত আদর্শ অনুসরণ করে। সাধারণতঃ পরস্পর বিশেষভাবে সংযুক্ত দুটি বিবরণ থাকে। কোন কোন সময়, এতে কবিতার মত, বিশেষভাবে সংযুক্ত তিনটি বিবরণ থাকে। সাদৃশ্যের মধ্যে, প্রথম বিবরণের ধারণা দ্বিতীয় বিবরণ পুনরুক্ত করে। কিন্তু এটা যথার্থ পুনরুক্ত করে না। সাধারণতঃ এটি কয়েকটি পন্থায় তীক্ষ্ণ ও শক্তিশালী হয়ে থাকে।

বস্তুতঃ একটি কবিতা তখন ব্যবহৃত হয় যখন মানুষ অন্য কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে মানুষ কত গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কোন সৃষ্টির কাছে বা সৃষ্টির কোন অংশের কাছে কবিতা প্রদত্ত হয়নি –এটি খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ বিষয়! এই নির্দিষ্ট কবিতা জোর দিয়ে প্রকাশ করে যে কেবলমাত্র ঈশ্বর যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এই চিন্তার বিষয়টি তিন বার পুনরুক্ত হয়েছে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **যখন আমরা একজন ব্যক্তি সম্পর্কে চিন্তা করি, প্রথম ও সর্বাগ্রে স্মরণ করব যে ঈশ্বর ঐ ব্যক্তিকে সৃষ্টি করেছেন।** প্রত্যেক জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এটা সত্য। এই কবিতা জোর দিয়ে প্রকাশ করছে যে ঈশ্বর তাঁর নিজের সাদৃশ্যে মানুষ নির্ম্মান করেছেন। বস্তুতঃ একটি কবিতা পুনরুক্ত হওয়ার পর একটি পদ কত গুরুত্বপূর্ণ তার বিবরণ লিখিত হয়েছিল। ঈশ্বরকে প্রতিফলন করা ছাড়া সৃষ্ট বস্তুর নির্ম্মিত হওয়ার আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এটি মানুষকে মহামূল্যবান করেছে। এটি মৃত্যুর ধারণা থেকে–জীবনকে–মহামূল্যবান করেছে। আমরা জীবন মূল্যায়ন করি কারণ আমরা ঈশ্বরকে মূল্যায়ন করি! একজন ব্যক্তিকে হত্যা করা বা অনিষ্ট দ্বারা একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে বা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে তৈরী কোন কিছু ক্ষতি সাধন করে। "পুরুষ ও স্ত্রী" সম্পর্কে কবিতার তৃতীয় বিবরণ জোর দিচ্ছে যে এটি সকল মানুষের ক্ষেত্রে সত্য, যেহেতু তারা পুরুষ বা স্ত্রী। সকল জাতি থেকে সকল মানুষ ও সকল লিঙ্গের মহা গুরুত্ব রয়েছে কারণ সকল মানুষ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্টি হয়েছে। যখন আমরা অন্য মানুষের ক্ষতি সাধন করি, আমরা ঈশ্বরের সাদৃশ্যের মনোযোগ আকর্ষণকারী কিছু বহন করি! সকল মানুষ (জাত বা অজাত, ভগ্নস্বাস্থ্য বা স্বাস্থ্যবান, যুবক বা বৃদ্ধ) ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্ম্মিত হয়েছে তাই তারা মূল্যবান। এটি বর্ণনা করছে যে কোন মানুষের রক্তপাত হলে ঈশ্বর "তার প্রানের পক্ষে প্রতিশোধ" নেবেন (আদিপুস্তক ৯:৫ পদ)।

ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক।[২৫]

২৭

পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন;
ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন,

---

২৫ মানুষ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে এর অর্থ বুঝতে পারা মানুষের জন্য অপরিহার্য্য। মানুষ ঈশ্বরের মত হবে। আমরা ত্রিত্ব ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করব। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের সাদৃশ্য বহন করার মত কি কিছু করছি? আমাদের কার্য্যের পরিচয় কি? আমরা কোন কার্য্যের দ্বারা যথার্থভাবে তাঁর সাদৃশ্য প্রতিফলন করছি? ২৬ পদের দ্বিতীয়ার্ধে এর উত্তর দেখতে পাওয়া যায়। এই পদ লোকদের বলছে ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন সেই অন্য সৃষ্টির উপর "কর্তৃত্ত" কর। এই পদের দুটি অর্ধাংশ একত্রে সংযুক্ত। বস্তুতঃ এরূপে, ঈশ্বরের শাসন ও কর্তৃত্বের অনুকরণে মানুষও শাসন ও কর্তৃত্ব করবে যার দ্বারা মানুষের ঈশ্বরের সাদৃশ্যে নির্ম্মাণের কার্য্যকরীতা সাধিত হবে। মানুষের শাসন ও কর্তৃত্ব একটি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের (পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের সৃষ্টি) মধ্যেই সাধিত হবে। ঈশ্বরের কর্তৃত্ব সীমাহীন (সর্বত্র) ক্ষেত্রের মধ্যে। এভাবেই, মানুষ ঈশ্বরের সহ-রাজপ্রতিনিধি। আমরা তাঁর দ্বারা, তাঁর পক্ষে, ও সর্বদা, তাঁর অধীনে থেকে শাসন ও কর্তৃত্ব করব। উদাহরণ স্বরূপ, আদম ও হবা "পৃথিবীর উপরে, ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করবে"। এটি তাৎপর্য্যপূর্ণ যে আদিপুস্তক ৩:১ পদে শয়তান ভূমিতে গমনশীল সরীসৃপের রূপ ধরে উপস্থিত হয়েছিল। আদিপুস্তক ১:২৬ পদে ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে আদম সরীসৃপের উপর কর্তৃত্ব করত। **এটা অন্য ভাবে বলা যায়, সরীসৃপের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব আদমের দ্বারা প্রয়োগ করা হয়েছিল।** এটি ঘটে নাই। বরং সরীসৃপ আদমের উপর কর্তৃত্ব করল! বলা যায় যথাযথভাবে সরীসৃপের উপর ঈশ্বরের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হলো না। আদমের সহ-কর্তৃত্বের প্রভাব ভয়ানক ভাবে ব্যর্থ হওয়াতে সকল মনুষ ও সকল সৃষ্টি ব্যর্থ হলো। যখন প্রথম আদম সরীসৃপের সন্মুখিন হয়ে ঈশ্বরের পক্ষে চরম ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারল না তখন সৌভাগ্যবশতঃ শেষ আদম (যীশু) তা পারলেন। এভাবে, যীশু আমাদের দেখিয়েছেন ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়ে কিরূপ ধারণ করা যায়। তিনি যা কিছু বলেছেন ও করেছেন তার সবই ছিল পিতা ঈশ্বরের হৃদয়ের প্রতিফলন (যোহন ৫:১৯)! তিনি পৃথিবীর উপরে ঈশ্বরের শাসন ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেছিলেন! যীশু কখনও শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করেননি বা তার অধীনতা স্বীকার করেননি। বরং তিনি ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা তাদের উপর কর্তৃত্ব করেছেন (মথি ৪:১-১১ পদ দেখুন)। যীশু যথাযথভাবেই ঈশ্বরের সাদৃশ্য বহন করেছিলেন বলে তিনিই "অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিরূপে" আখ্যায়িত হয়েছিলেন (কলসীয় ১:১৫ পদ দেখুন)। আর যীশু তাদেরই আহ্বান করেছিলেন যারা তাঁর কর্তৃত্বের অধীনে থেকে তাঁর সঙ্গে থাকবে (লূক ১০:১৯, মথি ২৮:১৮-২০ ও প্রকাশিত বাক্য ১২ অধ্যায় দেখুন)। আদিপুস্তক ১:২৬ পদের একটি কাব্যিক ব্যাখ্যা আছে, গীত: ৮ অধ্যায় দেখুন। এই গীতটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গীতটি যীশুর সঙ্গে ও যারা তাঁর সঙ্গে আছে তাদের সকলের সঙ্গে যুক্ত।

ভিন্ন কারণ তারা অত্যধিক পরিমাণে ব্যক্তিগত। সবকিছু সৃষ্টি করতে ঈশ্বর যে বাক্য ব্যবহার করেছেন তা সম্পূর্ণরূপে অব্যক্তিক। তিনি বলেন, "দীপ্তি হউক", বা "বিতান হউক" ।এটা মনে করা যায় যে "হউক" শব্দগুলি ঈশ্বর থেকে উদ্দেশ্যগতভাবে সৃষ্টির বিষয়গুলিকে দূরে রেখেছে। ত্রিত্ব ঈশ্বর দ্বারা এই সৃষ্টি সংঘটিত হয়েছিল, কিন্তু, ঠিক একই সময়ে, সৃষ্টির ধারাবাহিকতা বর্ণনায় মনে হয় এটি ত্রিত্ব ঈশ্বর দ্বারা সাধিত হয়নি। কিন্তু "আমরা নির্ম্মাণ করি" শব্দগুলি ব্যবহারের দ্বারা, ঈশ্বরিক প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সৃষ্টিতে ঈশ্বর সংযুক্ত হয়েছেন! শব্দটির অপরিহার্য্য মনোনয়ন পাঠককে উপসংহারের দিকে চালিত করে যে ত্রিত্ব ঈশ্বর, মানুষের সাথে একাকী, সৃষ্টি প্রকৃয়াতে "তাঁর হাত অপবিত্র করেছেন"। বাস্তবিক এটি মানুষের মহা গুরুত্বের বিষয় বর্ণনা করে! **দ্বিতীয়,** সবকিছু সৃষ্টি সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য থেকে মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে ত্রিত্ব ঈশ্বরের বাক্য ভিন্ন কেননা একমাত্র মানুষ ঈশ্বরের "সাদৃশ্যে" সৃষ্টি হয়েছে! ত্রিত্ব ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্টি কি অর্থ প্রকাশ করে? অর্থাৎ ত্রিত্ব ঈশ্বর যে কোন ভাবেই মানুষের মধ্যে প্রতিফলিত হবে। এটা এই অর্থ করে না যে মানুষের শারিরীক গঠন ঈশ্বরের মত হবে, কেননা ঈশ্বর আত্মা। বরং এই অর্থ করে যে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে ও আইনগতভাবে ত্রিত্ব ঈশ্বরের জীবন্ত প্রতিনিধি স্বরূপ কার্য্য সাধন করবে। ঠিক একটি আয়নার মত, অবশিষ্ট মানব জাতির প্রতি ও অবশিষ্ট বিশ্বের প্রতি মানুষ যে কোন ভাবে ত্রিত্ব ঈশ্বরের স্বভাব, উপস্থিতি, ক্ষমতা, প্রতাপ ও প্রেমময়তার যৌথ অধিকারের মধ্য থেকে প্রতিফলিত করবে (ইফিষীয় ৩:১০ পদ দেখুন)।

২৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে,[২৩] আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি;[২৪] আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে,

---

২৩ ২৬ পদে**"আমাদিগের"** ও **"আমাদের"** শব্দগুলি মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করি। এক পদ অনুসারে (পাদটীকায় হিব্রু নাম এলোহিম দেখুন), মূল গ্রন্থের অধিকাংশ পাঠকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ঈশ্বর একাধিক। বাইবেলের ঈশ্বর বহুবচন, আবার তিনি একই সময়ে একবচন। তিনি (একবচন) হলেন একটি সম্প্রদায় (বহুবচন)। ত্রিত্ব মানুষের কোন আবিষ্কারের বিষয় নয় যে মানুষেরা প্রেরিতগণ গত হওয়ার পরও জীবিত ছিলেন। যদিও প্রেরিতগণের গত হওয়ার পর পর্য্যন্ত ত্রিত্ব শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি, তবে ত্রিত্বের বাস্তবতা সর্বদাই উপস্থিত ছিল। এর বাস্তবতা বাইবেলের প্রথম অধ্যায় থেকেই দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এটা অতিশয় বিস্ময়কর বিষয় যদিও এই সত্য দৃশ্যমান নয়–অন্ততঃ পুরাতন নিয়মের পৃষ্ঠাগুলিতে এর কিছু আকার দেখতে পাওয়া যায়, কেননা ঈশ্বর হলেন বাইবেলের অতি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। পুরাতন নিয়মে ত্রিত্ব সংক্রান্ত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রাংশগুলি গীত: ৪৫:৭ ও যিশাইয় ৯:৬ পদের সাথে সম্পর্কীত (ইব্রীয় ১:৯ পদে উদ্ধৃত)।

এটা বুঝতে পারা গুরুত্বপূর্ণ যে ত্রিত্বের ভিতরের একটি প্রয়োজনীয় কারণে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তাঁর প্রীতির পাত্র হওয়ার প্রয়োজনে বা তাঁর প্রেম ব্যক্ত করার স্থানের প্রয়োজনে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেন নাই। যদি ঐ সকল বিষয় সত্য হয়, তাহলে এই বলতে হয় যে ঈশ্বর নিষ্কলঙ্ক নন, তাঁর চরম শ্রেষ্ঠতা প্রকাশের প্রয়োজনে তিনি এই সব করেছেন। কিন্তু ঈশ্বর নিষ্কলঙ্ক। তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। তাঁর প্রীতিরপাত্র হওয়ার প্রয়োজন নেই কারণ **ঈশ্বর প্রেম** এবং **জগৎ সৃষ্টির পূর্ব হতে ত্রিত্ব ঈশ্বরের মধ্যে প্রেম অব্যহতভাবে প্রবাহিত ছিল** (১ যোহন ৪:৮ ও যোহন ১৭:২৪ পদ দেখুন)। তাঁর সহভাগিতা স্থাপনে দুর্বলতার কারণে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেন নাই। ত্রিত্ব ঈশ্বরের মধ্যে সহভাগিতা ছিল।

২৪ ২৬ অধ্যায়ে ঈশ্বরের বাক্য থেকে তাঁর সবকিছু সৃষ্টি করতে যে বাক্য ব্যবহার করেছিলেন তা ভিন্ন। ঈশ্বরের বাক্যগুলি অন্ততঃ দুই ভাবে ভিন্ন। **প্রথম,** মানুষ সৃষ্টি সম্পর্কে ঈশ্বরের বাক্য

২২ আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,[২১] তোমরা প্রজাবন্ত ও
বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর এবং পৃথিবীতে পক্ষীগণের বাহুল্য হউক।
২৩ আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।

২৪ পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানাজাতীয় প্রাণিবর্গ, অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী
গ্রাম্য পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ২৫
ফলতঃ ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বন্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু ও স্ব
স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্ম্মাণ করিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন
যে, সে সকল উত্তম।[২২]

---

২১ ঈশ্বরের বাক্য তাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ বয়ে আনল। এরূপে, তাঁর কথাবলা এদের চালিত হওয়ার ক্ষমতা দিল যেন তাঁর সৃষ্টি তাঁর আদেশ পালন করতে পারে। আদিপুস্তক ১:২৮ পদে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য কিভাবে প্রভাবিত হয় তা আমরা দেখতে পেয়েছি। আমরা তাঁর আশীর্ব্বাদের কারণে প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হতে পারি।

২২ এই সৃষ্ট বস্তুগুলি একাকী সৃষ্টি হয়নি সুতরাং তারা পৃথিবী পরিপূর্ণ করবে অথবা মানুষের সুখ আনায়ন করবে (এমনকি যদিও তারা এই উভয় কার্য্যই সাধন করছে)। এই সৃষ্ট বস্তুগুলি নিজেরা অপরিহার্য্য বলেই সৃষ্টি হয়েছিল। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর মত, এই সৃষ্ট বস্তুগুলি ঈশ্বরের প্রশংসা করবার জন্য সৃষ্টি হয়েছিল (গীত: ১৪৮ অধ্যায় দেখুন)। তাদের অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া তাঁর চরম গুণের একটি সাক্ষ্য। এই বিষয়ে এই দৃষ্টান্তটিতে দেখতে পাওয়া যায় ঈশ্বরের সৃষ্টির বিষয়ে ঈশ্বরের দূতগণ একসঙ্গে আনন্দরব করেছিল। তাদের আনন্দরব কি আমাদের আনন্দরব হওয়া উচিৎ! ইয়োব ৩৮:৭ পদ অনুসারে "ঈশ্বরের পুত্রগণ সকলে জয়ধ্বনি করল" যখন তারা ঈশ্বরের সৃষ্ট পৃথিবী দেখতে পেল। আবার আমরা এটা দেখতে পাই যে আকাশমন্ডল ও পৃথিবী মন্দির হওয়ার জন্য টিকে থাকবে যেখানে অবিরত ঈশ্বরের প্রশংসা করা হবে।

তাহাতে সেইরূপ হইল। ১৬ ফলতঃ ঈশ্বর দিনের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে এক মহা জ্যোতিঃ,[১৯] ও রাত্রির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ, এই দুই বৃহৎ জ্যোতিঃ, এবং নক্ষত্র সমূহ নির্ম্মাণ করিলেন।[২০] ১৭ আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য, এবং দিবস ও রাত্রির উপরে কর্ত্তৃত্ব করণার্থে, ১৮ এবং দীপ্তি হইতে অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিঃসমূহকে আকাশমন্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন, এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। ১৯ আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।

২০ পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে প্রাণিময় হউক, এবং ভূমির উর্দ্ধে আকাশমন্ডলের বিতানে পক্ষীগণ উড়ুক। ২১ তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের, ও যে নানাজাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল প্রাণিময় আছে, সে সকলের, এবং নানাজাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম।

---

১৯ এই শাস্ত্রাংশে "সূর্য্য" শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। সূর্য্যকে "মহাজ্যোতি" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে এই পুস্তকের আসল শ্রোতাগণ মিশর থেকে এসেছিল যেখানে লোকেরা সূর্য্যকে পূজা করত। ঈশ্বর এটা প্রত্যাশা করেননি যে তাঁর লোকেরা চিন্তা করুক যে সূর্য্য একটি দেবতা। এটা সৃষ্ট হয়েছে। হতে পারে এই কারণেই এখানে এটাকে সাধারণ নামে ডাকা হয়নি।

২০ সূর্য্য, চন্দ্র, ও নক্ষত্রকে কখনও পূজা করা যায় না। ওগুলো পৃথিবীর উপরে সৃষ্টি হয়েছিল। এরা দীপ্তি দিয়ে আমাদের ভরণ-পোষণ করতে পারে না। সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রের সচল থাকার কারণ যেন আমরা ঈশ্বরের ক্ষমতার বিষয় সর্বদা স্মরণে রাখি। দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৯, ইয়োব ৯:৭, ২২:১২, ২৫:৫, ৩৮:৩১-৩৩, গীত: ৮:৩, ১৪৭:৪, যিশাইয় ৪০:২৬, ৪৫:১২ ও যিরমিয় ৩১:৩৫ পদ দেখুন। নক্ষত্র অব্রাহামের বংশাবলীর সংখ্যাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আদিপুস্তক ১৫:৫-৬ পদ।

৯ পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমন্ডলের নীচস্থ সমস্ত জল এক স্থানে সংগৃহীত
হউক ও স্থল সপ্রকাশ হউক;[১৫] তাহাতে সেইরূপ হইল। ১০ তখন ঈশ্বর স্থলের
নাম ভূমি, ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, তাহা
উত্তম।[১৬]

১১ পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি তৃণ, বীজোৎপাদক ওষধি, ও সবীজ স্ব স্ব জাতি
অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ, ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ
হইল। ১২ ফলতঃ ভূমি তৃণ,স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বীজোৎপাদক ওষধি, ও স্ব স্ব
জাতি অনুযায়ী সবীজ ফলের উৎপাদক বৃক্ষ, উৎপন্ন করিল; আর ঈশ্বর দেখিলেন
যে, সে সকল উত্তম। ১৩ আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।[১৭]

১৪ পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমন্ডলের
বিতানে জ্যোতির্গণ হউক; সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও
বৎসরের জন্য হউক; ১৫ এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া
আকাশমন্ডলের বিতানে থাকুক;[১৮]

---

১৫ ঈশ্বরই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা যিনি বসবাস করতে মানুষের জন্য একটি মনোরম স্থান সৃষ্টি করলেন। এটাই বাইবেলের কাহিনীগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশ। এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে সুসমাচারগুলিতে দেখা যায়, খ্রীষ্ট শুষ্ক ভূমির মরুভূমিস্থ সাগর থেকে প্রেরিতগণকে আনলেন।

১৬ মানবীয় বিবেচনা অনুসারে, লোকেরাই সিদ্ধান্ত নেয় যে কোনটি উত্তম। কোনটি উত্তম এর সংজ্ঞা ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন পরিবর্তন হতে পারে। যাহোক, বাইবেল এই শিক্ষা দেয় যে ঈশ্বর নিজেই সিদ্ধান্ত নেন যে কোনটি উত্তম। তিনি আরও সিদ্ধান্ত নেন যে কোনটি মন্দ। ঈশ্বরের বর্ণনাগুলি সত্য এবং তারা অতিরিক্ত সময় পরিবর্তন করেন না। আবার, "সে সকল উত্তম" শব্দগুচ্ছ (অথবা এটি যথার্থ) আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদে সাত বার পুনরুক্ত করা হয়েছে।

১৭ এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে **তৃতীয় দিবসে** বীজ অঙ্কুরিত হলো। এটাই প্রথম সঙ্কেত যে তৃতীয় দিবসে আমরা নূতন জীবনের আগমন দেখলাম। বাইবেলের শুরু থেকে খ্রীষ্টের মৃত্যু ও তৃতীয় দিবসে উত্থানের সুসমাচার বিষয়ক সংবাদ আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি। সমুদয় পুরাতন নিয়মে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি তৃতীয় দিবসেই ঘটেছে। এটি শেষ তৃতীয় দিবসের জন্য পাঠককে প্রস্তুত করে।

১৮ আদিকাল থেকে লোকেরা সূর্য্য, চন্দ্র, ও নক্ষত্রের পূজা করত। এখানে আমরা দেখতে পাই যে এগুলি "পৃথিবীর উপর আলো দিতে" ও চিহ্ন স্বরূপ নির্ম্মিত হয়েছিল। গীত: লেখক যখন গীত: ৮ অধ্যায় লিখছিলেন তখন তিনি সূর্য্য, চন্দ্র, ও নক্ষত্র সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন।

সকাল দিয়ে শুরু করে সন্ধ্যা দিয়ে শেষ করেন। সাধারণভাবেই এই বিষয়গুলি বর্ণনা করা হয়, আর অন্ধকার হলো এর পরিসমাপ্তি। এটা ঠিক যেন অন্ধকার দীপ্তিকে পরাজিত করেছে। আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদ ঠিক তার বিপরীত। সন্ধ্যা দ্বারা শুরু হয়ে ও প্রাতঃকাল দ্বারা সমাপ্তি হওয়ায় বাইবেলে প্রাতঃকাল সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দীপ্তিময় বলে মনে হয়েছে। এই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দীপ্তিময় বিজয় যা ঈশ্বর অন্ধকারের উপর অবিরত সাধন করছেন। সূর্য্য উদিত হওয়ার প্রতিটি মুহূর্ত, আমরা স্মরণ করি যে অন্ধকারের মধ্যে তার উজ্জ্বল আলো প্রদানের একমাত্র কারণ ঈশ্বর। উদীয়মান সূর্য্যের দ্বারা, ঈশ্বরের লোকেরা স্মরণ করতে পারে যে ঈশ্বর পাপ ও বিশৃঙ্খলার উপর বিজয়ী হয়েছেন।

এই শাস্ত্রাংশের সঙ্গে যিরমিয় ৩৩:১৯-২২ পদ অনুশীলন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই পদগুলিতে, ঈশ্বর একটি নিয়মের বর্ণনা করছেন যা তিনি দিবস ও রাত্রির সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি কেবল তাদের সৃষ্টি করেননি, তিনি তাদের সঙ্গে একটি সুদৃঢ় চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এই চুক্তির শর্তগুলি আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়নি। যাহোক, তাঁর এই চুক্তির মধ্যে উপস্থাপিত বিষয় এই যে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর পূর্ণ আয়ুষ্কাল ব্যাপিয়া তাদের স্থাপন কাল অবধি দিবস ও রাত্রির উদ্দেশ্য অব্যহত থাকবে। তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, দিবস ও রাত্রির সঙ্গে এই চুক্তি সম্পাদন করে তা বর্ণনা করেন, যে তাঁর লোকদের কাছে খ্রীষ্টের আগমন বিষয়ক তাঁর প্রতিজ্ঞা কত সুনিশ্চিত। এরূপে, দিবস ও রাত্রির দৃঢ় অবস্থিতি তাঁর সকল প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার বিষয় ঈশ্বরের লোকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে–বিশেষতঃ ঈশ্বরের লোকদের উপর শাসন করতে একজন অনন্তকালীয় রাজার আগমন বিষয়ক তাঁর প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

দীপ্তি উত্তম দেখিলেন,[১২] এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক্ করিলেন ৫ আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে[১৩] প্রথম দিবস হইল।[১৪]

৬ পরে ঈশ্বর কহিলেন, "জলের মধ্যে বিতান হউক, ও জলকে দুই ভাগে পৃথক্ করুক।" ৭ ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের উর্দ্ধস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক্ করিলেন; তাহাতে সেইরূপ হইল। ৮ পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমন্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।

---

১২ ঈশ্বরই একমাত্র ব্যক্তি যিনি কি উত্তম ও কি মন্দ তা বর্ণনা করতে পারেন। এটি তাৎপর্য্যপূর্ণ যে কোন বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে সাত বার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে "উত্তম" বলা হয়েছে। সাত সংখ্যাটি সৃষ্টিকালীন সময়ের তাৎপর্য্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রারম্ভে ১ পদে (হিব্রুতে) সাতটি শব্দ রয়েছে। "সে সকল উত্তম" এই সাতটি প্রতীক বর্ণনামূলক। সাত দিনে সৃষ্টি হয়েছিল। এই সাত সংখ্যার পুনরুক্ত শাস্ত্রাংশকে মুখস্ত করার ক্ষেত্রে সহজতর করেছে। এই সাত সংখ্যার পুনরুক্ত পাঠককে সপ্তম দিনে ঈশ্বরের বিশ্রামের বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা মানুষের মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণের আকাংখা সৃষ্টি করে। এই বিশ্রাম কেবলমাত্র যীশুর মধ্য দিয়ে আসতে পারে (মথি ১১:২৮ ও ইব্রীয় ৩-৪ অধ্যায় দেখুন)।

১৩ যেহেতু "প্রথম দিনটি" ESV তে পাঠ করা হয়েছে (NIV 2011,NLT, NET,HCSB দেখুন) হিব্রু মূল গ্রন্থে "**একটি** প্রথম দিন" পাঠ করা হয়েছে। হিব্রু ও ইংরেজী অনুবাদের মধ্যে এই পার্থক্যগুলি ২, ৩, ৪, ও ৫ দিনগুলির ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। **এটি ষষ্ঠ দিবস পর্য্যন্ত নয় যা হিব্রুতে নির্দিষ্ট বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে** (১:৩১ পদ দেখুন)। ঐ দিবস "ষষ্ঠ দিবস**টি**" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এটি ১-৫ দিনের মধ্যে ব্যবধান (সকলই বিশেষণ "এক" দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে) এবং ষষ্ঠ দিবস (বিশেষণ "টি" দ্বারা উপস্থাপন করা হয়েছে) সম্ভবতঃ উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয়েছে। যে দিন ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন – সেই ষষ্ঠ দিনের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করা এটি লেখকের একটি কৌশল যেন সমুদয় জগতে তারা তাঁর সাদৃশ্য আনায়ন করতে পারে। ষষ্ঠ দিনের উপর "টি" বিশেষণ ব্যবহার করে বর্ণনা করা লেখকের একটি কৌশল যেন মানুষ সৃষ্টির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে কারণ তারা সর্বত্র ঈশ্বরের গৌরব আনায়ন করবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। মানুষের গুরুত্বের বিষয় গীত: ৮ অধ্যায়ে দেখুন।

১৪ "আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে" এটি ২৪ ঘন্টার একটি নির্দিষ্ট সময়ের বিভাগকে সাধারণ ভাবে বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে, যখন লোকেরা একটি দিনের বর্ণনা দেন, তখন তারা

৩ পরে ঈশ্বর কহিলেন,[১০] দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল।[১১] ৪ তখন ঈশ্বর

১০ আদিপুস্তকের শুরু থেকে ঈশ্বরের বাক্যের উপর জোরালো ভাবে ভাবপ্রকাশ করা হয়েছে। ঈশ্বর নির্বাক নন। তিনি কথা বলা ঈশ্বর। তিনি তাঁর বাক্য দ্বারা সৃষ্টি করেন। তিনি তাঁর বাক্য দ্বারা নির্দেশনা দেন। তিনি তাঁর বাক্য দ্বারা আশীর্ব্বাদ করেন। তিনি তাঁর বাক্য দ্বারা আদেশ দেন। তিনি তাঁর বাক্য দ্বারা ভাল বা মন্দ বিষয়গুলির বর্ণনা দেন। তিনি তাঁর বাক্য দ্বারা বিচার করেন। এই প্রথম অধ্যায়গুলি বর্ণনা করছে যে ঈশ্বরের বলা সবকিছুই ঘটছে। এই কারণ মোশি পুনঃ পুনঃ বললেন, "আর এটা তদ্রূপ ছিল"। ঈশ্বরের বাক্য শুনবার জন্য ও তাঁদেরকে মান্য করবার জন্যলোকদের আহ্বান করা হলো।গীত: ২৯ অধ্যায়ের গীত লেখক এই বাক্যাংশ (ও অন্যান্য অংশ) নিয়ে চিন্তা করছেন যখন তিনি ঈশ্বরের বজ্রনাদের কথা বলছেন।

১১ ঈশ্বর সূর্য্য সৃষ্টি করবার (১৪-১৯ পদ) পূর্বে তিনি দীপ্তি (৩ পদ) সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ, সূর্য্যের উপস্থিতি জগতে অন্ধকারের সমাধান নয়। দীপ্তিই জগতের অন্ধকারের সমাধান যা ঈশ্বর থেকে আসে। নূতন নিয়মের প্রচারকদের যোহন ১:৪-৯, ৮:১২, ৯:৫ ও ২করিন্থীয় ৪:৪-৬ পদ তাৎক্ষনিক ভাবে স্মরণ করা আবশ্যক। এই সব পদগুলিতে, যীশুকে জ্যোতি বলা হয়েছে। এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে বাইবেলের শুরু ও শেষ একইভাবে হয়েছে। সেখানে নূতন সৃষ্টির বিষয় বলা হয়েছে, যেখানে নূতন সৃষ্ট দীপ্তির কাছে সূর্য্যের কোন প্রয়োজন নেই: "আর সেই নগরে দীপ্তিদানার্থে সূর্য্যের বা চন্দ্রের কিছু প্রয়োজন নাই; কারণ ঈশ্বরের প্রতাপ তাহা আলোকময় করে, এবং মেষশাবক তাহার প্রদীপস্বরূপ। আর জাতিগণ তাহার দীপ্তিতে গমনাগমন করিবে; এবং পৃথিবীর রাজারা তাহার মধ্যে আপন আপন প্রতাপ আনেন" (প্রকাশিত বাক্য ২১:২৩-২৪ পদ)। আত্মিকভাবে, ঈশ্বর অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসবার জন্য লোকদের আহ্বান করছেন যেন তারা তাঁর "আশ্চর্য্য দীপ্তির" মধ্যে বসবাস করতে পারে। যিশাইয় ৪৩:১-৭, ১৬-২১, ও ১পিতর ২:৯-১০ পদ দেখুন)।

২ পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, [৮]এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। [৯]

---

৮ ঈশ্বর **ইচ্ছাকৃতভাবেই** ঘোর ও শুন্য পৃথিবীর সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি এটা পূর্ণ আকার বিশিষ্ট্য করেই সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু কেন তিনি এভাবে পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন? **পৃথিবীতে ঈশ্বর কিভাবে কার্য্য করেন তা লোকদের দেখাবার জন্য, তিনি এভাবে এটা সাধন করলেন। এই প্রথম পদগুলি থেকে আমরা এটা শিখলাম যে ঈশ্বর তাঁর বাক্য দ্বারা (৩ পদ) ও তাঁর আত্মা দ্বারা (২ পদ) আদেশ করে বিষয়গুলি আনায়ন করলেন। খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের শ্বাশতঃ বাক্য, যোহন ১:১-১৭ পদ দেখুন)।**

"ঘোর ও শুন্য" শব্দগুলি হিব্রুতে বিরল। এগুলি কবিতা রচনা করার শব্দ (এগুলির উচ্চারণ **তহু** ও **বহুর** মত)। বস্তুতঃ এগুলি কবিতার শব্দ অর্থাৎ এগুলি মনে রাখা সহজ। যখন পরবর্তীতে বাইবেলীয় লেখকগণ কবিতার এই বিরল শব্দগুলি পুনরায় বলতেন, এটির একটি রহস্য এই যে লেখক চাইতেন যেন পাঠক আদিপুস্তক ১:২ পদের বিষয় চিন্তা করেন। যিরমিয় ৪:২৩ পদে যিরমিয় এই শব্দগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে ঈশ্বরের লোকদের প্রতিমা পূজা পৃথিবীকে "তহু ও বহুর" ("ঘোর ও শুন্য") অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়েছে। এটি প্রতিমা পূজা ঘটিত অভিশাপ! যিশাইয় ৩৪:১০-১১পদে যিশাইয় ভাববাদী এই শব্দগুলির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে ঈশ্বরের লোকদের শত্রুগণ "তহু ও বহু" হবে। তাদের বিদ্রোহের কারণে এই অভিশাপ! আজ, তাদের লোকদের "তহু ও বহু" থেকে বের করে আনবার জন্য ঈশ্বর কর্তৃক মন্ডলী ব্যবহৃত হচ্ছে।

৯ পবিত্র আত্মা জলের উপর অবস্থিতি করছিল। তিনি তাঁকে প্রদত্ত ঈশ্বরের বাক্যের জন্য অপেক্ষা করছিলেন যেন তিনি ঈশ্বরের পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করেন। ঈশ্বর তাঁর আত্মা ব্যতীত কিছুই করেন না (দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রেরিত ১১:২৮, ১৩:৪, ১৫:৮, ১৬:৬, রোমীয় ২:২৯, ৮:১৩, ১৫:১৩, ১৫:১৬, ১করিন্থীয় ৬:১১, ১২:৯ ও ১২:১১ পদ দেখুন)। ঈশ্বরের বাক্য ও ঈশ্বরের আত্মা পবিত্র একতায় সর্বদাই একত্রে কার্য্য সাধন করেন। ঈশ্বরের আত্মা এখনও জগতে কার্য্য সাধন করছেন। তিনি ঈশ্বর প্রদত্ত বাক্য পালন করবার জন্য বেশী সময় "অবস্থিতি" করেন না। তিনি যীশুর উপর "নির্ভর" করেছেন, এভাবে, এর পিছনে ঈশ্বরের আত্মার শক্তি খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। মার্ক ১:৯-১১ ও যোহন ৩:৩৪ পদ দেখুন। হিব্রু ক্রিয়া ও ক্রিয়ার বিন্যাস আদিপুস্তক ১:২ পদে ঈশ্বরের আত্মার "অবস্থিতির" সঙ্গে সংযুক্ত যা দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১১ পদে ব্যবহৃত হয়েছে। ওটাই পুরাতন নিয়মে এই একই ক্রিয়া একই আকারে ব্যবহৃত হওয়ার একমাত্র স্থান! দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:১১ পদে "তহু" তে ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দের অনুসন্ধান করছেন (৮ পদ দেখুন) ও তাদের উপর অবস্থান করছেন যেন তারা সযত্নে তহুর স্থান থেকে উত্তম স্থানে (প্রতিজ্ঞাত দেশে!) আনীত হন। এরূপে, ইস্রায়েলীয়রা আদিপুস্তক ১:২ পদের সাথে তুলনীয় প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করেছিলেন। এটা সেই একই কাহিনী! এই দু'টি শাস্ত্রাংশ একই শিক্ষা দিচ্ছে যে একই আত্মা লোকদের তহু থেকে ঈশ্বরের উত্তম স্থানে নিয়ে আসছে। তিনি যা আদিপুস্তকে করেছিলেন, তিনি তাই ইস্রায়েলীয়দের জন্য করেছিলেন, আর তিনি এখন ঈশ্বরের লোকদের পক্ষে একই বিষয় সাধন করছেন!

৩১:১৭, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:২৬, ৩০:১৯, ৩১:২৮, ২রাজাবলি ১৯:১৫, ২বংশাবলি ২:১২, ইস্রা ৫:১১, গীত: ৬৯:৩৪, ১১৩:৬, ১১৫:১৫, ১২১:২, ১২৪:৮, ১৩৪:৩, ১৪৬:৬, যিশাইয় ৩৭:১৬, যিরমিয় ১০:১১, ২৩:২৪, ৩২:১৭, ৩৩:২৫, ৫১:৪৮, যোয়েল ৩:১৬, হবক্কুক ৩:৩, হগয় ২:৬, ২:২১, মথি ৫:১৮, ১১:২৫, ২৪:৩৫, মার্ক ১৩:৩১, লূক ১০:২১, ১৬:১৭, ২১:৩৩, প্রেরিত: ১৭:২৪, ২পিতর ৩:৭, ও প্রকাশিত বাক্য ১৪:৭ পদ দেখুন।

এটা মনে রাখা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে আকাশমন্ডল (করূব) ও পৃথিবী (ফল, ফুল, বৃক্ষ, ও পশু) থেকে সাদৃশ্যগুলি মন্দিরের সর্বত্র দেখতে পাওয়া গিয়েছিল (১ রাজাবলি ৬-৮ অধ্যায় দেখুন)। এটি একটি নিদর্শন স্বরূপ মনে করা যায় যে ঐ মন্দির ছিল আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র বিবরণ। অন্য দিকে, আকাশমন্ডল ও পৃথিবী একটি মন্দির রূপে সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে ঈশ্বর পবিত্র রূপে মান্য হয়েছিলেন। মূলতঃ আদম ও হবা ঈশ্বরের নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন, আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর জন্য এই উদ্দেশ্য পূর্ণতা সাধিত হয় নাই। শেষ আদম, যীশু এসেছিলেন, যেন বাস্তবিকভাবেই পূর্ব থেকে সংকল্পিত আকাশমন্ডল ও পৃথিবী ঈশ্বরের মন্দির রূপে সেবা করে যেখানে সবকিছুই তাঁকে পবিত্র রূপে মান্য করে। গীত: ১৪৮:৩-৫, ১৫০:৬, যিশাইয় ১১:৯, ও হবক্কুক ২:১৪ পদ দেখুন।

আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদ আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর **শুরু** হওয়ার কাহিনী বলছে। শাস্ত্রলিপি আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর **সমাপ্তি** হওয়ার বিষয়ও বলছে (মথি ২৪:৩৫, মার্ক ১৩:৩১, ও ২পিতর ৩:১-১৩ পদ দেখুন)। অনেক শাস্ত্রাংশে একটি নূতন আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর বিষয় বলা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যিশাইয় ৬৫:১৭, রোমীয় ৮, ২পিতর ৩:১৩, ও প্রকাশিত বাক্য ২১:২২ পদ দেখুন)।

এটা মনে রাখা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে কারণে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন আমরা সে সম্পর্কে কোন কিছুই বলি নাই। এমন কোন কিছুই ছিল না বা কেহই নাই যে তাঁকে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করতে বাধ্য করেছিল। তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না যে তাঁর সৃষ্টি দ্বারা একত্রে মিলিত হওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল। একটি সমস্যার সমাধান করতে তিনি কোন বাধ্যবাধকতার অধীন ছিলেন না। এরূপে, ঈশ্বর তাঁর নিজের ইচ্ছায় পৃথিবীর (ও মানুষ) সৃষ্টি করলেন। মূল গ্রন্থাংশ তাঁর নিজের মনোনয়ন অনুসারে তাঁকে এই সব সাধন করতে দেখিয়েছে। এটি পৃথিবীর প্রত্যেক ব্যক্তির আনন্দ ও কর্তব্য যে পৃথিবী সৃষ্টির ঈশ্বরের মহৎ উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা। তবে সৌভাগ্যবশতঃ ঈশ্বর অনেক শাস্ত্রলিপিতে সবকিছু সৃষ্টির পিছনে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছেন। (দৃষ্টান্তস্বরূপ, দেখুন, আদিপুস্তক ১:২৬-২৮, যিশাইয় ৪৩:৬-৭, প্রেরিত ১৭:২৬-২৭ ও ইফিষীয় ১:১০ পদ)।

আদিপুস্তক ১:১-২:৩

আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর[৫ ৬ ৭] সৃষ্টি করিলেন।[৪]

---

৪ এই পদে বাইবেলে ঈশ্বরের একমাত্র ব্যবহৃত **সৃষ্টি করিলেন** শব্দটি হিব্রু থেকে অনুবাদ করা হয়েছে। তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। **এই হিব্রু শব্দ কখনও মানব জাতির কাজের সঙ্গে সংযুক্ত নয়** (আদিপুস্তক ১:২১, ১:২৭, ২:৩, ২:৪, ৫:১-২, ৬:৭, যাত্রাপুস্তক ৩৪:১০, গণনাপুস্তক ১৬:৩০, দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৩২, গীত: ৫১:১০, ৮৯:১২, ৮৯:৪৭, ১০২:১৮, ১০৪:৩০, ১৪৮:৫, উপদেশক ১২:১, যিশাইয় ৪:৫, ৪০:২৬, ৪০:২৮, ৪১:২০, ৪২:৫, ৪৩:১, ৪৩:৭, ৪৩:১৫, ৪৫:৭, ৪৫:৮, ৪৫:১২, ৪৫:১৮, ৪৮:৭, ৫৪:১৬, ৫৭:১৯, ৬৫:১৭-১৮, যিরমিয় ৩১;২২, যিহিস্কেল ২১:৩০, ২৮:১৩, ২৮:১৫, আমোষ ৪:১৩ ও মালাখি ২:১০ পদ দেখুন)। আমরা কিভাবে ঈশ্বরকে ও তাঁর জ্ঞান, তাঁর ক্ষমতা, ও তাঁর কার্য্য বুঝতে পারি, এর প্রভাব অনেক হওয়া আবশ্যক। কারণ ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন, এবং তিনিই আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর একমাত্র মালিকএবং এই সকল ঘটনার সাথে তিনিই গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট। সৃষ্টিকর্তা হিসাবে সব কিছুই তাঁর কর্তৃত্বের অধীন। গীত: ১১৯:৮৯-৯১ পদ, যিরমিয় ২৭:৪-৫ ও ১করিন্থীয় ৬:১৩, ১৯-২০ পদ দেখুন।

৫ শব্দগুচ্ছ "আকাশমন্ডল ও পৃথিবী" দুইটি ভিন্ন স্থানকে উল্লেখ করছে। কিন্তু এই দুটি স্থানকে এক জায়গায় আনা হয়েছে (এখানে এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রলিপিতে) পাঠককে একটি বিষয় শিক্ষা দিতে: **ঈশ্বর সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা।** যেমন (ইংরেজিতে) কেউ কেউ বলে থাকে, "সে A থেকে Z পর্য্যন্ত সব কিছু জানে"। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে, ইংরেজি বর্ণমালার প্রথম ও শেষ অক্ষর এক জায়গায় এনে এই ব্যক্তি সম্পর্কে একটি বিষয় শিক্ষার আছে: তার সব কিছু জানার অর্থ হল সে গণনা সম্পর্কে সব কিছু জানে। সে শুরু থেকে (A) শেষ পর্য্যন্ত (Z) এবং মাঝখানের (B,C,D,E,F,G etc) সব কিছু জানে! আদিপুস্তক ১:১ পদে এই একই সত্য রয়েছে। এটি বলছে যে ঈশ্বর আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন, লেখক বলছেন যে তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এমন কিছুই নাই যা তিনি সৃষ্টি করেননি। বস্তুত: ঈশ্বর সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা তবে এর প্রভাবের সাথে আমরা কিভাবে সবকিছু যুক্ত করি। আমরা বুঝতে পারি যে সবকিছুই তাঁর অধিকারে। এই কারণ তাঁকে "আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর" মালিক বলা হয় (আদিপুস্তক ১৪:১৯, ২২ পদ দেখুন)। এটি প্রচারক ও শিক্ষকের অনুশীলন কার্য্যে মহা সহায়ক হবে কিভাবে শাস্ত্রলিপিতে "আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর" বিষয় একত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। আদিপুস্তক ২:১, ২:৪, ১৪:১৯, ১৪:২২, যাত্রাপুস্তক ২০:১১,

আদিপুস্তক ১:১ পদ বর্ণনা করছে যে ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এই যে অন্য দেবতারা (যেমন দেবমূর্তি) বিশ্ব ব্রহ্মান্ড সৃষ্টি করে নাই বা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের মধ্যে যা কিছু আছে এর কোন কিছুই সৃষ্টি করে নাই। অন্য দেবতাদের ক্ষমতাহীনতার বিষয় শাস্ত্রলিপির মাধ্যমেই শিক্ষা পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গীত: ৯৬:৫ ও যিরমিয় ১০:১১ পদ দেখুন।

আদিপুস্তক ১:১ পদের হিব্রু নাম **এলোহিম** এর ইংরেজি অনুবাদ"গড"। এই নাম মোশির গ্রন্থে (আদিপুস্তক থেকে দ্বিতীয় বিবরণ পর্যন্ত) ৬৯৯ বার ব্যবহার করা হয়েছে। মোশির গ্রন্থে ঈশ্বরের উপাধি রূপে অতি প্রচলিত নাম হিসাবে এটি ব্যবহার করা হয়নি। মোশির গ্রন্থে ঈশ্বরের অতি প্রচলিত নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে **ইয়াওয়ে** (এটির অনুবাদ "লর্ড"–ইংরেজিতে–এই শব্দটিতে বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার করা হয়েছে)। মোশির গ্রন্থে ইয়াওয়ে শব্দটি ১,৫৮১ বার ব্যবহার করা হয়েছে। **ইয়াওয়ে** ঈশ্বরের "ব্যক্তিগত" নাম। **এলোহিম** শব্দটি মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে জোর দেয় না। এটা অতি সাধারণ বিষয়। অর্থাৎ **এলোহিম** বাইবেলীয় লেখকদের একটি প্রকৃতিগত মনোনয়ন যা কোন পরিস্থিতি অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কোন ব্যক্তিগত নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। ঈশ্বরের অন্য নামগুলি অন্য পরিস্থিতিতে ব্যবহৃত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আদিপুস্তক ২:৪ পদের শুরুতে ঈশ্বরের জন্য অন্য নাম ব্যবহৃত হয়েছে–**ইয়াওয়ে এলোহিম** (ইংরেজিতে "লর্ড গড" রূপে অনুবাদ করা হয়েছে)। আদিপুস্তক ২:৪ পদের শুরুতে ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করায় ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করছে বা তাঁর গুণের উপর কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। সদাপ্রভু শব্দটি মোশির গ্রন্থে ২৯ বার ব্যবহৃত হয়েছে।

এটি উল্লেখযোগ্য যে একটি বহুবচন বিভক্তি নিয়ে **এলেহিম** একটি হিব্রু নাম। অর্থাৎ এই বিভক্তির ধরণ দ্বারা হিব্রু নামগুলি সাধারণভাবে একটি বিষয় অপেক্ষা অধিক বিষয়কে নির্দেশ করে। এখানে ঈশ্বরের জন্য কেন একটি বহুবচন নাম ব্যবহার করা হয়েছে এ বিষয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। সরলভাবে ও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা এই যে ঈশ্বর একের চেয়ে অধিক। যাহোক, এই পদে (**"সৃষ্টি করা"**) ক্রিয়াপদ একবচনে ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপে, এই পদে আমরা এটা শিখতে পাই যে ঈশ্বর বহুবচন কিন্তু তিনি একবচনও। **বাইবেলের প্রথম পদ থেকেই, আমরা ত্রিত্বের উল্লেখ দেখতে পাই** (আদিপুস্তক ১:২৬ পদে কিভাবে ঈশ্বর উল্লেখ করেছেন তাও দেখুন)! কোন কোন সময় লোকদের মধ্যে এই বিতর্ক হয়েছে যে ঈশ্বর একের চেয়ে অধিক মোশি এই তত্ত্ব ভালভাবে বুঝাতে পারেননি। এই সত্য, এই বিষয় অনুসারে, অনেক পরে প্রকাশিত হয়নি। যেহেতু ঐশ্বরিক প্রকৃতির ত্রিত্ব স্বভাব সম্পর্কে নিশ্চিতভাবেই সত্যের মৌলিক অংশ রয়েছে সেহেতু প্রভু যীশুর আগমন না হওয়া পর্য্যন্ত এটা প্রকাশিত হয়নি, আর এটা এই অর্থ করে না যে এর পূর্বে আর কেহই এই সত্য জ্ঞাত হয়নি। প্রেরিত পিতরের বক্তব্য অনুসারে, অনেক লোকদের চেয়ে পুরাতন নিয়মের ভাববাদীগণ অনেক বেশী জানতেন (১ পিতর ১:১০-১২ পদ দেখুন)। আবার, এটি এই অর্থ করে না যে মোশি স্পষ্টভাবে ত্রিত্বের বিষয় বর্ণনা করতে পেরেছেন। যাহোক, এটা এই অর্থ করে যে, তিনি জানতেন যে এক ঈশ্বরে একের অধিক সংখ্যা ছিল। **তিনি এর আদি কারণ অবয়বে ত্রিত্ব দেখেছিলেন এবং তিনি কি দেখেছিলেন তা বর্ণনা করতে যত্নশীল ছিলেন।**

আদিপুস্তক ১

১ আদিতে, [২]ঈশ্বর[৩]

---

১ আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদ অত্যধিক সংগঠিত। একেবারে প্রথম পদ থেকেই, প্রচুর পরিমাণে প্রমাণ আছে যে এটা খুবই সতর্কভাবে লিখিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১ পদে (হিব্রুতে) সাতটি শব্দ রয়েছে। এই সাতটি শব্দ সাত দিনে সৃষ্টির প্রতিধ্বনি স্বরূপ।

২ "আদিতে" শব্দটি সকল বিষয়ের আদি নয়। আকাশমন্ডল ও পৃথিবী ও এর মধ্যে যা কিছু আছে এর সকলই মোশি আদিতে বলে উল্লেখ করেছেন। এটা জেনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে যখন এই কাহিনী শুরু হয়েছিল তখন পিতা, পুত্র, ও পবিত্র আত্মন বিদ্যমান ছিলেন। ঈশ্বর অনন্তজীবী। তাঁর কোন শুরু নেই কোন শেষ নেই (গীত: ৯৩:১-২ পদ দেখুন)। আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদ এই ব্যাখ্যা করছে না যে ঈশ্বর কোথা থেকে এসেছেন এবং আকাশমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে তিনি কি করছিলেন। এই পদগুলিতে এই কথা বলার বিষয় নয়। ঘটনাবলী সম্পর্কে আরও অধিক তথ্য রয়েছে যা অন্য শাস্ত্রলিপিতে দেখতে পাওয়া যায় যা বিশ্ব ভ্রম্মান্ড স্থাপনের পূর্বে ঘটেছিল (উদাহরণ স্বরূপ, যোহন ১৭:৫ ও ইফিষীয় ১:৩-৬ পদ দেখুন)।

প্রেরিত যোহন তাঁর সুসমাচারের শুরুতে "আদিতে" শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন। এই শব্দগুলি আদিপুস্তক ১:১ পদ থেকে ব্যবহার করা হয়েছে, এটা সুস্পষ্ট যে যোহন চেয়েছেন যেন তাঁর পাঠকেরা যীশু কে এই সম্পর্কে ও সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে যীশুর সম্পৃক্ততার বিষয় চিন্তা করে (যোহন ১:১-২ পদ দেখুন)। ১ যোহন ১:১ পদ দেখুন)।

৩ **বাইবেলে (ও বিশ্বভ্রম্মান্ডে) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিহ্ন যা প্রথম পদে পরিচয় দেওয়া হয়েছে: ঈশ্বর।** ১:১-২:৩ পদ পর্য্যন্ত ৩৫ বার ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করা হয়েছে। এটাই একটি আশ্চর্য্যজনক সময়ের সমষ্টি ও পাঠককে অভিভূতকারী বিষয়। এই বহুবার একটি নাম লেখকগণ সাধারণভাবে পুনরুক্তি করেননি। তারা সাধারণভাবেই পাঠককে একটি সর্বনাম (যেমন, তিনি) উল্লেখ করে তাঁর বিষয় জানাতে পারতেন। যদিও মোশি "তিনি" সর্বনামটি ব্যবহার করেছেন যেমন তিনি এই কাহিনীতে বলেছেন, তিনি পুনঃপুনঃ ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করবার বিষয় মনস্থ করার উপর জোর দিয়েছেন যেন ঈশ্বর এই অংশের মূল আকর্ষণ হন এবং ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই নাই যিনি এই সকল বিষয় সাধন করেছেন।

মোশি এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেননি যে এই পদগুলিতে ঈশ্বর জীবন্ত। ঈশ্বর তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেয়ে একটি মহান সত্য আবশ্যক বোধ করা, এর জন্য এটা অসম্ভব হবে। সমস্ত বিষয়ের পূর্বে ঈশ্বর বিদ্যমান ছিলেন, বিধায়, তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্য আর কিছুই ব্যবহার করবার প্রয়োজন নেই। আমরা ধর্মবিশ্বাস দ্বারা তাঁকে বিশ্বাস করেছি। আদিপুস্তক ১:১ পদে **বুঝানো** হচ্ছে যে ঈশ্বর জীবন্ত এবং তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন। পুনরায়, এতে, ধর্মবিশ্বাস দাবি করা হয়েছে। বাইবেলের প্রথম পদ থেকে, ঈশ্বর সম্পর্কে একটি সত্য বিশ্বাস করা পাঠকের বাস্তব চাওয়ার বিষয় যদিও এই সত্য পাঠকগণের দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

জন্য এই পদগুলি লিখিত হয়নি। কিন্তু যদি এই পদগুলির বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রেত না থেকে থাকে, তবে তাদের কি শিক্ষা দেওয়ার অভিপ্রেত ছিল? তারা ঈশ্বর সম্পর্কে প্রথম ও সর্ব্বোত্তম কিছু বিষয় লিখে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদের মূল আকর্ষণ। অত্যন্ত ভঙ্গুর পৃথিবীতে জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাসে লোকদের পরিচালিত করতে এই পদগুলি লিখিত হয়েছিল।

বর্তমান পাঠকদের মতে, সেই প্রথম মানুষগুলি,তাদের কাছে পঠিত এই বাক্যগুলি যারা শুনেছিল তাদের থেকে ভিন্ন ভিন্ন কালে বসবাসরত আমাদের এগুলি জানা খুবই প্রয়োজন। আমরা বর্তমান কালের মানুষেরা আমরা যে প্রভাবে বসবাস করছি আমরা কিভাবে আদিপুস্তকের বাক্যগুলি শুনে থাকি। যখন আমরা আদিপুস্তক ১ অধ্যায় সম্পর্কে চিন্তা করি তখন আমরা ক্রমবিকাশের বিষয় চিন্তা করতে পারি। আমরা অবাক হই যে কিভাবে কোন সৃষ্টিকর্তা ছিল না এই পদগুলি বর্তমান বিশ্বাসের সঙ্গে উপযুক্ত হয়েছে এবং ঐ বিষয়গুলি ঘটনাক্রমে যুক্ত হয়েছে। যাহোক, এটা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে মোশির শ্রোতৃবর্গের মধ্যে এমন কেহই ছিল না (ইস্রায়েল জাতি যখন মিশর দেশ থেকে প্রতিজ্ঞাত দেশের উদ্দেশে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছিল) যখন তাদের কাছে পঠিত এই পদগুলি প্রথম তারা শুনেছিল যে ক্রমবিকাশ সম্পর্কে তারা কোন চিন্তা করতে পারে। আদিপুস্তক লিখিত হওয়ার সময়ে কেহই ক্রমবিকাশ বিশ্বাস করত না, অতএব, এই পদগুলির আসল উদ্দেশ্য ক্রমবিকাশের ধারণাকে অপ্রমাণ করে নাই।

যেহেতু মোশির সময়ের লোকেরা ক্রমবিকাশে বিশ্বাস করত না, এটা এই অর্থ করে না যে তারা বিশ্বাস করত যে বাইবেলের ঈশ্বর সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। মোশির সমকালীন অধিকাংশ মানুষ অন্য দেব দেবতার আরাধনা করত। এই দেব দেবতাদের কিছু কিছু মানুষের সাদৃশ্যে মানুষের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল। এটা আদিপুস্তক ১:২৬-২৭ পদের বিপরীত! আর কিছু কিছু তথাকথিত দেবতার আরাধনা করত যেমন সূর্য্য, চন্দ্র, মৎস্য, পক্ষী, সরীসৃপ ও বিভিন্ন ম্যামাল্‌স। আদিপুস্তকের এইপদগুলি বর্ণনা করছে যে এই দেবতারা এই বিষয়গুলির কেহই নয়। একমাত্র এক জন ঈশ্বর আছেন। তিনি সর্বদা জীবন্ত। এক মাত্র সত্য ঈশ্বর এই কাহিনীর এই পদগুলিতে কথিত অংশ।

মানুষ ও সৃষ্টির বিষয় ঈশ্বর যা বলতে চেয়েছেন এই বিষয় বাইবেলে তাই বলছে। এই পদগুলিতে এই সংবাদ আছে যা আধুনিক মানুষ গ্রহণ করতে ত্যাগ স্বীকার করছে। কিন্তু, উভয় ঘটনাতে, ঈশ্বর কি বলেছেন তা মানুষ অবশ্যই বিশ্বাস করবে। আর তিনি বিশ্বাস করতে মানুষকে আহ্বান করছেন।

মানুষের যে সীমাবদ্ধতা আছে এই পদগুলি তাই বর্ণনা করছে। এখানে প্রচুর বিষয় আছে যা আমরা জানি না। বস্তুত: এই অধ্যায়ে প্রকাশিত তথ্যের কোন একটি লোকেরা জানতে পারে না যতক্ষণ না পর্য্যন্ত ঈশ্বর তাদের কাছে তা প্রকাশ করেন। এই ঘটনাগুলির জ্ঞান ঈশ্বরের অনুগ্রহের দান। মনোযোগী পাঠক মোশির বাক্যগুলি পড়বেন এবং তিনি এই পদগুলিতে কোন্ বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন তা বুঝতে চেষ্টা করবেন। তা ছাড়াও, মনোযোগী পাঠক একমাত্র তাঁরই আরাধনা করবেন যাঁর বিষয় মোশি প্রত্যাশা করেছিলেন যেন সমস্ত মানুষ তাঁর আরাধনা করে।

আদিপুস্তক ১:১-২:৩

আদিপুস্তকের গ্রন্থটি মোশি সঠিকভাবে সংগঠন করেছেন, এতে আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদে আকাশমন্ডল পৃথিবী বিষয়ক **ভূমিকা** উপস্থাপিত হয়েছে যা আদিপুস্তক ২:৪ পদে শুরু হয়েছে (আদিপুস্তক ২:৪ পদের টীকা দেখুন)। প্রকাশিত বাক্য ২০ অধ্যায় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর কাহিনী সমাপ্ত হচ্ছে না! প্রকাশিত বাক্য ২১ একটি নূতন কাহিনী–নূতন আকাশমন্ডল ও নূতন পৃথিবীর কাহিনী – শুরু! একটি গ্রন্থের **ভূমিকা** পাঠককে পটভূমিকার অত্যাবশ্যকীয় তথ্য দ্বারা উদ্বুদ্ধ করে যা পাঠককে কাহিনীটি সঠিকভাবে পড়তে সাহায্য করে। এটা যথাযথ যা আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদ পাঠককে উদ্বুদ্ধ করে। আদিপুস্তক ২:৪ পদে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর কাহিনী শুরু করার পূর্বে আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদের বিষয়গুলি পাঠকের জানা প্রয়োজন। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর কাহিনী শুরু করার একটি বড়-চিত্র দর্শন করার মত আদিপুস্তক ১:১-২:৩পদ। আদিপুস্তক ২:৪-২৫ পদে, আমরা একই কাহিনীর অতি নিকটের দৃশ্য দেখতে পাই।

আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদে বলা হয়েছে। এই পদগুলিতে, পাঠককে বিশ্ব ইতিহাসে পবিত্র ত্রিত্ব ঈশ্বরের কার্য্য "দেখবার" অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পাঠক যা দেখছে তার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের ক্ষমতা ও গুণ নিজের উপর প্রতিফলিত করবেন এবং ঈশ্বরের কার্য্যের জন্য তাঁর গৌরব করবেন ও তাঁর ধন্যবাদ করবেন (রোমীয় ১:২১ পদ)। পাঠক আরও, এই প্রারম্ভিক পদগুলিতে লিখিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বুঝতে পারবেন, বিশ্ব ব্রম্মান্ড ও এর সব কিছুর সৃষ্টি সম্পর্কে ঈশ্বরের সংকল্পের বিষয় চিন্তা করা কত কঠিন বিষয়। আদিপুস্তক ১:১-২:৩ পদের ঈশ্বরের গুণাবলী কিরূপ তা পাঠককে **বলা** হয়নি (যাত্রাপুস্তক ৩৪:৬-৭ পদের মত ঈশ্বরের গুণবলী স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে)। বরং, ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে ও তাঁর কার্য্যের দ্বারা তাঁর ইচ্ছা কি তা পাঠককে **দেখানো** হয়েছে। ঈশ্বর সম্পর্কে মোশির বাক্য এটা প্রকাশ করে যে তিনি জ্ঞানী, শক্তিমান, সৃষ্টি করবার ক্ষমতাবিশিষ্ট, দয়ালু, মহানুভব, প্রেমময় ও ন্যায়বান। এই অধ্যায়গুলিতে ঈশ্বরের বাক্য ও কার্য্যের বিষয় পাঠ করে পাঠক এই বিষয়গুলি শিখতে পারে।

মানব জাতির ইতিহাস বিষয়ক পরিপ্রেক্ষিত থেকে যখন মানুষ ঈশ্বরের সৃষ্টি দেখবার বিষয় মনোযোগী হয়, তখন বাইবেলীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টির বিষয় দেখবার চেষ্টা করা আরও গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মনোবাসনা ঈশ্বরের মন্দির বিষয়ক হয়ে থাকে, যে স্থানে তিনি পবিত্র রূপে মান্য হন। এই কারণ, অন্য শাস্ত্রলিপিতে, আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে তাঁর মন্দির রূপে তুলনা করা হয়েছে।

তিনি পৃথিবীর ন্যায়, উচ্চ শিখরের ন্যায় আপন ধর্ম্মধাম নির্ম্মান করেছেন, যা তিনি চিরকালের তরে স্থাপন করেছেন। **গীত: ৭৮:৬৯ পদ।**

বাস্তবিক আদিপুস্তকের ১:১-২:৩ পদের প্রতিটি বাক্য (এবং সমুদয় বাইবেল) সত্য। এই প্রথম পদগুলি একটি বিজ্ঞান বইয়ের মত অভিপ্রেত প্রকাশ করে নাই। বিশ্বমন্ডল ও পৃথিবী সম্পর্কে কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবার জন্য এই পদগুলি লেখা হয় নি। একটি বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে প্রাকৃতিক বিষয়গুলির কার্য্য ব্যাখ্যা করবার

করা হবে, ও কার্য্যকরী হবে। এই অধ্যায়গুলি যারা পড়বে তারা এই অধ্যায়গুলিতে **বিশ্বদর্শন** ও **কার্য্যকর** সত্য দেখতে পারবে।

২০. মোশি খ্রীষ্ট সম্বন্ধে লিখেছিলেন। মোশির পাঁচটি খন্ডের গ্রন্থে প্রত্যেকটি পদ ও অধ্যায় হলো যীশুর কাহিনীর অংশ। লূক ২৪:২৫-২৭, ২৪:৪৪-৪৭, যোহন ১:৪৫, ৫:৩৯-৪৭, প্রেরিত ২৬:২২-২৩, ২৮:২৩ ও ১পিতর ১:১০-১২ পদ দেখুন।

২১. ঈশ্বরের পরিবর্তন নেই। যে ঈশ্বর আদিপুস্তক ১-৪ অধ্যায় (এবং সমুদয় পুরাতন নিয়ম) বর্ণনা করেছেন ঠিক সেই একই ঈশ্বর নূতন নিয়ম বর্ণনা করেছেন (যাকোব ১:১৭ পদ দেখুন)। এরূপে, ঈশ্বর যিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি জগৎ তত্ত্বাবধান করছেন। (প্রেরিত ১৭:২২-৩৪ পদ দেখুন)।

২২. বর্তমান খ্রীষ্টিয়ানদের জন্যই পুরাতন নিয়ম লিখিত হয়েছে। যখন নূতন নিয়মের লেখকগণ লোকদের শাস্ত্র পড়তে ও বিশ্বাস করতে আহ্বান করেছিলেন, তখন তারা পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রলিপির উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। এটা সুস্পষ্ট যে তখনও নূতন নিয়মের শাস্ত্রলিপি লিখিত হয়নি। রোমীয় ৪:২২-২৫, ১৫:৪, ১করিন্থীয় ১০:৬-১১, এবং ২তীমথিয় ৩:১৪-১৭ পদ দেখুন।

২৩. আদিপুস্তক হলো ঈশ্বরের অনুগ্রহের একটি উদাহরণ, আদম ও হবার পাপে পতিত হওয়ার পর যারা জীবিত ছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে এই পুস্তক লিখিত হয়েছিল। প্রথম মানুষ ঈশ্বরের নিরাময় বাক্য অগ্রাহ্য করেছিল। তাদের পরবর্ত্তী প্রজন্মও একই পথ অনুসরণ করেছিল। ঈশ্বর সেই সমস্ত মানুষ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। ঈশ্বর নিজ করুণায়, পাপে পূর্ণ লোকদের একটি গ্রন্থ দিলেন! ঠিক একই ভাবে আদম ও হবার ঈশ্বরের বাক্য মান্য করার প্রয়োজন ছিল যেভাবে ঈশ্বর কর্তৃক সরাসরি তাদেরকে বাক্য দেওয়া হয়েছিল যেমন আমাদের কাছে তা শাস্ত্রলিপির মাধ্যমে এসেছে।

২৪. আদিপুস্তকের প্রারম্ভিক অধ্যায়গুলি প্রতীক দ্বারা পরিপূর্ণ। একটি প্রতীক হলো ব্যক্তি, স্থান বা বস্তু যার সদৃশ্য, অনেক ভাবে, সতন্ত্র–ও অধিক তাৎপর্য্যপূর্ণ–ব্যক্তি, স্থান, বা বস্তু। একটি প্রতীক হলো একটি ক্ষুদ্র ছায়ার মত। উদাহরণ স্বরূপ, আদম খ্রীষ্টের প্রতীক। তিনি, অনেক ভাবেই খ্রীষ্টের মত। এই কারণ প্রেরিত পৌল যীশুকে "শেষ আদম" রূপে আখ্যায়িত করেছেন (রোমীয় ৫:১২-১৪)। আদম ও হবার মধ্যে বিবাহ হলো খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর মধ্যে "বিবাহের" প্রতীক। প্রেরিত পৌল খ্রীষ্ট ও মন্ডলীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ ব্যতীত জাগতিক বিবাহ সম্পর্কে বলতে পারেন না (ইফিষীয় ৫:২২-২৩ পদ দেখুন)। আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে উদ্যান থেকে প্রবাহিত নদী পবিত্র আত্মার প্রতীক (যোহন ৭:৩৭-৩৯ ও যিহিস্কেল ৪৭:১-১২ পদ দেখুন)।

২৫. বাইবেলের ঈশ্বরের আরাধনাকে অগ্রাহ্য করা সবচেয়ে বড় পাপ। ঈশ্বর ধৈর্য্যশীল। তাঁর ইচ্ছা যেন সমস্ত মানুষ তাঁর কাছে আসে ও তাঁর আরাধনা করে। তিনি মানুষের কাছে এসেছেন যেন তারা অবশ্য এটা পালন করে। ঈশ্বরের আরাধনা প্রত্যাখ্যান করা ও তাঁকে ধন্যবাদ না দেওয়া সবচেয়ে বড় অপরাধ। রোমীয় ১:১৮-২১ পদ দেখুন।

পাপের কারণে, যদি কেহ এর ভিতরে প্রবেশ করতে চাইত, তবে এর অনেক সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারত। এরূপে, যদিও একটি সমাগম তাম্বু ছিল, সেখানে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একটি প্রতিবন্ধক ছিল। এই প্রতিবন্ধকটি একটি পর্দা দ্বারা চিত্রিত করা হয়েছিল। এই পর্দায় মসীনা সূত্র দ্বারা নির্মিত করূবাকৃতি ছিল। এই করূবাকৃতি মানুষদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে এদন উদ্যানে আদম হবার পূন:প্রবেশ রোধ করতে ঈশ্বর করূবগণকে রেখেছিলেন যেন পাছে তারা জীবন বৃক্ষের ফল ভোজন করতে না পারে (আদিপুস্তক ৩:২৪ পদ দেখুন)। অবশেষে, এই সমাগম তাম্বু আরও অধিক স্থায়ী কাঠামো – মন্দির রূপে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। মন্দিরের উদ্দেশ্য ছিল লোকদের এদন উদ্যানের বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া। এই মন্দির, সমাগম তাম্বুর মত, একটি পর্দা যুক্ত হওয়াতে এটা জীবন বৃক্ষের বিষয় বর্ণনা করছে যা লোকদের কাছে আজও উন্মুক্ত নয়। অবশেষে, যিরূশালেম মন্দির ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। অন্য একটি মন্দির দ্বারা এটা পুনঃস্থাপিত হয়েছিল। ঐ মন্দিরও এদন উদ্যানের মতই ছিল। কিন্তু, এতেও, একটি পর্দা সংযুক্ত হয়েছিল যা জীবন বৃক্ষের পথ প্রদর্শন করে কিন্তু তা লোকদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। পরিশেষে, এই মন্দির চুড়ান্ত মন্দির – যীশু খ্রীষ্টতে পুনঃস্থাপিত হয়েছিল (যোহন ২:১৮-২২)। তিনিই সেই "স্থান" যেখানে ঈশ্বর ও মানুষেরা পবিত্র একতায় একত্রে বসবাস করতে সমর্থ। এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে, যীশুর মৃত্যুতে, মন্দিরের পর্দা চীরে দুই ভাগ হয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে আর কোন প্রতিবন্ধক থাকল না! এখন ঈশ্বর ও জীবন বৃক্ষের পথ সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত। জীবন বৃক্ষের পথে যে বাধা ছিল, ঈশ্বর, যীশুর মৃত্যুতে সেই করূব অপসারণ করে দিয়েছেন! বাস্তবিক, এদন উদ্যানের মত, যীশু সফল। যারা তাঁর কাছে আসে তারা সফল কারণ তারা "খ্রীষ্টেতে" আছে (যোহন ১৫:১-১৭)। যাহোক, যখন খ্রীষ্টিয়ানগণ যেহেতু খ্রীষ্টেতে এদন উদ্যানের সফলতা কিছু অনুভব করতে পেরেছে, তথাপি তারা খ্রীষ্টের কার্য্য দ্বারা আনীত সকল মঙ্গলভাব এখনও দেখতে পায়নি। এক দিন, পৃথিবী পাপের সমস্ত ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হবে (রোমীয় ৮ অধ্যায় দেখুন)। এটা সেই দিন ঘটবে যে দিন যীশু ফিরে আসবেন (প্রকাশিত বাক্য ২১-২২ অধ্যায় দেখুন)। ঐ সময়ে, খ্রীষ্টিয়ানগণ কিছু বিষয় জানতে পারবে – একটি উদ্যান যা পৃথিবীর উপর দিয়ে প্রসারিত যা আদম হবা কখনও দেখতে পায়নি! আজ আমরা বিশ্বাসে এদনের সফলতা অনুভব করতে পারছি। একদিন, আমরা ঠিকই আমাদের নিজের চোখে তা দেখতে পাব!

১৮. মানুষ ও গাছপালা ও পশুর জন্য আবাসস্থল অপেক্ষা পৃথিবীর উদ্দেশ্য আরও বেশী কিছু ছিল। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর উদ্দেশ্য ছিল জীবন্ত ঈশ্বরের মন্দির হওয়া। ঈশ্বর পৃথিবীকে "কার্য্যক্ষেত্র" রূপে সৃষ্টি করেছিলেন যেখানে তিনি পবিত্র বলে মান্য হবেন। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর প্রতিটি কার্য্যের উদ্দেশ্য যে তিনি অবিরত প্রশংসিত হবেন (গীত: ১৪৮ ও হবক্কুক ৩:৩)।

১৯. আদিপুস্তক ১, ২, ও ৩ অধ্যায় এই কথা পাঠককে বলছে যে কিভাবে তিনি পৃথিবী ও পৃথিবীর ইতিহাস দেখতে পাবেন। এই অধ্যায়গুলি পঠিত হবে, বিশ্বাস

করতে পারেন। মোশির সময়কালীন আর কেহই বেঁচে নেই। আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ে লিখিত ঘটনাবলীর সাক্ষী কেহই নেই। এই অধ্যায়গুলিতে বর্ণীত ঘটনাবলীর বিষয় চলচ্চিত্রে রূপায়িত করে দেওয়া হয় নাই। ঈশ্বর যখন আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করলেন সেই সময়ের কোন ছবি আমাদের নেই। আমরা বাক্যগুলি প্রদান করেছি। ঈশ্বরের দান স্বরূপ এই বাক্যগুলি আমরা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে সঞ্চয় করে রাখব। যদি কোন কোন বিষয় আমাদের কাছে আরও বেশী উত্তম, আমরা তাহলে এটা নিশ্চিত করতে পারি যে ঈশ্বর আমাদের এটা দিয়েছেন। তিনি তাঁর মহা দয়াতে, একটি গ্রন্থে আমাদের এই বাক্যগুলি দিতে মনোনীত করেছেন। এই বাক্যগুলি লিখিত হয়েছে যেন সেগুলি আমাদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করে। এটি বাক্যগুলিকে গ্রাহ্য না করতে প্রলুব্ধ করে ও ঘটনাগুলির পুনঃসৃষ্টি করতে চেষ্টা করে যা মূল বিষয়ের পশ্চাতে রয়েছে। যাহোক, এটা সেই বিষয় নয় যা আমাদের দ্বারা প্রদত্ত। আবার, আমরা ঈশ্বরের বাক্য দিয়েছি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যা তিনি তাঁর ভাববাদী মোশির মাধ্যমে বলেছেন। মূল বচনে লিখিত বাক্যগুলির প্রতি যত্নশীল প্রচারক লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন এবং ঈশ্বর কথিত এই বাক্যগুলিতে লোকদের বিশ্বাস স্থাপনে তাদের আহ্বান করবেন।

১৬. মোশির গ্রন্থ (দ্বিতীয় বিবরণের মাধ্যমে আদিপুস্তক) প্রকাশ করে যে সৃষ্টি করা ছাড়াও ঈশ্বর আরও অধিক কিছু করেছেন। যখন প্রয়োজন, তিনি তাঁর সৃষ্টি ধ্বংস করেন। আদিপুস্তক ৬-৮ অধ্যায়ে (নোহের সময়ে জলপ্লাবন) আমরা দেখতে পাই যে ঈশ্বর নিজে তাঁর সৃষ্টি ধ্বংস করলেন, আদিপুস্তক ১৯ অধ্যায় (অব্রাহাম ও লোটের সময়ে সদোম ও ঘোমরার ধ্বংস), এবং যাত্রাপুস্তক -১২ অধ্যায় (মোশির সময়ে মিশরের ধ্বংস)। বস্তুতঃ, মিশরের মহামারীর আক্রমণ পাঠককে আদিপুস্তক ১ অধ্যায়ের বিপরীত দিক স্মরণ করিয়ে দেয়। যদি এমন হয় যখন কোন কিছু **সৃষ্টি হয়নি** এবং সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বের আকারহীন জড়পিন্ডবৎ অবস্থায় ফিরে যাওয়া যায়। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময় আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর ধ্বংসের একটি ক্ষুদ্র চিত্র ঈশ্বরের প্রতিটি সৃষ্টি ধ্বংসের নমূনা (২পিতর ৩:১-১৩)। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বংসগুলির কারণে লোকেরা তাদের পাপের জন্য অনুতাপ করে যেন যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে জীবন্ত ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে।

১৭. সমাগম তাম্বু এদন উদ্যানের একটি ক্ষুদ্র চিত্র। যদিও এদনের আসল উদ্যান থেকে মানুষ বিতাড়িত হয়েছিল, তথাপি ঈশ্বর মহানুগ্রহে ইস্রায়েলীয়দের আহ্বান করে একটি নূতন স্থান প্রস্তুত করলেন যেখানে ঈশ্বর ও তাঁর মানুষেরা এক সঙ্গে বাস করতে পারে। এই নূতন "এদন"কে সমাগম তাম্বু রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছিল (যাত্রাপুস্তক ২৫-৩১ অধ্যায় দেখুন)। সাদৃশ্যগুলির উপর ভিত্তি করে সমাগম তাম্বুর ভিতরে দেখতে পাওয়া যায় (যেমন, ফল, বৃক্ষ, পশু, মূল্যবান পাথর ও রত্ন, ও করূব), এতে বুঝা যায় যে এদনের উদ্যানের প্রতিভু রূপে সমাগম তাম্বু স্থাপিত হয়েছিল। সমাগম তাম্বু এমন একটি স্থান রূপে প্রস্তুত হয়েছিল যেখানে ঈশ্বর ও লোকেরা পবিত্র একতায় একত্রে বসবাস করেছিল। অবশ্য সমাগম তাম্বু এদন উদ্যানের প্রকৃত প্রতিফলন ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ,

সত্য নয় এবং ওরা রক্ষা করতে পারে না। আদিপুস্তকে বর্ণীত এক ঈশ্বরে তাদের পরিপূর্ণ বিশ্বাস অর্পণ করা আবশ্যক।

১২. বস্তুতঃ ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল স্থান, সকল বিষয়ের বর্ণনা দিয়েই আদিপুস্তকের শুরু হয়েছে, এবং সকল মানুষ এটা প্রমাণ দিচ্ছে যে বাইবেলের ঈশ্বর একটি জাতির একদল লোকের ঈশ্বর নন। সকল মানুষ ঈশ্বরের আরাধনা ও তাঁর প্রশংসা করতে বাধ্য কারণ তিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা। এটা তাৎপর্য্যপূর্ণ যে ইস্রায়েলীয় লোকদের কাহিনীর পূর্বেই সকল মানুষের সৃষ্টির বিষয় আসে। এরূপে, ঈশ্বর ঠিক সেই মানুষদের ঈশ্বর নন যারা বাস্তবভাবে অব্রাহামের সঙ্গে সম্পর্কিত নন। আদিপুস্তকে বর্ণীত হয়েছে যে ঈশ্বর সর্বস্থানে সকল লোকদের দ্বারা পূজিত হতেন। পৃথিবীতে এমন কোন স্থান নেই যা তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। পৃথিবীর সকল লোকদের তাঁর আরাধনা করা উচিৎ। এতদ্‌সত্ত্বেও, প্রকৃত ঈশ্বরের আরাধনা ও তাঁকে মান্য করার উপর ভিত্তি করে পৃথিবীর সকল মানুষের বিচার হবে। প্রেরিত ১৭:২৪-৩১ পদ দেখুন।

১৩. জগতে পাপ প্রবেশের পূর্বের ঘটনা আদিপুস্তক ১ ও ২ অধ্যায়ে সবিশেষ বর্ণনা করা হয়েছে। যাহোক, মোশি সেই লোকদের বিষয় লিখেছেন যারা জগতে পাপ প্রবেশের পরে বাস করত। যীশু ব্যতীত, মোশির অন্যকোন পাঠক, জানত না কিভাবে পাপ মুক্ত জীবন যাপন করা যায়। প্রতিজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে প্রান্তরের মধ্যে ভ্রমণরত লোকবৃন্দ ছিল মোশির প্রথম শ্রোতা মন্ডলী। এরূপে, এদন উদ্যানের মত জীবন যাপন কিরূপ হবে তা কেবল তারাই অনুমান করতে পারে। মোশির প্রথম শ্রোতা মন্ডলীর মত মোশির আজকের পাঠকগণ। আজকের পাঠকগণ এদন উদ্যানের বাইরে বাস করছে। এরূপে, আদমের পাপের কারণে, অগণিত পাপ, যন্ত্রণা, কষ্ট ও উৎপীড়ন হেতু মোশির সকল পাঠকগণ (অতীত ও বর্তমানকালের) উদ্যানের বাইরে বাস করছে (রোমীয় ৫:১২)।

১৪. আদিপুস্তকের ও মোশির গ্রন্থের মধ্যে কবিতা বিশেষ বৈশিষ্ট্যমূলক বিষয়রূপে দেখতে পাওয়া যায়। কবিতা সাধারণ বর্ণনামূলক বিষয় থেকে সতন্ত্র কারণ আকর্ষনীয় রূপে কবিতা শব্দ ও আদর্শ শব্দগুলিকে সংযুক্ত করে। কবিতা মূল বচনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে সুদৃঢ় করে ও এটাকে স্মরণীয় করে রাখে। আদিপুস্তকের প্রথম চার অধ্যায়ে ১:২৭, ২:৪, ২:২৩, ৩:১৪-১৯, ও ৪:২৩-২৪ পদে কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। কিভাবে কবিতা চিহ্নিত করা যায়, কিভাবে কবিতা ব্যাখ্যা করা যায়, কিভাবে কবিতা প্রচার ও শিক্ষার কাজে ব্যবহার করা যায় তা প্রচারক ও শিক্ষক অবশ্যই শিখবে। কবিতাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। ওগুলো তাৎপর্য্যপূর্ণ কারণ ওগুলো চমৎকার ভাবে সজ্জিত, মূল বচনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপিত করে এবং সুনির্দিষ্ট অংশের মূল বিষয়কে প্রকাশ করে। তা সত্ত্বেও, ওগুলো প্রায়শই খ্রীষ্ট ও সুসমাচার বিষয়ক ঘটনাবলী প্রকাশ করে। কবিতা কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ প্রচারকের আবিষ্কার করা ও প্রচার করা আনন্দ ও কর্তব্যের বিষয়।

১৫. মূল বচনের শব্দগুলির উপর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এমন কোন চাক্ষুষ সাক্ষী নেই যিনি আদিপুস্তক ১-৪ অধ্যায়ে লিখিত মোশির বর্ণনাগুলি নিশ্চিত

১০. প্রকাশিত বাক্যের শেষ পুস্তকের সাথে আদিপুস্তকের ১-৩ অধ্যায়ের সদৃশ্য আছে। অনেক ভাবেই, আদিপুস্তক ও প্রকাশিত বাক্যের সদৃশ্য আছে। কিন্তু একই সময়ে তারা খুবই বিভিন্ন। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি দ্বারাই বাইবেলের কাহিনী শুরু হয়েছে (আদিপুস্তক ১-২ অধ্যায় দেখুন)। আর এটা সমাপ্ত হয়েছে নূতন আকাশমন্ডল ও নূতন পৃথিবীর সৃষ্টি দিয়ে (প্রকাশিত বাক্য ২১:২২ পদ দেখুন)। একটি ছোট উদ্যানের মধ্যে জীবন বৃক্ষ ও একটি প্রধান নদীর সাথে মানুষের জীবন যাত্রার দ্বারা বাইবেলের কাহিনী শুরু হয়েছে। নদীর তীরে উৎপন্ন জীবন বৃক্ষ ও প্রধান নদীর সাথে এক অতি বৃহৎ উদ্যান নগরীর মধ্যে লোকদের আবাস নিয়েই কাহিনীর সমাপ্তি হয়েছে। লোকদের নিয়ে শুরু হওয়া কাহিনীতে তারা জীবন বৃক্ষ থেকে ফল পেড়ে ভোজন করে নাই। আবার জীবন বৃক্ষ থেকে লোকদের ফল খাওয়ার বিষয় নিয়ে কাহিনী সমাপ্ত হয়েছে। আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আবার প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে তাঁর ভার্য্যা–মন্ডলীর সাথে খ্রীষ্টের বিবাহের অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। আদিপুস্তক একটি সর্পের বিষয় নিয়ে শুরু হয়েছে যে আদম কর্তৃক বিচারিত হয়েছে কিন্তু এটা মুক্ত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শেষ আদম (যীশু) কর্তৃক সর্পের বিচার এবং অনন্তকালীয় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দ্বারা প্রকাশিত বাক্য সমাপ্ত হয়েছে। বাইবেলের প্রারম্ভে, উদ্যানটি ছিল ছোট এবং এতে কেবলমাত্র দুই জন মানুষ ছিলেন। বাইবেলের সমাপ্তিতে, পৃথিবী উদ্যানে পরিপূর্ণ ও প্রত্যেক জাতির লোক দ্বারা পরিপূর্ণ! এই একটি বৃহৎ পুস্তকের (প্রকাশিত বাক্যের মাধ্যমে আদিপুস্তক) মধ্যে একটি কাহিনী উপস্থাপন করা, এটা প্রচারকদের আনন্দ ও কর্তব্য।

১১. লেখক চেয়েছেন তাঁর পাঠকগণ জানুক যে তিনি যে ঈশ্বরের বিষয় লিখেছেন তিনিই একমাত্র সর্বশক্তিমান। মোশির সময়কালীন লোকেরা অনেক দেব দেবতার পূজা করত। এই অধ্যায়গুলিতে, মোশি কেবলমাত্র এক জন ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন। আদিপুস্তক ১-৪ অধ্যায়ে বর্ণীত ঈশ্বর কোন সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সামান্য দেবতা নন। তিনি কেবল শস্যের দেবতা, বা প্রাচুর্য্যের দেবতা বা ঝড়-ঝঞ্ঝার দেবতা নন। তিনি ঐ সকল বিষয় এবং আরও অধিক বিষয়ের ঈশ্বর! তিনি সকল বিষয়ের ঈশ্বর! তিনি ক্ষুদ্র কোন জাতির দেবতা বা একদল নির্দিষ্ট লোকের দেবতা নন। তিনি সবকিছুর ঈশ্বর! মোশি যে ঈশ্বরের বিষয় লিখেছেন তিনি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যিনি সব কিছু তৈরী করেছেন ও সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। যেহেতু আজ লোকেরা এটা জোর দিয়ে প্রকাশ করতে পারছে যে পৌরাণিক লোকদের চেয়ে তারা আরও বেশী এগিয়ে গেছে এবং তারা অন্য দেবতাদের আরাধনা করছে না, এটাই যথার্থ নয়। যদিও লোকেরা প্রতিমা পূজা করছে না, কিন্তু তারা অনেক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পূজা করছে (যেমন, অর্থ, যৌন, ক্ষমতা, ও সম্পত্তি)। এই বিষয়গুলি, যারা এগুলি ভালবাসে, তাদের দ্বারা যদিও এগুলি দেবতারূপে আখ্যায়িত হচ্ছে না, তথাপি দেবতার মত ক্ষমতায় তাদের জীবনকে আঁকড়ে ধরেছে। আমরা আরাধনা করতেই সৃষ্ট হয়েছিলাম। যদি আমরা প্রকৃত ঈশ্বরের আরাধনা না করি, তবে আমরা অন্য দেবতাদের আরাধনা করছি। বিশ্বস্ত প্রচারক দেবতাদের প্রতি লোকদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করতে আহ্বান জানাবে যে ওগুলি

প্রকাশিত বাক্য ২২:১-৫

১ আর তিনি আমাকে "জীবন-জলের নদী" দেখাইলেন, তাহা স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহা ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন হইতে নির্গত হইয়া তথাকার চকের মধ্যস্থানে বহিতেছে; ২ "নদীর এপারে ওপারে জীবন-বৃক্ষ আছে, তাহা দ্বাদশ বার ফল উৎপন্ন করে, এক এক মাসে আপন আপন ফল দেয়,[১৬৪] এবং সেই বৃক্ষের পত্র জাতিগণের আরোগ্য নিমিত্তক"।[১৬৫] ৩ এবং "কোন শাপ আর হইবে না ;"[১৬৬] আর ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন তাহার মধ্যে থাকিবে; এবং তাঁহার দাসেরা তাঁহার আরাধনা করিবে, ৪ ও তাঁহার মুখ দর্শন করিবে,[১৬৭]

---

১৬৪ ২২:১-২ পদে দুইটি দৃশ্যমান চিহ্ন আছে: **জীবন জলের নদীও জীবন বৃক্ষ**। এগুলি সুস্পষ্টভাবে পাঠককে এদন উদ্যানের বিষয় মনে করিয়ে দেয়। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ইতিপূর্বে আদিপুস্তক ২:৯ পদে জীবন বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এদন থেকে একটি নদী প্রবাহিত হয়েছে তাও উল্লেখ করা হয়েছে (২:১০ পদ দেখুন)। পুনরায়, এদনের উদ্যানে যে সব বৃক্ষ রোপন করা হয়েছিল তার পরিপূর্ণতা নূতন যিরূশালেমেও আছে! নদী ও জীবন বৃক্ষের বিষয় পুনরায় গীতসংহিতা ১ ও যিহিস্কেল ৪৭:১-১২ পদে একত্রে উপস্থাপিত হয়েছে। এই উভয় শাস্ত্রাংশ মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করলে দেখা যায় ইতিমধ্যে খ্রীষ্টিয়ান জীবন খ্রীষ্টেতে সংযুক্ত হয়েছে, যেমন প্রকাশিত বাক্য ২২ অধ্যায় এই শিক্ষা দিচ্ছে যে কাল সন্নিকট। যদিও নূতন যিরূশালেম সম্পর্কে প্রকাশিত বাক্য ২২ অধ্যায়ে যোহনের কথাগুলি যীশুর দ্বিতীয় আগমনের পরে সংঘটিত হবে, যোহন ৪:৭-১৫ ও ৭:৩৭-৩৯ পদের যীশুর কথাগুলি থেকে এটা পরিষ্কার যে বিশ্বাসীরা ইতিমধ্যে জীবন্ত জল কিছুটা পান করতে পেরেছে। যোহন ১৫:১-১১ পদে যীশুর কথা ও গালাতীয় ৫:২২-২৩ পদে পৌলের কথার উপর ভিত্তি করে বিশ্বাসীরা ইতিমধ্যে আসন্ন কালের ফলের স্বাদ কিছুটা গ্রহণ করতে পেরেছে। বিশ্বাসীদের জীবনে ইতিমধ্যে ফলবান অবস্থাটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে! প্রকাশিত ২২:১-২ পদের সদৃশ্যগুলির সাথে গীত: ৪৬:৪, যোয়েল ৩:১৮, সখরিয় ১৪:৮, ও প্রকাশিত বাক্য ২:৭ পদ সংযুক্ত। এগুলি মনোযোগ সহকারে অনুশীলন করা আবশ্যক।

১৬৫ যিহিস্কেল ৪৭:১২ পদ দেখুন।

১৬৬ আদিপুস্তক ৩:১৭ ও রোমীয় ৮:১৮-২৫ পদ দেখুন।

১৬৭ যাত্রা ৩৩:২০ পদে ইয়াওয়ে মোশিকে বললেন,"...তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবে না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিলে বাঁচিতে পারে না"। দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ অধ্যায়ে, মোশি বললেন, "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার জন্য আমার সদৃশ্য এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন"। একমাত্র যীশু যিনি ঈশ্বরকে সন্মুখা-সন্মুখিন দেখেন! যাহোক, আমরা তাঁকে জানি, ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে আর কিছুই থাকতে পারে না। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সকল পার্থক্য মুছে গেছে! যোহন ১:১৮ পদ দেখুন।

এবং তাঁহার নাম তাহাদের ললাটে থাকিবে।[১৬৮] ৫ সেখানে রাত্রি আর হইবে না,[১৬৯] এবং প্রদীপের আলোকে কিম্বা সূর্য্যের আলোকে লোকদের কিছু প্রয়োজন হইবে না,[১৭০] কারণ "প্রভু ঈশ্বর তাহাদিগকে আলোকিত করিবেন; এবং তাহারা যুগপর্য্যায়ের যুগে যুগে রাজত্ব করিবে"।[১৭১]

---

১৬৮ প্রকাশিত বাক্য ৩:১২ ও ১৪:১ পদ দেখুন।

১৬৯ এটা প্রতীকরূপে ব্যবহৃত ভাষা। এটি এই অর্থ করে না যে একটি সুন্দর সূর্য্যাস্ত বা জলের উপর প্রতিফলিত চাঁদ দেখা ভক্তগণ আর কখনও উপভোগ করতে পারবে না। পাঠকের স্মরণ করা প্রয়োজন যে, এই বর্তমান কালে, রাত প্রায়ই পাপ ও বিপদের সাথে যুক্ত থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এই রাত সেই সময় যখন প্রায়ই চোর ঘরে ঢুকে। অন্ধকার অপরাধের সাথে যুক্ত। বস্তুতঃ খুব বেশী রাত নাই যেখানে যে কোন জায়গায় খুব বেশী বিপদ হবে না।

১৭০ পুনরায়, এটি, প্রতীকরূপে ব্যবহৃত ভাষা। এই অর্থ করে না, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, একটি মোমবাতির প্রজ্বলনজনিত উত্তাপ পুনরায় কখনও উপভোগ করা যাবে না। প্রতীকরূপে ব্যবহৃত ঘটনার বিবরণ এই যে ঈশ্বরের উপস্থিতি সর্বত্র বিদ্যমান।

১৭১ দানিয়েল ৭:২৭ পদ দেখুন। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের রাজত্বের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে না। এটি ভক্তগণের রাজত্বের উপর জোর দিচ্ছে। যোহনের বাক্যগুলি অর্থাৎ মানুষের নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে চিন্তা করা খুবই কঠিন করে তোলে। তারা কি রাজত্ব করবে, না কি অগ্নিময় হ্রদে নিক্ষিপ্ত হবে ?

টীকা

টীকা

Hands to the PLOW
MINISTRIES
হ্যান্ডস্ টু দ্যা প্লাউ
মিনিস্ট্রিজ

Hsnds To The Plow.org

Additional Bible Study Resources from Hands to the Plow Ministries are available at HandsToThePlow.org. These materials include...

গীতসংহিতা পুস্তক (গীতসংহিতা ১-১৯)
– একটি প্রচারক সহায়িকা।
মার্ক লিখিত সুসমাচার
– একটি প্রচারক সহায়িকা।
১ পিতর এর পুস্তক
– একটি প্রচারক সহায়িকা।
প্রকাশিত বাক্য এর পুস্তক
– একটি প্রচারক সহায়িকা।

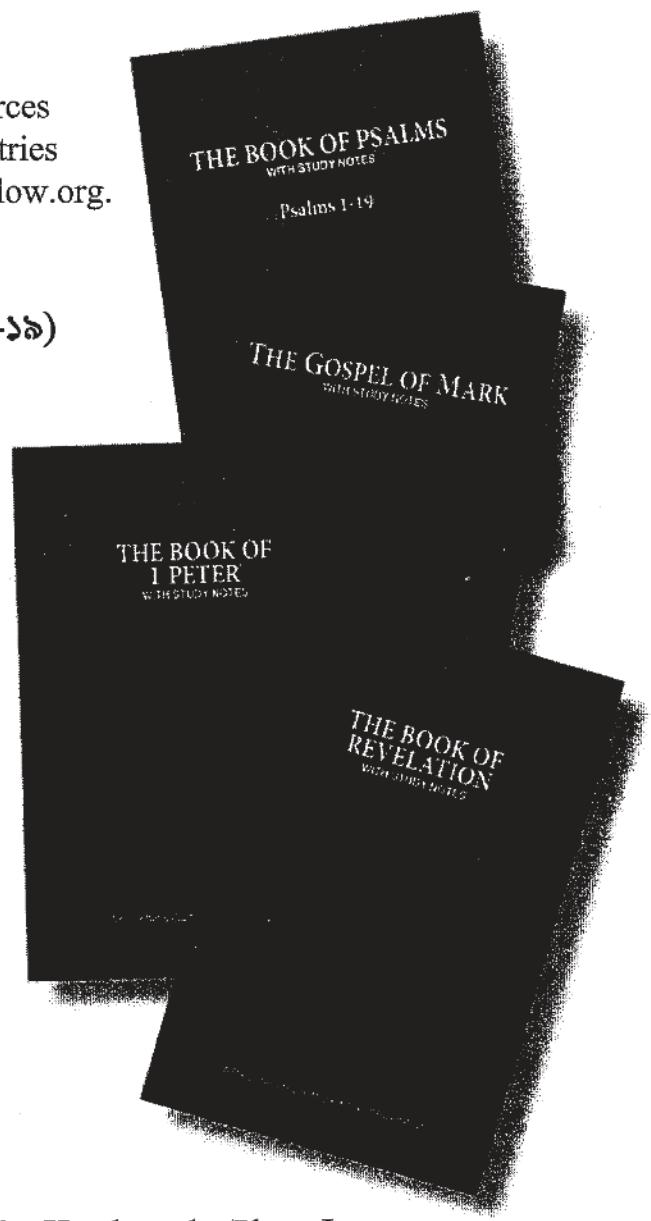

Copyright© 2017 by Hands to the Plow, Inc.

Hands to the PLOW
MINISTRIES

HandsToThePlow.org